বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা রবিবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২৮৬ ॥ ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ॥ ১৯ মাঘ ১৪৩১ বাংলা ॥ ০২ সাবান ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

ন্যায়বিচারের অন্তরায় হিসেবে দুর্বল তদন্ত দায়ী: প্রধান বিচারপতি

রাজশাহী প্রতিনিধি : প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ বলেছেন, দুর্বল তদন্ত ও অপেশাদার প্রসিকিউশন বাংলাদেশে ন্যায়বিচারের অন্যতম অন্তরায়। তাই বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে স্বতন্ত্র প্রসিকিউশন সার্ভিস গঠন এবং সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় স্থাপনের বিকল্প নেই *২-এর পাতায় দেখুন*

সেন্টমার্টিন দ্বীপকে বাঁচাতে ভ্রমণ বন্ধ রাখা হয়েছে: পরিবেশ উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : সেন্টমার্টিনের জীববৈচিত্র্য রক্ষা করতেই ভ্রমণ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে বলে দাবি করে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান জানিয়েছেন, সেন্ট মার্টিনকে স্থানীয় জনগণ কেন্দ্রিক পর্যটন কেন্দ্রে রূপ দেয়া হবে। শনিবার (১ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর *২-এর পাতায় দেখুন*

নির্বাচন ছাড়া অন্য বিষয়ে সরকারের বেশি আগ্রহ সন্দেহজনক: গয়েশ্বর

স্টাফ রিপোর্টার : একটি সুষ্ঠু নির্বাচন দেয়ার পরিবর্তে অন্য বিষয়ে সরকারের বেশি আগ্রহ প্রকাশ করা সন্দেহজনক বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। শনিবার (১ ফেব্রুয়ারি) জাতীয় প্রেসক্লাবের তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে স্বাধীন বাংলা মাদক বিরোধী কল্যাণ *২-এর পাতায় দেখুন*

অমর একুশে বইমেলার উদ্বোধন

জুলাই বিপ্লব বইমেলায় নতুন তাৎপর্য নিয়ে এসেছে : প্রধান উপদেষ্টা

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ঢাকায় বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অমর একুশে বইমেলা ২০২৫-এর উদ্বোধন শেষে বইয়ের স্টল ঘুরে দেখেন। -পিআইডি

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলা একাডেমিতে মাসব্যাপী অমর একুশে বইমেলার উদ্বোধন করে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, গত বছরের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে জাতির ঘাড়ে দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে চেপে থাকা স্বৈরাচারী সরকারের পতন ঘটেছে। আমাদের সাহসী তরুণদের এই অভূতপূর্ব আত্মত্যাগ বিশ্বকে চমকে দিয়েছে। এই বিজয়ের মাধ্যমে এসেছে নতুন বাংলাদেশ গড়ার ইস্পাত কঠোর প্রতিজ্ঞা। যাদের মহান আত্মত্যাগের মাধ্যমে অর্জিত অভ্যুত্থান এবারের বইমেলা নতুন তাৎপর্য নিয়ে আমাদের সামনে এসেছে। শনিবার (১ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে বাংলা একাডেমিতে অমর একুশের বইমেলার উদ্বোধন শেষে দেওয়া বক্তৃতায় তিনি এ কথা বলেন। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আমি আজ গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি *২-এর পাতায় দেখুন*

অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে বিচারবহির্ভূত হত্যা দুর্ভাগ্যজনক : মির্জা ফখরুল

স্টাফ রিপোর্টার : যুবদল নেতা তৌহিদুল ইসলামকে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যার তীব্র নিন্দা, প্রতিবাদ ও ধিক্কার জানিয়ে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ছাত্র-জনতার আন্দোলনে আওয়ামী ফ্যাসিস্ট সরকারের পতনের পরে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে এ ধরণের বিচারবহির্ভূত হত্যা দুর্ভাগ্যজনক। এই নির্মমতা আওয়ামী ফ্যাসিবাদী আমলকেই মনে করিয়ে দেয়। গতকাল শনিবার এক বিবৃতিতে তিনি এসব কথা বলেন। বিএনপি মহাসচিব বলেন, কুমিল্লা জেলাধীন সদর উপজেলার পাঁচথুবী ইউনিয়ন যুবদলের আহ্বায়ক তৌহিদুল ইসলামকে সাদা পোশাকধারী লোকেরা বাসা থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর নির্যাতন-নিপীড়ন চালিয়ে তাকে হত্যা করে। তৌহিদুল ইসলামকে নির্মমভাবে হত্যার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি। ড. ইউনূসের (ড. মুহাম্মদ ইউনূস) নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অন্যতম *২-এর পাতায় দেখুন*

ভোটার হালনাগাদ

ছুটির দিনেও অফিস খোলা রাখার নির্দেশ ইসির

স্টাফ রিপোর্টার : চলমান ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রমে সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটির দিনেও অফিস খোলা রাখতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। সংস্থাটির জনবল ব্যবস্থাপনা শাখার সহকারী সচিব মোহাম্মদ শহীদুর রহমানের জারি করা এক অফিস আদেশ থেকে বিষয়টি জানা গেছে। নির্দেশনায় বলা হয়ে বলা হয়েছে, ভোটার তালিকা হালনাগাদ কর্মসূচি-২০২৫ উপলক্ষে তথ্য সংগ্রহ গত ২০ জানুয়ারি শুরু হয়েছে, যা চলবে ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। নিবন্ধন কার্যক্রম আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ১১ এপ্রিল পর্যন্ত চলমান থাকবে। এ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ (রাজস্ব, আউটসোর্সিং, সংযুক্ত ও দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োজিত) হিসাবরক্ষণ অফিসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী, সরকারি পরিবহন পুলের গাড়ি চালকদের ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রম শেষ না হওয়া পর্যন্ত সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটির দিন এবং অফিস সময়ের পরে অফিসে উপস্থিত থেকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। একইসঙ্গে নিরাপত্তা ও প্রটোকলে নিয়োজিত নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোর বাইরের সংশ্লিষ্ট দেহরক্ষী/গানম্যান/পুলিশ/আনসারদেরকেও ওই সময়ে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে। এ সংক্রান্ত নির্দেশনা এনআইডি মহাপরিচালক, চিফ অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড ফিন্যান্স অফিসার এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পাঠানো হয়েছে।

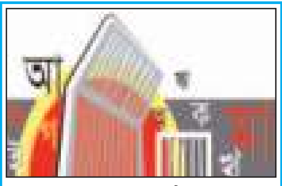

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো

স্টাফ রিপোর্টার : মাতৃভাষা আন্দোলনের ওপর আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর লেখা আর আলতাফ মাহমুদের সুর করা কালজয়ী এ গানটি 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি-আমি কি ভুলিতে পারি'- কোটি কোটি বাঙালীর হৃদয়ে বেদনা জাগায়। অমর এ গানটি কোটি কোটি বাঙালীর মনের বিরাট অংশজুড়ে জায়গা নিয়ে আছে। গানটি শুনলেই কোটি কোটি মানুষের বুকের মধ্যে হাহাকার করে ওঠে সেদিনের সেই বর্বর পাকিস্তানীদের অত্যাচার আর *২-এর পাতায় দেখুন*

ইভিএম নিয়ে বিপাকে ইসি সংরক্ষণে নতুন পরিকল্পনা

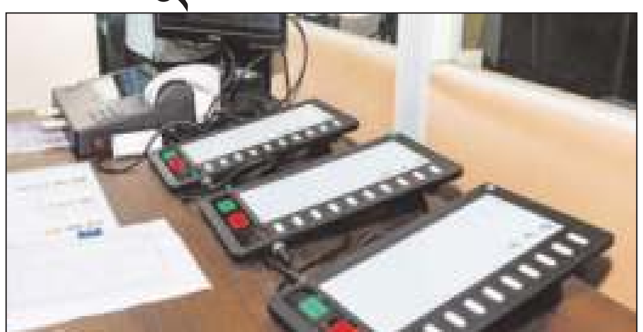

স্টাফ রিপোর্টার : নির্বাচনে ব্যবহার অনিশ্চিত ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের (ইভিএম)। এখন এসব মেশিন সংরক্ষণে কুলকিনারা খুঁজে পাচ্ছে না নির্বাচন কমিশন (ইসি)। অস্থায়ীভাবে বিভিন্ন স্কুল-কলেজ ও আঞ্চলিক নির্বাচন অফিসে রাখার পর ইভিএমের জন্য স্থায়ীভাবে জায়গার সংস্থান হয়নি। তবে স্থায়ীভাবে মেশিনগুলো সংরক্ষণ করতে নতুন পরিকল্পনা করছে ইসি। সম্পতি অনুষ্ঠিত ইসির জানুয়ারি মাসের সমন্বয় সভায় ইভিএম সংরক্ষণে নতুন পরিকল্পনার বিষয়টি উঠে আসে। সভায় সভাপতিত্ব করেন ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ। সভায় ইভিএম সংরক্ষণে মাঠ কার্যালয়ে ওয়্যারহাউজ নির্মাণ বিষয়ে ইসির পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখার উপপ্রধান জানান, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মতামত অনুযায়ী উপজেলা নির্বাচন কার্যালয়ের ভবনগুলো ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা সম্ভব নয়। এছাড়া যেসব উপজেলা ও জেলায় নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব ভবন নেই, সেসব উপজেলা ও জেলায় নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। অধিকাংশ আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা অঞ্চলে অবস্থিত বিদ্যমান ভবনের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ সম্ভব বলে জানান। এর পরিপ্রেক্ষিতে ইসির সিনিয়র সচিব বিদ্যমান অফিস ভবনের *২-এর পাতায় দেখুন*

যুবদল নেতা তৌহিদুলের মৃত্যু জরুরি তদন্তের নির্দেশ সরকারের

স্টাফ রিপোর্টার : কুমিল্লায় বাড়ি থেকে গভীর রাতে তৌহিদুল ইসলাম (৪০) নামে এক যুবদল নেতাকে যৌথবাহিনীর সদস্যরা তুলে নিয়ে যাওয়ার পর নির্যাতনের কারণে তার মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে পরিবার। এ ঘটনার জরুরি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। শনিবার (১ ফেব্রুয়ারি) প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, কুমিল্লায় গতকাল শুক্রবার রাতে পুলিশ তৌহিদুল ইসলাম নামে এক যুবককে হাসপাতালে নিয়ে যায়। অভিযোগ ওঠে, ভোরে তার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করার পর নিরাপত্তা বাহিনী তাকে আহত করে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এই মৃত্যুর *২-এর পাতায় দেখুন*

ইজতেমার প্রথম পর্বের আখেরি মোনাজাত আজ

স্টাফ রিপোর্টার : বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্বের আখেরি মোনাজাত আজ রোববার সকাল ৯টা থেকে সাড়ে ৯টার মধ্যে হবে। এ উপলক্ষে টঙ্গী এলাকায় গতকাল শনিবার রাত ১২টা থেকে গণপরিবহন বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছেন গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ (জিএমপি) কমিশনার ড. নাজমুল করিম খান। গতকাল শনিবার সকাল ১০টায় বিশ্ব ইজতেমা ময়দানে গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের (জিএমপি) নিয়ন্ত্রণ কক্ষে সংবাদ সম্মেলনে কমিশনার সাংবাদিকদের এ কথা বলেন। জিএমপি কমিশনার বলেন, গতকাল শনিবার রাত ১২টা থেকে টঙ্গী-কামারপাড়া সড়ক, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের টঙ্গী থেকে গাজীপুরের ভোগড়া বাইপাস পর্যন্ত এবং আবদুল্লাহপুর থেকে আশুলিয়ার বাইপাইল পর্যন্ত যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকবে। তিনি বলেন, এ ছাড়া ময়মনসিংহ ও গাজীপুরগামী যানবাহনগুলোকে গাবতলী দিয়ে কোনাবাড়ী হয়ে এবং ময়মনসিংহ থেকে ঢাকাগামী যানবাহনগুলোকে ভোগড়া বাইপাস হয়ে ৩০০ ফিট রাস্তা ব্যবহার করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এ সময় এসব সড়কে কোনও পণ্যবাহী গাড়ি বা যানবাহন চলতে পারবে না। তবে ইজতেমা সংশ্লিষ্ট সব ধরনের যান চলাচল স্বাভাবিক থাকবে। কমিশনার নাজমুল করিম খান বলেন, ইজতেমার মুরব্বিদের সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয়েছে। তারা জানিয়েছেন, রবিবার সকাল ৯টা থেকে সাড়ে ৯টার মধ্যে আখেরি মোনাজাত হবে। আমাদের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে, যাতে কোনও অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা না ঘটে। আশা করি, কোনও বিশৃঙ্খলা হবে না। উল্লেখ্য, তাবলিগ জামাত বাংলাদেশের শীর্ষ মুরব্বি, কাকরাইল জামে মসজিদের পেশ ইমাম ও খতিব মাওলানা জুবায়ের আহমেদ আখেরি মোনাজাত পরিচালনা করবেন।

স্বৈরাচারের দোসরদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান তারেক রহমানের

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি : স্বৈরাচারের দোসরদের বিরুদ্ধে দেশের সব জনগণকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। শনিবার (১ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জেলা বিএনপির দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল *২-এর পাতায় দেখুন*

খাদ্যের চাহিদা পূরণে উচ্চ ফলনশীল জাতের বিকল্প নেই: শেকৃবি উপাচার্য

স্টাফ রিপোর্টার : সময়ের সাথে বেড়ে চলা দেশের বর্ধিত জনসংখ্যার বিস্তৃত খাদ্য চাহিদা পূরণে উচ্চ ফলনশীল ফসলের জাত উদ্ভাবন এবং মাঠ পর্যায়ে উৎপাদনমুখী করার বিকল্প নেই। শেকৃবিতে Plant Tissue Culture and Biotechnolog শীর্ষক কনফারেন্সে প্রধান অতিথির বক্তব্য এ কথা বলেন শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড আব্দুল লতিফ। শনিবার (১ ফেব্রুয়ারি) শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে এ কনফারেন্স অনষ্ঠিত হয়। শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ প্লান্ট টিস্যু কালচার এন্ড বায়োটেকনোলজি (বিএপিটিসি এন্ড বি) এর যৌথ প্রযোজনায় দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠান চলে। অনুষ্ঠানে অধ্যাপক আব্দুল লতিফ বলেন, *২-এর পাতায় দেখুন*

জাম্বিয়ায় ওষুধ কারখানা স্থাপনে বাংলাদেশকে প্রস্তাব

স্টাফ রিপোর্টার : জাম্বিয়ায় একটি ওষুধ কারখানা স্থাপনে বাংলাদেশকে প্রস্তাব দিয়েছে দেশটি। এছাড়া বাংলাদেশ থেকে ওষুধ নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে দেশটি। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, বাংলাদেশে জাম্বিয়া প্রজাতন্ত্রের নবনিযুক্ত অনাবাসী হাইকমিশনার পার্সি পি চন্দা পররাষ্ট্র উপদেষ্টা এম তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে বৈঠকে এ আগ্রহ প্রকাশ করেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত এ বৈঠকে উভয় পক্ষ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার এবং বাণিজ্য সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে পারস্পরিক স্বার্থের বিষয়ে আলোচনা করেন। তারা জাম্বিয়া ও বাংলাদেশের মধ্যে ভবিষ্যৎ সহযোগিতার সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলোও অন্বেষণ করেন। এছাড়া হাইকমিশনার চন্দা বাংলাদেশি ওষুধ আমদানিতে জাম্বিয়ার আগ্রহ *২-এর পাতায় দেখুন*

রাজশাহীতে বোয়ালিয়া থানাধীন পৈতৃক সম্পত্তি দখলের পায়তারা

মোঃ আতিকুর রহমান আতিক, রাজশাহী: রাজশাহীর বোয়ালিয়া মৌজার পৈতৃক সম্পত্তি দখলের পায়তারা করছেন একটি প্রভাবশালী মহল বলে অভিযোগ উঠেছে। বোয়ালিয়া মৌজার মধ্য এস.এ-১৮ এবং আর, এস খতিয়ান নং ১৮০২, হাল -২২২৯ দাগে, ২২১৯ একরের কাত.১১০৯৫ একর ও হাল-২২৩৮ দাগে .১৫৫০ একরের কাত-০৭৭৫ একর মোট .৩৮৪৪ একরের কাত- .১৯২২ একর। পৈতৃক ওয়ারিশ সুত্রে উক্ত জমির মালিক বাছের আলী, নাজিম উদ্দিন সেখ, একরাম শেখ নামের তিনজনের যোগ্য ১৭ ওয়ারিশ। ঔ ১৭ ওয়ারিশ হলেন মাজেদা বেওয়া, আঙ্গুরা বেওয়া, দিলেরা বেওয়া, আব্দুর রশিদ, নাদিম হোসেন, নাজমুল হক, রওশনারা খাতুন, মোজ্জামেল হক, শাহিন আলী, শাহানাজ খাতুন, বিলকিস আরা, বুলবুলি বেওয়া, নাদিম আহমেদ, আদিল শেখ, সুলতানা, শাহিনুর হাসান, সাইদুর রহমান। সম্প্রতি উক্ত জমিতে প্রভাব বিস্তারে একটি মহল চাঁদাবাজদের দ্বায়িত্ব দিয়েছে। ওই চাঁদাবাজ ও ভুমি দখল গ্রুপ ইতোমধ্যে ওয়ারিশ গণকে নানাভাবে হুমকি ধামকিসহ সাইনবোর্ড ভেঙে ফেলার পরিকল্পনা করছেন। ওয়ারিশগণ বলেন আমরা ওই জমির পৈতৃক ওয়ারিশ। আমরা আইনগত ও *২-এর পাতায় দেখুন*

দেশে ফিরেছেন খালেদা জিয়ার ৪ চিকিৎসক

স্টাফ রিপোর্টার : উন্নত চিকিৎসার জন্য যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সঙ্গে থাকা ব্যক্তিগত চিকিৎসক দলের চার সদস্য দেশে ফিরছেন। গতকাল শনিবার দুপুর ১টার দিকে ঢাকায় পৌঁছেছেন তারা। এর আগে যুক্তরাজ্যের হিথ্রো বিমানবন্দর থেকে গত শুক্রাবর লন্ডন সময় সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিটে ফ্লাইটটি ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। ঢাকায় ফেরা চিকিৎসক হলেন, ডা. এফ এম সিদ্দিকী, ডা. মো. সাহাবুদ্দিন তালুকদার, ডা. নুর উদ্দিন আহমদ ও ডা. জাফর ইকবাল। এছাড়া চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ হোসেন ও মোহাম্মদ আল মামুন নেত্রীর সঙ্গে যুক্তরাজ্যে অবস্থান করছেন। গত ৮ জানুয়ারি বিকেলে লন্ডনের হিথ্রো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। *২-এর পাতায় দেখুন*

গুম-খুনের সঙ্গে জড়িতদের বিচার করতে হবে: জামায়াত আমির

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, আমরা অতীত নিয়ে পড়ে থাকতে চাই না। তবে যারা খুন ও গুমের সঙ্গে জড়িত, অগ্রাধিকার দিয়ে তাদের বিচার করতে হবে। শনিবার (১ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে সুনামগঞ্জ শহরের সরকারি জুবিলী উচ্চবিদ্যালয় মাঠে জামায়াতে ইসলামীর আয়োজিত কর্মী সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। জামায়াত আমির বলেন, গণহত্যা ও মানবহত্যার বিচার করতে হবে। প্রতিহিংসার জন্য নয়, মানবসমাজকে কংলকমুক্ত করার জন্য আমরা এসব ঘটনার বিচার চাই। এ সময় নিজ দলের নেতাকর্মীদের নিয়েও কথা বলেন ডা. শফিকুর রহমান।

তিনি বলেন, আমাদের নেতাকর্মীরা ৫ আগস্টের পর কোনও জলমহাল, বালুমহালসহ দেশের কোথাও চাঁদাবাজি করেনি। মামলা বাণিজ্য করেনি। যদি দলের কেউ অপরাধ করে, তবে তাকে আইনের আওতায় নিয়ে আসুন। জামায়াত আমির আরও বলেন, বিগত আওয়ামী লীগ সরকার আমাদের নিবন্ধন বাতিল করে। শুধু তাই নয়, নিষিদ্ধও ঘোষণা করে। কিন্তু আমরা ভেঙে পড়েনি। কারণ আমরা জানি, জামায়াতে ইসলাম সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে চলে। সুনামগঞ্জ জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা তোফায়েল আহমদ খানের সভাপতিত্বে সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের, সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের আইনজীবী মুহাম্মদ শিশির মনির, জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সদস্য মো. সেলিম উদ্দিন, ফখরুল ইসলাম, সিলেট জেলার আমির মাওলানা হাবিবুর রহমান প্রমুখ। এ ছাড়া সম্মেলনে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতারাও বক্তব্য রাখেন। *২-এর পাতায় দেখুন*

জুলাই বিপ্লবে চোখ ক্ষতিগ্রস্তদের চিকিৎসা দিচ্ছেন সিঙ্গাপুরের বিশেষজ্ঞরা

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের আহত চক্ষু রোগীদের চিকিৎসায় সিঙ্গাপুর থেকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক টিম আনা হয়েছে। গতকাল শনিবার সকাল ৯টা থেকে রাজধানীর চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে তারা চিকিৎসা দিচ্ছেন। সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, ৫ বিশেষজ্ঞের সমন্বিত টিম রোগীদের একেক করে বিস্তারিত শুনছেন, তাদের পরীক্ষার রিপোর্টগুলো দেখছেন, পুরো চিকিৎসার মূল্যায়ন করছেন। তাদের পক্ষ থেকে পরামর্শ দিচ্ছেন। সিঙ্গাপুর থেকে আগত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দলে আছেন, ডা. রোনাল্ড ইয়োহ, ডা. ব্লাঞ্চ লিম জিয়াও, ডা. রুবেন ফু চাও, ডা. ডোনাল্ড তান এবং ডা. নিকোল তান। তাদের সহযোগিতা করছেন জাতীয় চক্ষু *২-এর পাতায় দেখুন*

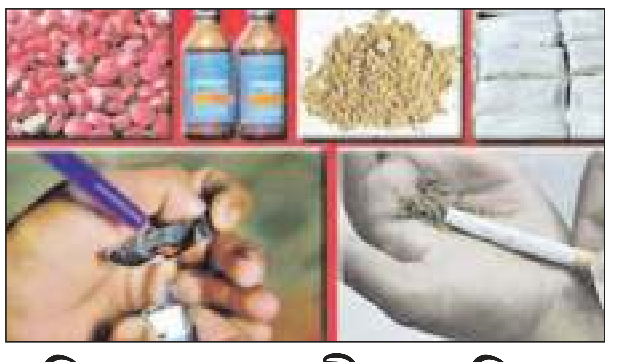

মিয়ানমারের সীমান্ত দিয়ে থামছে না মাদক পাচার

স্টাফ রিপোর্টার : মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের বেশিরভাগ এলাকা বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মির দখলে। মিয়ানমারের সামরিক জান্তা বাহিনীর সঙ্গে আরাকান আর্মির সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে নদীপথে সীমান্ত-বাণিজ্য প্রায় বন্ধ রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে, ইয়াবাসহ বিভিন্ন মাদকের প্রবাহ কমছে না। এরই মধ্যে সীমান্তে মাদক পাচার রোধে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সীমান্তের বিভিন্ন পয়েন্টে টহল জোরদার করেছে। জানা যায়, কক্সবাজারের টেকনাফ সীমান্তের নাফনদের বিভিন্ন পয়েন্টে বিভিন্ন সময়ে অভিযান চালিয়ে বিশাল পরিমাণে ইয়াবা উদ্ধার করেছে বিজিবি। টেকনাফ বিজিবি-২ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. আশিকুর রহমান জানিয়েছেন, মিয়ানমার জলসীমা থেকে *২-এর পাতায় দেখুন*

পরিকল্পনাবিহীন ড্যাপ সংশোধনে ঢাকার বাসযোগ্যতা হুমকিতে : আইপিডি

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকার ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ও বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (ড্যাপ) সংশোধনের ক্ষেত্রে আবাসন ব্যবসায়ী, ভবন ডিজাইন ও সংশ্লিষ্ট পেশাজীবিরা নিজ স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এসব পেশাজীবীদের প্ররোচনায় গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) জনস্বার্থ ও ঢাকার বাসযোগ্যতাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ও ড্যাপ সংশোধনের প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে। ৩১ জানুয়ারি ইনস্টিটিউট ফর প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইপিডি) অনলাইনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নগর পরিকল্পনাবিদরা এসব কথা জানান। 'ঢাকার ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ও বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (ড্যাপ) সংশোধনের প্রক্রিয়া, উদ্দেশ্যে ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব: আইপিডির *২-এর পাতায় দেখুন*

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা রবিবার ॥ ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ॥ ১৯ মাঘ ১৪৩১ বাংলা

কঙ্গোতে কয়েকদিনের সংঘাতে নিহত ৭০০

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মধ্য আফ্রিকার দেশ গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের পূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে বড় শহর গোমায় কয়েকদিন ধরে চলা সংঘাতে কমপক্ষে ৭০০ জন নিহত হয়েছে। জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। সেখানে বেশ কয়েকদিন ধরেই বিদ্রোহী ও সরকারি বাহিনীর মধ্যে তীব্র লড়াই চলছে। খবর বিবিসির। জাতিসংঘের মুখপাত্র স্টিফেন দুজারিক জানিয়েছেন, রুয়ান্ডা সমর্থিত এম২৩ বিদ্রোহীরা নর্থ কিভু প্রদেশের রাজধানীটি দখল করে নেওয়ায় সংঘাতের সূত্রপাত হয়। সেখানে এখন পর্যন্ত দুই হাজার ৮০০ জন আহত হয়েছে বলেও জানান তিনি। বিদ্রোহীরা এখন দক্ষিণের সাউথ কিভুর রাজধানী বুকাভুর দিকে অগ্রসর হচ্ছে বলে খবর পাওয়া গেছে। দেশটির পূর্বাঞ্চল ঘিরে ১৯৯০ এর দশক থেকেই সংঘাত-সংঘর্ষ চলে আসছে। কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহে পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করেছে। তুতসি সম্প্রদায়ের সদস্যদের দিয়ে গঠিত মার্চ টোয়েন্টিথ্রি মুভমেন্ট বা এম২৩ বলছে, সংখ্যালঘুদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তারা লড়াই করে যাচ্ছে। অপরদিকে গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের সরকার বলছে, রুয়ান্ডা সমর্থিত এই বিদ্রোহীদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে খনিজ সমৃদ্ধ পূর্বাঞ্চল দখল করা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও এর অংশীদারদের মূল্যায়ন ও গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের সরকারের দেওয়া তথ্যের বরাত দিয়ে শুক্রবার স্টিফেন দুজারিক জানান, দুই পক্ষের সংঘর্ষে গত রোববার থেকে বৃহস্পতিবারের মধ্যেই অন্তত ৭০০ জন নিহত হয়েছে। নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। বুকাভুর প্রতিরক্ষায় শত শত বেসামরিক স্বেচ্ছাসেবককে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী তেরেজ কায়িকোয়াম্বা ভাগনার বিবিসিকে বলেন, রুয়ান্ডা অবৈধভাবে কঙ্গো দখল করছে এবং এর সরকার বদলানোর চেষ্টা চালাচ্ছে।

এজন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ওপর দায় চাপিয়ে তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনের দায়ে রুয়ান্ডার প্রেসিডেন্ট পল কাগামেকে জবাবদিহিতার আওতায় না এনে তাকে দশকের পর দশক ধরে যা ইচ্ছা তাই করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তবে রুয়ান্ডা সরকারের মুখপাত্র ইয়োলান্ড মাগোদো সব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, কঙ্গোর পূর্বাঞ্চলের সংঘাত যেন রুয়ান্ডার ভেতরে ছড়িয়ে না পড়ে তা নিশ্চিত করতে তার দেশের সেনা মোতায়েন করা হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা যুদ্ধে আগ্রহী নই, সীমানা বাড়াতেও আগ্রহী নই। কঙ্গোতে সরকার ফেলে দেওয়ার কোনো আগ্রহও আমাদের নেই। কঙ্গোর পূর্বাঞ্চলে এম২৩-র পাশাপাশি রুয়ান্ডার তিন থেকে চার হাজার সৈন্যও সক্রিয় রয়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ।

আটকে রাখা জাহাজ ১৬ দিন পর ছেড়েছে আরাকান আর্মি

স্টাফ রিপোর্টার : ১৬ দিন পর আটক করা পণ্যবাহী জাহাজ ছেড়ে দিয়েছে মিয়ানমারের বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মি। গতকাল শনিবার দুপুর পৌনে ১টায় পণ্যবাহী জাহাজটি টেকনাফ স্থলবন্দর ঘাটে এসে পৌঁছেছে। এর আগে আরাকান আর্মির হেফাজতে থাকা দুটি জাহাজ ২০ জানুয়ারি টেকনাফ স্থলবন্দরের পৌঁছেছিল। গতকাল শনিবার একটি জাহাজ পৌঁছেছে বলে জানিয়েছেন টেকনাফ স্থলবন্দর ইউনাইটেড ল্যান্ড পোর্টের ম্যানেজার সৈয়দ মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। তিনি বলেন,

৭-এর পাতায় দেখুন

আকাশ মেঘলা হলেও আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে

স্টাফ রিপোর্টার : সারাদেশের আকাশ মেঘলা থাকলেও আবহাওয়া থাকবে শুষ্ক। গতকাল শনিবার এমন পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। আবহাওয়াবিদ মো. তরিফুল নেওয়াজ কবির জানিয়েছেন, উপ-মহাদেশীয় উচ্চচাপ বলয়ের বর্ধিতাংশ বিহার ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে। রোববার সকাল পর্যন্ত দেওয়া পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত সারাদেশের কোথাও কোথাও মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে এবং তা কোথাও কোথাও দুপুর পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে। এদিকে ঘন কুয়াশার কারণে বিমান চলাচল, অভ্যন্তরীণ নদী পরিবহন এবং সড়ক যোগাযোগ সাময়িকভাবে ব্যাহত হতে পারে। সারাদেশে রাতের এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। রোববার সকাল থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত দেওয়া

৭-এর পাতায় দেখুন

এখনও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড হলে মানুষ হতাশ হবে : রিজভী

স্টাফ রিপোর্টার : ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলের মতো এখনও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড হলে মানুষ হতাশ হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। শনিবার (১ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর নয়াপল্টনে এক সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন। যৌথ বাহিনীর হেফাজতে কুমিল্লায় যুবদলকর্মীর মৃত্যু নিয়ে তীব্র সমালোচনা করে রুহুল কবির রিজভী বলেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে এমন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড কোনোভাবেই কাম্য নয়। শেখ হাসিনার শাস-নামলের মতো বিচারবহির্ভূত হত্যার পুনরাবৃত্তি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের আমলে ঘটবে কেন?’ তিনি বলেন, ‘দেশ-বিদেশের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত চলছেই। শঙ্কা আমাদের দিন দিন বাড়ছে। কুমিল্লায় যুবদলের একটা ছেলেকে ধরে নিয়ে মৃত অবস্থায় ফিরে দিয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। ড. ইউনূসের আমলে এই ঘটনা ঘটবে কেন? ড. ইউনূসকে পৃথিবীর বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা এবং পশ্চিমা গণতান্ত্রিক দেশগুলো অত্যন্ত পছন্দ করে। এ দেশের মানুষও তাকে পছন্দ করে। তারা মনে করেন, তিনি দেশের একজন গুণী মানুষ, যিনি দেশের জন্য আন্তর্জাতিক সম্মান নিয়ে এসেছেন। তার সময়ে যদি শেখ হাসিনা সরকারের আমলের বিচারবহির্ভূত হত্যার পুনরাবৃত্তি হয় তাহলে তো হোঁচট খাবে জনগণ।’ তিনি আরও বলেন, যদি ওই ছেলেটি অপরাধী হয় তাহলে তাকে গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় নেওয়া যেত। কিন্তু গ্রেপ্তার করে ভয়াবহ টর্চার করে মেরে ফেলে বাবা-মার কাছে ফেরত দেওয়া এটা এই আমলে হবে কেন? বিএনপির এ নেতা বলেন, ‘ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সরকারকে দেশের গণতন্ত্রকামী মানুষ সমর্থন করেছে, নির্বাচিত না হলেও সমস্ত রাজনৈতিক দলের সমর্থিত এ সরকার, তার সরকারের প্রতি জনগণের সমর্থন রয়েছে। কিন্তু তার সরকারের আমলে যদি শেখ হাসিনার আমলের পুনরাবৃত্তি হয় তাহলে তো এই যে এত রক্তাক্ত আন্দোলন, রাজপথে রক্তের আলপনা, আহাদের মতো পাঁচ বছরের শিশু, মুগ্ধর মতো একটি তরুণ প্রাণ, আবু সাঈদের নির্ভীক চিত্তে নিজের শার্টের বোতাম খুলে পুলিশের গুলি বরণ- এই যে আত্মদান, এই আত্মদান তো একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল।’ এদিকে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ৩১ জানুয়ারি আনুমানিক রাত ৩টায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে যৌথবাহিনীর অভিযানে কুমিল্লার আদর্শ সদর উপজেলা থেকে মো. তৌহিদুল ইসলামকে আটক করা হয়। পরের দিন দুপুর সাড়ে ১২টায় কুমিল্লা মেডিকেল

৭-এর পাতায় দেখুন

বিএনপির বিরুদ্ধে সংযত হয়ে কথা বলতে হবে: সেলিমা রহমান

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপি একটি বড় দল এবং ঐতিহ্যবাহী দল। সেই দলের বিরুদ্ধে কথা বলতে হলে সংযত হয়ে বলতে হবে বলে জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান। শনিবার (১ ফেব্রুয়ারি) জাতীয় প্রেস ক্লাবে আগামী নির্বাচন নিয়ে আওয়ামী দোসরদের নানামুখী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে নাগরিক প্রতিবাদ সভায় তিনি এ কথা বলেন। সেলিমা রহমান বলেন, ড. ইউনূসের সম্মান বিশ্বজুড়ে। তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হয়ে কাজ করছেন। কিন্তু তার উপদেষ্টা পরিষদ থেকে যখন আমিত্বের কথা ভেসে আসে, আমি এটা করব, আমরা এটা করেছি... এসব কথা শুনলে কষ্ট লাগে। তিনি বলেন, শেখ মুজিবুর রহমান, শেখ হাসিনাও এরকম কথা বলেছে, সব কিছু তাদের। আর কারও কিছু

৭-এর পাতায় দেখুন

কেটেছে ক্রয় জটিলতা

সারাদেশে যাচ্ছে ইপিআই টিকা

স্টাফ রিপোর্টার : সারাদেশে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির (ইপিআই) টিকার সংকট বেশ কয়েক মাস ধরেই। হাসপাতাল বা টিকাদান কেন্দ্রে গিয়ে টিকা না পেয়ে ফিরে এসেছেন অনেকেই। যদিও গত মাসের শেষে প্রোগ্রাম ম্যানেজার জানান, টিকার ক্রয় জটিলতা কেটেছে। জানুয়ারি মাসের পর আর এ সংকট থাকবে না। এ মাসের মধ্যেই তারা এটি কাটিয়ে উঠবেন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সূত্র জানায়, শিশুদের টিকাগুলো সরকারি এবং বিদেশিদের দেওয়া অর্থে কেনা হয়। এখন টিকার টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। ফলে টিকা ক্রয় সংক্রান্ত জটিলতা কেটেছে। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে দেশের পশ্চিম সীমান্তের জেলা চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদরে টিকা পাওয়া যায়নি। নবজাতকের জন্মের পর প্রথম টিকা বিসিজি দেওয়ার জন্য পার্শ্ববর্তী টিকাদান কেন্দ্রে যোগাযোগ করলে জানানো হয় টিকার সরবরাহ নেই। পরের সপ্তাহে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে যোগাযোগ করলে টিকার ব্যবস্থা হয়। তবে টিকা নিতে গিয়ে জানা যায়, কেন্দ্রে টিকাদান কার্ডের সরবরাহ নেই। অথচ শিশুদের জন্য এই কার্ড অতিজরুরি একটি বিষয়। জন্মনিবন্ধন করাসহ জীবনের বৃত্তান্ত সংরক্ষণের দলিল হিসেবে কাজ করে

৭-এর পাতায় দেখুন

উপজেলা পর্যায়ে ছাত্র আন্দোলনের নেতাকর্মীদের একত্রিত করা হচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মেহেরাব সিফাত বলেন, আওয়ামী লীগের আমলে যেভাবে নির্যাতন খুন-গুম, হত্যা হয়েছে তা আর দেশের মানুষ কখন চায় না। সেজন্য ছাত্র আন্দোলনের নেতাকর্মী যারা আছেন তারা যেন নতুন সংস্কৃতি সৃষ্টি করতে পারেন। সেটি যেন জনবান্ধব হয় মানুষের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন। এ জন্য উপজেলা পর্যায়ে নেতাকর্মীদের একত্রিত করা হচ্ছে। গতকাল শনিবার সকালে মাদারীপুরের শিবচর উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন। সিফাত বলেন, ছাত্র-

৭-এর পাতায় দেখুন

বাংলা একাডেমিতে ফ্যাসিস্টদের দোসর ঢুকে পড়েছে : সংস্কৃতি উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী বলেছেন, বাংলা একাডেমিতে ফ্যাসিস্টদের দোসর ঢুকে পড়েছে। পুরো একাডেমি স্থবির, তাই পুরস্কার ও মনোনয়ন কমিটিসহ বেশ কয়েকটি বিষয়ে বাংলা একাডেমির জন্য একটি সংস্কার কমেটি করা হবে। শনিবার (১ ফেব্রুয়ারি) সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাকিম চত্বরে আয়োজিত জাতীয় কবিতা উৎসবে এসব কথা বলেন তিনি। মোস্তফা সরয়ার ফারুকী বলেন, বাংলা একাডেমি পুরস্কারের সঙ্গে আসলে মন্ত্রণালয়ের কোনও যোগাযোগ থাকে না। বাংলা একাডেমি একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। তারা তাদের মতো করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর দেখা

৭-এর পাতায় দেখুন

ঢাকায় আওয়ামী লীগের লিফলেট বিতরণ

স্টাফ রিপোর্টার : অজ্ঞাত স্থান থেকে ঘোষিত আওয়ামী লীগের কর্মসূচির প্রথম দিনে লিফলেট বিতরণ করেছে দলটির কর্মীরা। শনিবার (১ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ৮টায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের প্রধান ফটকের সামনে ও আশপাশের এলাকায় পথচারী ও যাত্রীদের মধ্যে লিফলেট বিতরণ করে আওয়ামী লীগের কর্মীরা। অবশ্য, দুপুর ১২টা পর্যন্ত কর্মসূচি পালনে দলের প্রথম সারির কোনো নেতার দেখা মেলেনি। ড. মুহম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারকে অবৈধ ও অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়ে ১ থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি ঘোষণা করে আওয়ামী লীগ। প্রথম দিনে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে এসে

৭-এর পাতায় দেখুন

অনির্দিষ্টকাল সড়ক ও রেলপথ অবরোধের ঘোষণা তিতুমীরের শিক্ষার্থীদের

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর মহাখালীতে অবস্থিত সরকারি তিতুমীর কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিতে শিক্ষার্থীদের আল্টিমেটামের সময় শনিবার (১ ফেব্রুয়ারি) বিকেল ৪টায় শেষ হয়েছে। তবে, এ সময়ের মধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো ইতিবাচক সাড়া না পেয়ে এবার একযোগে সড়ক ও রেলপথ অবরোধের ঘোষণা দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। ঘোষণা অনুযায়ী, আগামীকাল রোববার (২ ফেব্রুয়ারি) থেকে ‘বারাসাত ব্যারিকেড টু নর্থ সিটি’ নামে অনির্দিষ্টকালের জন্য পালিত হবে এ কর্মসূচি। শনিবার (১ ফেব্রুয়ারি) বিকেল ৪টায় সরকারি তিতুমীর কলেজের শিক্ষার্থীদের সংগঠন

৭-এর পাতায় দেখুন

বিশ্ববাজারে স্বর্ণের দামে নতুন ইতিহাস

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : বিশ্ববাজারে প্রথমবারের এক আউন্স স্বর্ণের দাম ২ হাজার ৮০০ ডলার স্পর্শ করেছে। এতে বিশ্ববাজারে স্বর্ণের দামে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। শনিবার (১ ফেব্রুয়ারি) বিশ্ববাজারে স্বর্ণের রেকর্ড দামের নিয়ে জানা গেছে, সপ্তাহ শেষে বিশ্ববাজারে প্রতি আউন্স স্বর্ণের দাম দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৭৯৭ ডলার। অবশ্য সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস লেনদেনের একপর্যায়ে প্রতি আউন্স সোনার দাম ২ হাজার ৮১৫ ডলার পর্যন্ত উঠে যায়। এর আগে কখনো এক আউন্স স্বর্ণের দাম ২ হাজার ৮০০ ডলার হয়নি। বিশ্ববাজারের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, গত সপ্তাহে লেনদেন শুরু হওয়ার আগে বিশ্ববাজারে প্রতি আউন্স স্বর্ণের দাম ছিল ২ হাজার ৭৭০ ডলার। সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস লেনদেনের একপর্যায়ে প্রতি আউন্স স্বর্ণের দাম ২ হাজার ৭৩১ ডলারে নেমে যায়। তবে এরপর আবার দাম বাড়ার প্রবণতা শুরু হয়। ২৯ জানুয়ারি প্রতি আউন্স স্বর্ণের দাম ২ হাজার ৭৬০ ডলারে উঠে যায়। এদিকে, বিশ্ববাজারে স্বর্ণের এমন দাম

৭-এর পাতায় দেখুন

দল গঠন করতে চাইলে সরকারের দায়িত্ব ছেড়ে দিন: আবদুস সালাম

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের কেউ দল গঠন করতে চাইলে তাকে আগে সরকারের দায়িত্ব ছেড়ে দিতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আবদুস সালাম। শনিবার (১ ফেব্রুয়ারি)

৭-এর পাতায় দেখুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিবৃতি

সময় বেঁধে দিয়ে আন্দোলন করার যৌক্তিকতা নেই

স্টাফ রিপোর্টার : তিতুমীর কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের ঘোষণা আদায়ে সময় বেঁধে দিয়ে আন্দোলন করার যৌক্তিকতা নেই বলে বিবৃতি দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শনিবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বার্তায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, সরকারি তিতুমীর কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের দাবিতে চলমান আন্দোলনের বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় তথা সরকার অবহিত রয়েছে। এই মর্মে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকার ঐতিহ্যবাহী সাতটি কলেজের সমন্বয়ে একটি পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের লক্ষ্যে ইউজিসির চেয়ারম্যান মহোদয়ের নেতৃত্বে গঠিত একটি বিশেষজ্ঞ

৭-এর পাতায় দেখুন

দ্য ইকোনমিস্টের প্রতিবেদন

বিদেশি সহায়তা বন্ধ করে নিজের পায়ে ‘কুড়াল মারছে’ আমেরিকা

আন্তর্জাতক ডেস্ক : বিদেশি সহায়তা নিয়ে সমালোচনা করা সহজ। অনেক সময় এই অর্থ অপচয় বা আত্মসাৎ হয়। এর উপকারিতা অনেকের দৃষ্টিতে স্পষ্ট নয়। তাছাড়া, বিদেশিদের সাহায্য করতে গিয়ে দেশের জনগণের জন্য কম অর্থ রাখা হয়ড়এই যুক্তিতে অনেকে এর বিরোধিতা করেন। এসব কারণেই ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ নীতির প্রবক্তা ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্য এটি একটি সহজ লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছে। তবে বিশ্বের বিপুল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য যখন রাতারাতি সহায়তা বন্ধ হয়ে যায়, তখন

৭-এর পাতায় দেখুন

রাজধানীতে স্বর্ণসহ ছিনতাইকারী চক্রের ৬ সদস্য গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীতে ৯২৮ গ্রাম স্বর্ণসহ ছিনতাইকারী চক্রের ছয় সক্রিয় সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে ডিএমপির ডিবি-সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইম (উত্তর) বিভাগ। গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন, বিধান চন্দ্র বিশ্বাস, সবুজ হাওলাদার, আল আমিন খান, তরিকুল ইসলাম, শফিকুল রহমান চুন্নু ও আজিম উদ্দিন। গ্রেপ্তারের সময় তাদের হেফাজত হতে ছিনতাই হওয়া ৯২৮ গ্রাম স্বর্ণ, বিভিন্ন মডেলের চারটি মোবাইল ফোন ও তিনটি সিম কার্ড উদ্ধার করা হয়। গতকাল শনিবার ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন। গত বুধবার ও বৃহস্পতিবার পটুয়াখালী

৭-এর পাতায় দেখুন

দেশে ব্যবসা ও বিনিয়োগ নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়ছে ব্যবসায়ীদের

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশে অর্থনীতির বেশিরভাগ সূচক খারাপ হচ্ছে। দেশের ব্যবসা ও বিনিয়োগ পরিস্থিতি নিয়ে বহুমুখী সংকট সামনে আনছেন ব্যবসায়ী-রা। অভ্যন্তরীণ ও বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও একটা নেতিবাচক ধারা দেখা যাচ্ছে। দেশের অর্থনীতির জন্য এগুলোকে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ী সবাই। বিবিসি বাংলার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর একদিকে যেমন বেশকিছু শিল্প-কারখানা বন্ধ হয়েছে, আবার সম্ভাবনাময় অনেক শিল্প-কারখানাও অর্থাভাবে ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। আবার অর্থায়ন সংকট, ঋণ সহায়তা, সুদহার বৃদ্ধির কারণে ব্যবসায়ীরা উদ্বেগ জানাচ্ছেন নিয়মিত। সার্বিকভাবে ব্যবসা ও বিনিয়োগের পরিবেশ নিয়েও দুশ্চিন্তা ফুটে উঠছে ব্যবসায়ীদের কথায়। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে চামড়া ও পাট শিল্পের একজন উদ্যোক্তা মো. ফিরোজ আহমেদ। পাটকলের মুনাফা ও ব্যাংক ঋণের ভর করে খুলনার ফুলতলায় দেশের বৃহত্তম চামড়া প্রক্রিয়াকরণ কারখানা প্রতিষ্ঠা করেছেন। ফুলতলায় সুপার জুট মিলস ও সুপারেক্স লেদার নামে দুটি প্রতিষ্ঠান তার গড়ে তোলা। ফিরোজ আহমেদ জানান, অতীত ও বর্তমান সংকট মিলিয়ে রপ্তানিমুখী দুটি শিল্প কারখানাই এখন রুগ্‌ণ। পাটকলে সক্ষমতার ২৫ শতাংশ এবং চামড়া কারখানায় দশ ভাগের কম সক্ষমতা কাজে লাগাতে পারছেন। ফিরোজ আহমেদের দুই কারখানার ৮০০ কোটি টাকার বেশি ঋণ জমেছে। দৈনিক সুদ হচ্ছে ৩০ লাখ টাকা। চামড়া ও পাটকল মিলে আড়াই হাজারের বেশি শ্রমিকের কাজ নেই। তার দাবি, দেশে পাট ও চামড়া কাঁচামালের অভাব নেই। বিদেশি ক্রেতা ও রপ্তানির সুযোগও রয়েছে। পুরোদমে কারখানা দুটি চালাতে তার এখন ন্যূনতম ২০০ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা দরকার। এরই মধ্যে সুদের হার বৃদ্ধির কারণে ঋণের সুদ আরও বেড়েছে। ‘আমাদের দুটো ফ্যাক্টরিতে দৈনিক মাত্র ৫-৭ লাখ টাকা ইনকাম হয়। এখন এতবড় ইন্টারেস্ট কী করে দেব? এই জায়গাগুলো এই সরকারকে দেখতে হবে। এশিয়ার মধ্যে বড় ফ্যাক্টরি তৈরি করেছি

যুবকের কবজি বিচ্ছিন্নের ঘটনায় গ্রেপ্তার ৪

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর আদাবরে বালুর মাঠে ছিনতাইকারীদের হাতে সুমন শেখ নামে যুবকের কবজি বিচ্ছিন্নের ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে ডিবি-মিরপুর বিভাগ। গ্রেপ্তাররা হলেন- মো. আলমগীর (২৬), শাহজাহান (৩৩), তরিকুল ইসলাম (১৯) ও মো. রাহাত হোসেন (১৮)। গতকাল শনিবার ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। ডিবি-মির-পুর বিভাগ সূত্রে জানা যায়, গত ৩০ জানুয়ারি রাজধানীর আদাবরের ১০ নাম্বার বালুর মাঠ এলাকায় ছিনতাইকারীদের চাপাতির আঘাতে সুমন শেখ নামে এক যুবকের কবজি বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে, এ ঘটনায় থানা পুলিশের পাশাপাশি ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তারে তৎপরতা শুরু করে ডিবি। গত শুক্রাবর রাতে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে এ ঘটনায় সরাসরি সম্পৃক্ত একজন এবং ওই গ্রুপের আরও তিনজনসহ মোট চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে ডিবি-

৭-এর পাতায় দেখুন

পাট, হোগলা পাতা, কচুরিপানার পণ্য যাচ্ছে ২৬ দেশে

রাজবাড়ী প্রতিনিধি : পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে মানুষের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির কথা চিন্তা করেন রেলওয়ের প্রকৌশল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. হাকিম আলী সরদার। সেই চিন্তা থেকে রাজবাড়ী সদরের ভবদিয়া এলাকায় গড়ে তোলেন ‘গোল্ডেন জুট প্রোডাক্ট’ নামে একটি প্রতিষ্ঠান। এখানে খড়, পাট, হোগলা পাতা ও কচুরিপানা দিয়ে তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ৩১ পদের পণ্য। এসব পণ্য রপ্তানি হচ্ছে কানাডা, জাপান, চীন, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, সৌদি আরবসহ বিশ্বের ২৬টি দেশে। এতে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পাশাপাশি কর্মসংস্থান হয়েছে পল্লী-গাঁয়ের হাজারও মানুষের। প্রশাসন ব্যাংক লোনের সুপারিশ করাসহ শ্রমিকদের সুযোগ সুবিধার আশ্বাস দিয়েছে। ওই জুটমিলস্ এসব পণ্য রপ্তানি করে বছরে প্রায় কোটি টাকা মুনাফা করছে। রাজবাড়ী সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মারিয়া হক বলেন, পরিবেশবান্ধব এসব পণ্য তৈরির উদ্যোক্তাদের সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে। কারখানা এলাকায় বিদ্যুৎ, যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়নসহ বিভিন্ন দিক খেয়াল রাখা হচ্ছে। এখানকার কর্মরত নারী শ্রমিকদের সুস্বাস্থ্যের কথা ভেবে মেডিকেল ক্যাম্প করার আশ্বাসও দিয়েছেন এই কর্মকর্তা। পরিবেশবান্ধব এসব পণ্য ব্যবহারে সবাইকে আগ্রহী করে তুলতেও কাজ করছে জেলা প্রশাসন। গোল্ডেন জুট প্রোডাক্ট কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০১৪ সালে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন জেলার সদর উপজেলার বরাট ইউনিয়নের ভবদিয়া এলাকার মো. হাকিম আলী সরদার। নিজের তিন একর জমি, জমানো টাকা এবং ইসলামি ব্যাংকের সহযোগিতায় তিনি গড়ে তোলেন গ্লোবাল গোল্ডেন জুট অ্যান্ড ক্রাফট লিমিটেড। বর্তমানে এটি গোল্ডেন জুট প্রোডাক্ট নামে পরিচালিত হচ্ছে। এখানে নিয়মিত কাজ করছেন ৮০০ শ্রমিক। চুক্তিভিত্তিতে কাজ করছেন আরও ১২০০ শ্রমিক। তাদের বেশিরভাগই পদ্মায় ঘরবাড়ি হারিয়ে নিঃস্ব। সরেজমিনে দেখা যায়, গোল্ডেন জুট প্রোডাক্টে পুরুষ শ্রমিকের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কাজ করছেন নারীরাও। পাট, কচুরিপানা, হোগলা পাতা ও খড় দিয়ে তৈরি হচ্ছে নার্সারি পট, ফ্লোর ম্যাট, পেপারস্ ম্যাটসহ বিভিন্ন ধরনের ব্যাগ, ঝুড়ি, টিফিন বক্স, পেট হাউস, টিস্যু বক্স, ফাইল বক্স, ট্রে, ফুল ঝুড়িসহ বিভিন্ন

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

জুলাই বিপ্লব বইমেলায় নতুন তাৎপর্য

জুলাইয়ের ছাত্রদের নেতৃত্বে গণঅভ্যুত্থানে যেসব দুঃসাহসী ছাত্র-জনতা-শ্রমিক প্রাণ দিয়েছেন এবং নির্মমভাবে আহত হয়েছেন তাদের সবাইকে। এবারের বইমেলার প্রতিপাদ্য জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থান এবং তার মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণ। ড. ইউনূস বলেন, বরাবরই একুশে মানে জেগে ওঠা। একুশে মানে আত্মপরিচয়ের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়া। একুশে মানে অবিরাম সংগ্রাম। নিজের পরিধিকে আরো অনেক বাড়িয়ে নেওয়া। এবারের একুশের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদেরকে নতুন দিগন্তে প্রতিস্থাপন করেছে। বরকত, সালাম, রফিক, জাব্বারের বুকের রক্তে যে অধিকার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল তাতে ছিল জুলাই অভ্যুত্থানকে নিশ্চিত করার মহা বিস্ফোরক শক্তি। অর্ধশতাব্দী পর এই মহাবিস্ফোরণ গণঅভ্যুত্থান হয়ে দেশ পাল্টে দিল। এই বিস্ফোরণ আমাদের মধ্যে নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় প্রোথিত করে দিয়ে গেল। অমর একুশের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা এই প্রত্যয়ে শপথ নিতে এসেছি। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, একুশ আমাদের মূল সত্তার পরিচয়। একুশ আমাদের ঐক্যের দৃঢ় বন্ধন। এই বন্ধন ছোট-বড়, যৌক্তিক-অযৌক্তিক, ক্ষণস্থায়ী- দীর্ঘস্থায়ী সব দূরত্বের ঊর্ধ্বে। এজন্য সব ধরনের জাতীয় উৎসবে, সংকটে, দুর্যোগে আমরা শহীদ মিনারে ছুটে যাই। সেখানে আমরা শান্তি পাই। স্বস্তি পাই। সমাধান পাই। সাময়িকভাবে অদৃশ্য ঐক্যকে আবার খুঁজে পাই। ২১ আমাদের মানসকে এমনভাবে তৈরি করে দিয়েছে। একুশ আমাদের পথ দেখায়। মাত্র ছয় মাস আগে জুলাই গণঅভ্যুত্থান জাতিকে এক ঐতিহাসিক গভীরতায় ঐক্যবদ্ধ করে দিয়েছে। যার কারণে আমরা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং মানবিক দিক থেকে বিধ্বস্ত এক দেশকে দ্রুততম গতিতে আবার উদ্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য তৈরি করার জন্য প্রস্তুতি নিতে সাহস খুঁজে পেয়েছি। তিনি বলেন, একুশের টান বয়সের ঊর্ধ্বে। প্রজন্মের ঊর্ধ্বে। একুশের টান প্রজন্মের পর প্রজন্ম বিস্তৃত হয়েছে শুধু তাই নয়, এই-টান গভীরতর হয়েছে। আমাদেরকে দুঃসাহসী করেছে। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান তারই জ্বলন্ত প্রমাণ। দুঃস্বপ্নের বাংলাদেশকে ছাত্র-জনতা নতুন বাংলাদেশে রূপান্তরিত করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তারা অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখিয়েছে। আমাদের তরুণ-তরুণী, কিশোর-কিশোরী রাস্তার দেয়ালে দেয়ালে তাদের স্বপ্নগুলো, তাদের আকাঙ্ক্ষাগুলো, তাদের দাবিগুলো অবিশ্বাস্য দৃঢ়তায় এঁকে দিয়েছে। আমাদের রাস্তার দেয়াল এখন ঐতিহাসিক দলিলে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এগুলোর স্থান এখন আমাদের বুকের মধ্যে, জাদুঘরে হওয়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি, শিক্ষার্থীদের আঁকা ছবিগুলো যারা মেলায় স্থান করে দিয়েছে। সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছে। বইমেলার একাংশে এই তরুণ-তরুণী, কিশোর-কিশোরীদের আঁকা ছবিগুলোর প্রদর্শনী করা গেলে বইমেলায় আসা ক্রেতারা, দর্শকরা উপকৃত হতো। উপদেষ্টা বলেন, বাংলা একাডেমি আয়োজিত বইমেলা আমাদের জাতীয় জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। ক্রমে ক্রমে এর গুণগত ও আয়োজনগত বিবর্তন হতেই থাকবে। বইমেলায় হাজির হওয়ার জন্য লেখক লেখিকারা সারা বছর প্রস্তুতি নিতে থাকেন যথাসময়ে নিজ নিজ বই সমাপ্ত করার জন্য। প্রকাশকরা অনেক আয়োজন করেন নিজেদের বইগুলো যথাসময়ে হাজির করার জন্য। গুণগত প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করার জন্য এবং আগ্রহ বাড়ানোর জন্য প্রতিবছর বিষয় ভিত্তিক সেরা লেখক স্বীকৃতির আয়োজন করলে লেখকরা এই স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য এবং সেরা প্রকাশক স্বীকৃতি পাওয়ার ব্যাপারে সহায়ক হতো। আমি এ প্রস্তাব দিচ্ছি। ড. ইউনূস বলেন, আমরা যদি একুশের ভাষা আন্দোলনকে আরো গভীরতর প্রেক্ষিতে স্বাধিকার আন্দোলন হিসাবেও দেখি তাহলে অমর একুশের গতি বৃহত্তর হয়ে দাঁড়ায়। তখন আমরা বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত মিছিলের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীদের তাদের সৃজনশীলতার জন্য স্বীকৃতি দিতে পারি, নতুন উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য স্বীকৃতি দিতে পারি। শহর ও গ্রামের নারী পুরুষকে কৃষি, শিল্প, সংস্কৃতিক জগৎ, বিজ্ঞান, বাণিজ্য শিক্ষায় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যারা নির্দিষ্ট বছরে জাতির জন্য অবদান রেখেছেন তাদের স্বীকৃতি দিতে পারি, তাদের জন্য আনুষ্ঠানিক আয়োজন করে দিতে পারি। প্রবাসী বাংলাদেশিদের, প্রবাসী শ্রমিকদের অবদানের জন্য স্বীকৃতি দিতে পারি। সারা পৃথিবী জুড়ে নানা কাজে বাংলাদেশিরা কৃতিত্ব দেখাচ্ছে। আমরা একুশের দিনে তাদের সবাইকে স্মরণ করতে চাই। তারা সবাই একুশের দিনে নিজের দেশকে স্মরণ করে অনুষ্ঠান করে। তারা আমাদের পরিবারের অংশ হিসেবে তাদের সন্তান-সন্ততির কাছে পরিচয় করিয়ে দেয়। আমার সব কথা আপনাদের গ্রহণ করতে হবে এমন চিন্তা করি না। তবে নিজের বলার সুযোগ যখন পেয়েছি তখন বলে রাখলাম, বলেন উপদেষ্টা। বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক।

রাজশাহীতে বোয়ালিয়া থানাধীন

কাগজ কলমে জমির প্রকৃত মালিক হওয়ায় প্রশাসন আমাদের পক্ষে সকল আইনি সহায়তা প্রদান করেছেন। তবুও একটি ভূমিখেকো মহল জমিটি দখলে নেওয়ার পায়তারা করছেন। এর আগেও ক্ষমতাসীন দলের প্রভাব বিস্তার করে ওই মহলটি নানাভাবে জমিটি নিয়ে আমাদের হয়রানি করেছেন। এসব বিষয় জানতে বড় কুঠি ভূমি অফিসের সহকারী কমিশনার (ভূমি) অভিজিৎ সরকারের সাথে কথা বললে তিনি বলেন, কাগজ যার জমি তার। কাগজ না থাকলে জোর করে কেউ কারো জমি দখল করতে পারবে না। এব্যাপারে যাদের কাগজ সঠিক তাঁরাই জমি পাবেন এবং তাঁরা আইনি সহায়তা পাবেন।

নির্বাচন ছাড়া অন্য বিষয়ে

সোসাইটির উদ্যোগে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। গয়েশ্বর বলেন, ১৭ বছর ধরে মানুষ ভোটাধিকার ও স্বাধীকার ফিরে পাওয়ার জন্য রক্ত দিয়েছে। একটি সুষ্ঠু নির্বাচন দেয়া ছাড়া বর্তমান সরকারের অন্য কিছুতে বেশি আগ্রহ প্রকাশ করা সন্দেহজনক। জনগণের মধ্যে এখন এক ধরনের অবিশ্বাস ও অনাস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। ষড়যন্ত্র থাকবে, এটা রাজনীতিরই চরিত্র। রাজনৈতিক সমাধান রাজনৈতিক ব্যক্তিদের হাতেই ছেড়ে দেয়া উচিত। তিনি বলেন, দেশের জনগণ কখনও কোন সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করেনা। জনগণ কিন্তু আমাদের চাইতে বেশি বুঝে। এখন জনগন কি চাচ্ছে, সেটা অন্তর্বর্তী সরকার বুঝতে পারছে না। দেশের তরুণ সমাজ কেন বিদেশে পাড়ি দিতে চায়? কারণ আমরা দেশটাকে বসবাসের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে পারিনি। দেশে ভালো চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই। অথচ এটা জনগণের মৌলিক অধিকার। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, তিনি দেশের লোকদের নিজের পরিবারের লোক মনে করতেন। জিয়াউর রহমান সেই সময়ে বলতেন আমার পরিবারের লোকসংখ্যা হ ১০ কোটি। সেখান থেকেই আমরা বুঝতে পারি তিনি দেশের মানুষকে নিজের পরিবারের মানুষ হিসেবে মনে করতেন, তাদের নিয়ে ভাবতেন-চিন্তা করতেন। বিএনপির এই শীর্ষ নেতা বলেন, সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া, এটা নিয়ে সমালোচনা করার কিছু নেই। আমারাও যে ৩২ দফা দিয়েছি, সেটা যে ৩২ দিনেই বাস্তবায়িত হয়ে যাবে, তা নয়। কিন্তু সে সংস্কারের শুরু করতে হবে। কোনো কাজ যদি শুরু করা হয়, তার শেষ করার লোক চলে আসবে। এক সরকার আসবে, আরেক সরকার যাবে, এটাই নিয়ম। তাই বলে কাজ আগাবে না,তার তো কোনো যৌক্তিকতা নেই। আলোচনা সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন, বিএনপির ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবদলের আহ্বায়ক খন্দকার এনামুল হক এনাম, স্বাধীন বাংলা মাদক বিরোধী কল্যাণ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সেলিম নিজামী, সিনিয়র সহ-সভাপতি খন্দকার রুহুল আমিন প্রমুখ।

সেন্টমার্টিন দ্বীপকে বাঁচাতে ভ্রমণ বন্ধ

গোয়ালগাওয়ে বন অধিদপ্তরে বিশ্ব মেছো বিড়াল দিবস ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি। পর্যটনের নামে প্রবালদ্বীপ সেন্টমার্টিনকে ধ্বংস করা হচ্ছে বলে জানিয়ে সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, কক্সবাজারের টেকনাফের প্রবালদ্বীপ সেন্টমার্টিনকে স্থানীয় জনগণ কেন্দ্রিক পর্যটন কেন্দ্রে রূপ দেয়া হবে। সেন্টমার্টিন দ্বীপ বাঁচানোর প্রয়াসকে ভিত্তিহীন কথা দিয়ে ভিন্নপথে পরচালিত করার সুযোগ নেই জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, সেন্টমার্টিন দ্বীপ বাঁচাতে ভ্রমণ বন্ধ রাখা হচ্ছে। সরকার নতুন কিছু নয় বরং বহু পুরনো সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করছে। এর আগে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৯ মাসের জন্য বন্ধ হলো সেন্ট মার্টিনে পর্যটক ভ্রমণ। যার প্রভাব পড়েছে দ্বীপের পর্যটন খাতে। বন্ধ রয়েছে পর্যটকবাহী জাহাজ চলাচল। সেন্টমার্টিনে যাতায়াত বন্ধ হওয়ায় সুনশান নীরবতা জেটিঘাটে। জাহাজে বেকার সময় পার করছেন কর্মচারীরা। এতে বিপাকে পর্যটন সংশ্লিষ্টরা। এদিকে, জাহাজ কর্তৃপক্ষ বলছেন, ৪ ফেব্রুয়ারি আদালতের একটি শুনানি রয়েছে। শুনানিতে ফেব্রুয়ারি মাসে জাহাজ চলাচল করবে কিনা সিদ্ধান্ত আসতে পারে, যার অপেক্ষায় রয়েছেন তারা। তবে সেন্টমার্টিন দ্বীপবাসীর দাবি, ফেব্রুয়ারি মাসও যেন পর্যটকদের জন্য সেন্টমার্টিন দ্বীপ উন্মুক্ত থাকে।

ন্যায়বিচারের অন্তরায় হিসেবে দুর্বল

বলে মনে করেন তিনি। শনিবার (১ ফেব্রুয়ারি) রাজশাহীতে সুপ্রিম কোর্ট ও ইউএনডিপির যৌথ উদ্যোগে 'বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণসহ বিচারসেবা প্রদানে দক্ষতা বৃদ্ধিতে করণীয়' শীর্ষক সেমিনারে এসব কথা বলেন তিনি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলাম। সেমিনারে রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন জেলায় কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। পৃথক সচিবালয় বিচার বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে বলে মন্তব্য করে প্রধান বিচারপতি বলেন, প্রস্তাবিত সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় বিচারিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ ও অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বিচারকদের বদলি ও পদোন্নতিতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে। ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি আধুনিক বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে তিনি বলেন, ইতোমধ্যে সরকারের নিকট পৃথক সচিবালয় গঠনের জন্য একটি বিশদ প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে এবং বর্তমানে এটি সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। এ সময় তিনি উচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগে জারিকৃত অধ্যাদেশের কথা তুলে ধরেন। একই সঙ্গে প্রসিকিউটরদের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব প্রদান করেন, যাতে তারা ন্যায়বিচার রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইউএনডিপির বাংলাদেশের আবাসিক প্রতিনিধি স্টেফান লিলার।

অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে

অঙ্গীকার হলো-গুম, খুন ও বিচার বহির্ভূত হত্যা থেকে জাতিকে মুক্তি দেয়া। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের ভয়ভীতি থেকে দেশবাসীকে নিরাপদ রাখা। কিন্তু আওয়ামী ফ্যাসিবাদী দুঃশাসনের যদি পুনরাবৃত্তি হয়, তাহলে আবারও দেশে নৈরাজ্যের অন্ধকার নেমে আসবে। মানুষ এক অজানা আশঙ্কায় দিনাতিপাত করবে

মন্তব্য করে তিনি বলেন, তৌহিদুল ইসলাম হত্যাকাণ্ডের ঘটনা জনমনে নতুন করে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। এহেন বিচারবহির্ভূত হত্যার ঘটনায় দেশবাসী হতবাক হয়েছে। সরকার ও প্রশাসনে আওয়ামী দোসরদের ঘাপটি মেরে থেকে রক্তাক্ত ঘটনা ঘটানো হচ্ছে কি না, সেটি নিয়ে গভীর অনুসন্ধান জরুরি। মির্জা ফখরুল বলেন, কোন সরকারি বাহিনীই আইন হাতে তুলে নিতে পারে না। অপরাধ সংঘটনকারী যতই শক্তিশালী হোক, তাকে আইনের আওতায় নিয়ে এসে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া আইনের শাসনের অন্যতম শর্ত। কিন্তু তাকে কখনোই বিচারবহির্ভূতভাবে নির্যাতন করে হত্যা করার কোন অধিকার সরকারী বাহিনীগুলোর নেই। বেআইনী হত্যা করে কখনোই সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা যায় না, এতে আইনের শাসনকে চরমভাবে অবজ্ঞা করা হয় এবং দেশকে ঠেলে দেয়া হয় আদিম অন্ধকারের দিকে। বিএনপি মহাসচিব তৌহিদুল ইসলামের হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় প্রকৃত দোষীদের আইনের আওতায় আনার জোর আহ্বান জানান। একই সঙ্গে নিহতের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনাসহ তার পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জ্ঞাপন করেন করেন ফখরুল।

আমার ভাইয়ের

নর্যাতনের ভয়াবহতার কথা। 'স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে ভাইয়ের রক্ত, ছেলেহারা মায়ের অশ্রুসিক্ত চোখ। যুগ যুগ ধরে বাঙালীর হৃদয়ে ভাষা আন্দোলন আর একুশের চেতনাকে জাগ্রত করে রেখেছে একুশের গান ও ভাষার এ গান। মহান ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ১৯৫২ সালের এই দিনে সালাম, রফিক, বরকত, জব্বারসহ আরও অনেকে নিজের বুকের তাজা রক্তের বিনিময়ে মাতৃভাষাকে রক্ষা করেছিলেন। যা ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। যাঁদের জন্য আজ পুরো পৃথিবীতে ২১শে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। সেদিন ভাষার দাবিতে ১৪৪ ধারা ভেঙে রাজপথে নেমে যায় ছাত্র-জনতা। দৃপ্ত স্লোগানে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন জগন্নাথ কলেজের ছাত্র রফিক উদ্দিন আহমেদ। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে শহীদ হলেন তিনি, একুশের প্রথম শহীদ এ বীর অমর হয়ে থাকবেন ভাষার ইতিহাসে। নুরুল আমিনের ১৪৪ ধারা ভেঙে রাজপথে নেমে দৃপ্ত স্লোগানে বরকতও ছিলেন মিছিলের সাগরে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্র বরকত শহীদ হন মিছিলে মিছিলে উত্তাল সারাদেশ। উত্তপ্ত ঢাকার নওয়াবপুর রোডেও। ৮ বছরের শিশু অহিউল্লাহ তখন তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। তিনিও শরিক হয়েছিলেন মায়ের ভাষার দাবিতে, পুলিশের গুলিতে ঘটনাস্থলেই শহীদ হন তিনি। পুলিশের গুলিতে শহীদ হলেন হাইকোর্টের হিসাবরক্ষণ শাখার কেরানি শফিউর রহমান। বিদ্রোহের হাওয়া তাঁকেও নিয়ে গেল মিছিলে। তিনিও স্লোগান দিলেন 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই' উত্তাল স্লোগানে রাজপথ কেঁপে ওঠে। এমন একসময় পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর হুকুমে তাঁদের পাকি পুলিশ মিছিলে গুলি চালায়। হাঁটু আর কোমরে গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হলেন আব্দুল জব্বার। মাতৃভাষার দাবিতে বাঙালী যখন এক জোট, তখন পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে। মিটিং-মিছিল নিষিদ্ধ করে দেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক শত ছাত্রছাত্রী ১৪৪ ধারা ভঙ্গের ঘোষণা দিয়ে বেরিয়ে এলো রাজপথে। মাতৃভাষার দাবি নিয়ে পাকিস্তান গণপরিষদ ঘেরাও করতে হাজার হাজার ছাত্র-জনতা মিছিলে অংশ নেয়। কিন্তু মিছিলটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলা থেকে শুরু হলেও বেশি দূর এগোতে পারেনি। এর পরই পুলিশ মিছিলের ওপর গুলি চালায়। শহীদ হন রফিক, শফিক, জব্বারসহ নাম না জানা আরও অনেকেই। তখনই রচিত হলো মাতৃভাষার অমর কাব্যগাথা। শুরুটা '৪৮ থেকে শেষ হয় '৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি। এ দীর্ঘ সময় ভাষার লড়াইয়ে সব সময়ে সবার আগে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক ভাষাসৈনিক আব্দুল মতিন। ১৯৫২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিনের ঘোষণার প্রতিবাদে সারাদেশে পালিত হয় হরতাল ও ছাত্রসভা। নেতৃত্ব দিলেন ছাত্রনেতা গাজীউল হক। স্কুল-কলেজ ঘুরে ছাত্রদের উদ্দীপ্ত করেন তিনি, ২০ তারিখ রাতে সব হলের ছাত্রদের সংগঠিত করলেন। সভাপতিত্ব করেন একুশের সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলার সভায়। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ, রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ডাকা হরতাল কর্মসূচী পালন করতে গিয়ে গ্রেফতার হন তিনি। ১৯৫২-এর জানুয়ারিতে গঠিত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক গোলাম মাহবুব ২১শে ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট ডাকার সিদ্ধান্ত জানান। শুরু হয় একুশের প্রেক্ষাপট। ঢাকার রাজপথে ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীরাও একুশের দুপুরে ১৪৪ ধারা ভাঙলেন। ছাত্রীদের মধ্যে নেতৃত্বে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের নেত্রী শাফিয়া খাতুন। রক্তের দাগ শুকাতে না শুকাতে প্রতিবাদে পার্লামেন্ট বয়কট করেন আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ। নূরুল আমিনের প্রতি অনাস্থা জানিয়ে ছাত্র-জনতার পাশে মিছিলে যোগ দেন। সেদিন গণপরিষদের অধিবেশন বয়কট করলেন ভাষাসৈনিক ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে '৪৮-এর ২৩ ফেব্রুয়ারি গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে তিনিই প্রথম দাবি জানান রাষ্ট্রভাষা বাংলার।

পরিকল্পনাবিহীন ড্যাপ সংশোধনে

পর্যবেক্ষণ' শীর্ষক এই আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানের মূল প্রবন্ধে আইপিডি পরিচালক অধ্যাপক আদিল মুহাম্মদ খান বলেন, রাজউক খসড়াকৃত ইমারত নির্মাণ বিধিমালায় এবং ঢাকার বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনার ফ্লোর এরিয়া রেশিও বা এফএআর সংক্রান্ত সংশোধন প্রস্তাবনায় পরিকল্পনাবিদদের মতামতের কোনও প্রতিফলন দেখা যায়নি, যা অত্যন্ত হতাশাজনক এবং বাসযোগ্য ঢাকা গড়ার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে কাজ করবে। তিনি বলেন, জুলাই অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশেও ইমারত বিধিমালা এবং ঢাকার বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (ড্যাপ) সংশোধনের নামে ব্যবসায়িক গোষ্ঠী তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষায় তৎপর হয়ে উঠেছে, যা শহরের বাসযোগ্যতা, জনস্বাস্থ্য ও জনস্বার্থকে আরও হুমকিতে ফেলবে। এই তৎপরতায় সরকারি কিছু কর্মকর্তার পাশে কতিপয় পেশাজীবীরাও যোগ দিয়েছেন। এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় তদন্ত সাপেক্ষে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। পরিকল্পনা পেশাজীবীদের দেওয়া প্রস্তাবনাকে গুরুত্ব না দিয়ে কাদের প্রস্তাবনায় এবং কাদের স্বার্থ রক্ষা করতে এই ধরনের পরিবর্তন করা হচ্ছে, বিষয়টি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন বলে মনে করেন এই নগরবিদ। তিনি বলেন, ঢাকার বাসযোগ্যতা বাড়াতে পরিকল্পনাবিদদের কারিগরি পরামর্শ এবং সাধারণ জনগণকে সম্পৃক্ত করেই ইমারত বিধিমালা ও ড্যাপের যৌক্তিক সংশোধন করার উদ্যোগ নিতে হবে সরকারকে।

দেশে ফিরেছেন খালেদা জিয়ার ৪

বমানবন্দর থেকে নিজে গাড়ি চালিয়ে মাকে লন্ডন ক্লিনিকে নিয়ে যান তারেক রহমান। সেখানে অধ্যাপক প্যাট্রিক কেনেডির অধীনে ভর্তি করা হয় খালেদা জিয়াকে। গত ৫ আগস্ট গণ-আন্দোলনের মুখে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হলে নির্বাহী আদেশে মুক্তি পান খালেদা জিয়া। এরপর থেকে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করে বিএনপি। রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে বিভিন্ন সময়ে আইসিইউতে রেখে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সমন্বয়ে মেডিকেল বোর্ডের মাধ্যমে তাকে দীর্ঘ সময় চিকিৎসা নিতে হয়েছে। ছাত্র-জনতার আন্দোলনে সরকার পতনের পর গত ২১ আগস্ট এভারকেয়ার হাসপাতালে এক মাস চিকিৎসাধীন থেকে বাসায় ফেরেন তিনি।

জুলাই বিপ্লবে চোখ ক্ষতিগ্রস্তদের

বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক ডা. খায়ের আহমেদ চৌধুরী, সহকারী পরিচালক ডা. রেজওয়ানুর রহমান সোহেল, ভিট্রিও রেটিনা বিভাগের ও সহকারী অধ্যাপক ডা. যাকিয়া সুলতানা নীলাসহ হাসপাতালটির বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসক দল। হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক ডা. খায়ের আহমেদ চৌধুরী বলেন, আন্দোলনের সময় আমাদের টিম প্রতিদিন ৭০/৮০ জন রোগীও রিসিভ করেছে। আমাদের চিকিৎসকরা সর্বোচ্চ চিকিৎসার চেষ্টা করেছেন। তবে, চক্ষু সেনসিটিভ অর্গান। চিকিৎসা বিজ্ঞানেরও সীমাবদ্ধতা আছে। আমরা আমাদের দিক থেকে কোনো ধরনের গাফিলতি করছি না। সর্বোচ্চটা ঢেলে দিচ্ছি। ২২ জন পুরোপুরি অন্ধ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, তারা দৃষ্টি ফিরে পাবে না। আসলে আমাদের চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেওয়ার তো ক্ষমতাও নেই। তিনি বলেন, বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আনার অর্থ হচ্ছে, আমরা যা করেছি তা যথেষ্ট কি না। আরও চিকিৎসা দেওয়ার সুযোগ আছে কি না। যদি থাকে, আমরা সেটাও করবো। তাদের সাজেশন অনুযায়ী, ব্যবস্থা নিবো। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দলের পরামর্শ মতে প্রয়োজনে আবার তাদের এনে এখানে সার্জারি করাবো অথবা রোগীদের দেশের বাইরে পাঠাবো। সব কিছু নির্ভর করবে, তাদের মতামতের ওপর।

মিয়ানমারের সীমান্ত দিয়ে থামছে না

কর্কশিট দিয়ে তৈরি ভেলায় মাদক নিয়ে নাফনদী সাঁতরে বাংলাদেশে মাদক পাচারকারীরা আসছে। মাদক পাচারকারীদের পৃষ্ঠপোষকতা মাদকের পৃষ্ঠপোষকতায় মিয়ানমারের জান্তা বাহিনী এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিপির নাম বারবার উঠে আসে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তালিকা অনুযায়ী, বিজিপির অধীনেই ইয়াবাসহ অন্যান্য মাদকের বেচা-বিক্রি হয়। রাখাইন অঞ্চলের বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকাগুলো এখন যুদ্ধকবলিত হয়ে পড়ার সুযোগে ইয়াবাসহ মাদক পাচার চলছে বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরকান আর্মির পৃষ্ঠপোষকতায়। মাদক পাচারের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি বর্তমানে আরাকান আর্মি রাখাইনের মংডু টাউনশিপ দখলে নিয়েছে, যার ফলে সীমান্ত-বাণিজ্য বন্ধ। তবে, অভিযোগ উঠেছে যে, আরাকান আর্মির সদস্যরাও এখন মাদক ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুসারে, বাংলাদেশে ইয়াবার সবচেয়ে বড় চালান আসে শান রাজ্য থেকে। ইয়াবার পাশাপাশি ওই রাজ্যে একরকম বিনা বাধায় উৎপাদিত হচ্ছে ভয়ঙ্কর মাদক ক্রিস্টাল মেথ (আইস) ও হেরোইন। এতদিন বাংলাদেশে আইসের মতো মাদকের বিস্তৃতি না থাকলেও সম্প্রতি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে প্রায়ই জব্দ হচ্ছে সিনথেটিক এ মাদকের চালান। গত বছরের নভেম্বরে টেকনাফের শাহ-পরীর দ্বীপ থেকে ৫ কোটি টাকা মূল্যের ১ কেজি আইস জব্দ করে কোস্টগার্ড। তার আগে আগস্টে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) অভিযানে টেকনাফ ও বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্ত থেকে ২১ কোটি টাকা মূল্যের আইস ও ইয়াবার বড় চালান জব্দ হয়। জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ বিষয়ক সংস্থা ইউএনওডিসির প্রতিবেদনে ২০২৩ সালের পর ২০২৪ সালেও আফিম উৎপাদনে শীর্ষ দেশ হিসেবে মিয়ানমারের নাম দেখা যায়। শান রাজ্যের পাহ-াড়ি ঢালে চাষ হয় পপি, যার আঞ্চলিক নাম পিস ফ্লাওয়ার বা শান্তির ফুল। এই পপি ফুল থেকেই নানা প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হয় হেরোইন। হেরোইনের পাশাপাশি এই রাজ্যে গড়ে উঠেছে অর্ধশতাধিক ইয়াবা ও আইস কারখানা। মিয়ানমারে ইয়াবা তৈরির ৩৭টি কারখানার খোঁজ পাওয়া গেলেও গৃহযুদ্ধের সুযোগ কাজে লাগিয়ে গত কয়েক বছরে এই সংখ্যা ৫০ ছাড়িয়েছে। ভৌগোলিকভাবে শান রাজ্যের সীমান্তবর্তী দেশ চীন, থাইল্যান্ড ও লাওস। ইয়াবা তৈরির প্রধান কাঁচামাল মেথামফেটামিন ও ক্যাফেইনের বড় জোগান আসে গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেলে অবস্থিত থাইল্যান্ড ও লাওস থেকে। এ ছাড়া আইস তৈরির আরেক কাঁচামাল এফিড্রিনের বড় সরবরাহক চীনের মাদক কারবারিরা। অনেক সময় ভারত থেকেও আসে কাঁচামালের চালান। সব মিলিয়ে প্রস্তুতকারক হিসেবে শান রাজ্যের কারখানাগুলোতে চলে মাদকের রমরমা উৎপাদন। যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমসের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে শান রাজ্যকে যুদ্ধবাজ নেতা, চোরাকারবারি এবং মাদকব্যবসায়ীদের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মাদকের কেন্দ্রভূমি এ রাজ্যটিতে এতদিন সরকারের চোখ ফাঁকি দিয়ে এবং নানা সময়ে স্থানীয়, এমনকি দেশটির কেন্দ্রীয় পর্যায়ের নেতাদের উৎকোচ প্রদানের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করতেন মাদক কারবারিরা। তবে বর্তমানে সরাসরি বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরকান আর্মির পৃষ্ঠপোষকতায় উৎপন্ন হচ্ছে ভয়ঙ্কর এসব নেশাদ্রব্য। বর্তমানে মিয়ানমারের সরকার ব্যবস্থা একরকম ভেঙে পড়েছে। শান রাজ্যে একাধিক বিদ্রোহী সশস্ত্র সংগঠনের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পর্যাপ্ত অর্থের প্রয়োজন। সশস্ত্রগোষ্ঠীর অর্থের মূল জোগান আসছে মাদক থেকে। মিয়ানমার হয়ে বাংলাদেশের বাজারে আসা এসব ইয়াবার চালান নিয়ন্ত্রণে রীতিমতো বেগ পেতে হচ্ছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে। মাদকদ্রব্য অধিদপ্তরের সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশে ইয়াবার প্রায় পুরো চালান আসে মিয়ানমার থেকে। টেকনাফ হয়ে তা দেশের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়ে। ইয়াবার সঙ্গে সঙ্গে কারবারিরা আইস ও হেরোইনের চালানও পাঠাচ্ছে। প্রতিনিয়ত এরা মাদক পাচারে অভিনব সব পন্থা ব্যবহার করছে। প্রতি মাসেই পরিবর্তন হচ্ছে মাদক পাচারের রুট। মাদকদ্রব্য অধিদপ্তরের গোয়েন্দা তথ্য বলছে, ইয়াবা ও আইসের জন্য রাজধানীতে আলাদা আলাদা হটস্পট আছে। ঢাকার রেল স্টেশন, বাস টার্মিনাল ও লঞ্চঘাট এলাকা ইয়াবার একেকটি বড় জোন। এর বাইরে মোহাম্মদপুর জেনেভা ক্যাম্প, মিরপুর কালশী, পুরান ঢাকার বিভিন্ন এলাকা, কামরাঙ্গীরচর ও কাওরানবাজার এলাকায় ডজনখানেক সক্রিয় চক্র ইয়াবা কারবারের সঙ্গে জড়িত। আইসের দাম বেশি হওয়ায় অভিজাত এলাকাগুলোতে এর বিস্তার বেড়েছে। গুলশান, বনানী ও উত্তরার মতো এলাকায় বর্তমানে কয়েকটি চক্র আইস বিক্রির সঙ্গে জড়িত। এদের অনেকেই নিরাপদ মাধ্যম হিসেবে অনলাইন ক্রয়-বিক্রয়কে বেছে নিয়েছে। ইয়াবা ও গাঁজার আধিক্যে দেশে হেরোইনের ব্যবহার কমে গেছে। তবে অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, দেশে আবারও নতুন করে হেরোইনের বিস্তার শুরু হয়েছে। বিশেষ করে মিয়ানমার থেকে প্রতিনিয়ত কমবেশি হেরোইনের চালান দেশে প্রবেশ করছে বলে জানিয়েছেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্মকর্তা। ইউএনওডিসির গবেষণা অনুযায়ী, একটি দেশে যে পরিমাণ মাদক প্রবেশ করে তার ৯০ শতাংশ বাজারে ছড়িয়ে পড়ে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গোচরে আসে মাত্র ১০ শতাংশ। সেই হিসাবে পার্শ্ববর্তী দেশ মিয়ানমার হয়ে আসা মাদকে দিনকে দিন নেশাদ্রব্যের বড় হটস্পটে পরিণত হচ্ছে বাংলাদেশ। মিয়ানমারে আফিম চাষ বেড়ে যাওয়ায় সম্প্রতি বাংলাদেশে হেরোইন প্রবেশের পরিমাণ বেড়েছে বলে ধারণা সংশ্লিষ্টদের। কক্সবাজার সিভিল সোসাইটির সভাপতি আবু মোর্শেদ চৌধুরী খোকা বলেন, আরাকান আর্মির সিন্ডিকেট করে সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে মাদক পাচার করছে। সীমান্তে মাদক পাচার প্রতিরোধে বিজিবি সীমান্তে রাত-দিন টহল অব্যাহত রেখেছে।

দেশে প্রতিদিনই কমছে গ্যাসের

বিসিএফ। এরপর বলা হয়েছিল বিবিয়ানার মজুদ ১ টিসিএফ বাড়তে পারে। এরপর ১৯ মাস (৫৭৭ দিন) কেটে গেছে। দৈনিক গড়ে ১ বিসিএফ গ্যাস উত্তোলন করছে সে হিসেবে অবশিষ্ট মজুদ সাড়ে ৫'শ এর নিচে নেমে এসেছে। সরল অংকে সাড়ে ৫'শ দিন চলার কথা। কিন্তু গ্যাসের ক্ষেত্রে তা কখনই সম্ভব হয় না, হঠাৎ করে পানি ও বালি এসে বন্ধ হতে পারে উৎপাদন। ঘাটতি পূরণে যে ধরনের প্রস্তুতি থাকা দরকার তাতে অনেক ঘাটতি রয়ে গেছে। পেট্রোবাংলার অপর্যাপ্ত প্রস্তুতির সঙ্গে ডিপিপি অনুমোদনে মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা বিভাগের দীর্ঘসূত্রিতা তড়িৎ পদক্ষেপে অন্যতম বাধা হিসেবে কাজ করছে। এখন আর ডিপিপি প্রণয়ন করে কাজ করার মতো পর্যাপ্ত সময় হাতে নেই। একটি কূপের ডিপিপি অনুমোদন করতে গেলে কমপক্ষে ২ বছর সময় প্রয়োজন। এখন পানি থুতনি পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, যে কোনো সময় নাক তলিয়ে যেতে পারে। এখন আর সেই সময় পাওয়া যাবে না। বিকল্প হিসেবে কোম্পানিগুলোর বোর্ডে অনুমোদন দিয়ে নিজস্ব অর্থায়নে কিছু ছোট ছোট উদ্যোগের সুপারিশ করেছেন অনেকেই। তারা বলেছেন রশিদপুর-৭, কৈলাশটিলা-৭ এর মতো কিছু কূপ রয়েছে যেগুলোর সামান্য সংস্কারে (ওয়ার্কওভার) কমপক্ষে ৩০ মিলিয়ন গ্যাস উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। রশিদপুর-৭ কূপের নিচের জোন থেকে মাত্র ৫ মিলিয়ন গ্যাস উত্তোলন করা হচ্ছে। কূপটির মধ্যম স্তরে বিপুল পরিমাণ গ্যাসের মজুদ রয়েছে। কূপটি ওয়ার্কওভার করে মধ্যম স্তর (২৭০০ মিটার) থেকে দৈনিক ১৫ মিলিয়নের বেশি গ্যাস উত্তোলন করা সম্ভব। অন্যদিকে কৈলাশটিলা-৭ কূপ বন্ধ রয়েছে বছর খানেক সময় ধরে। ওই কূপটির নিচের স্তর থেকে গ্যাস উত্তোলন করা হয়েছে, মজুদ রয়েছে ওপরের স্তরে। ওপরের স্তর থেকে গ্যাস তুলতে গেলে ওয়ার্কওভার করতে হবে। কূপ দুটির ওয়ার্কওভারের জন্য ডিপিপি না করে নিজস্ব অর্থায়নে ৫ থেকে ৬ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব। এ জন্য যে অর্থায়ন প্রয়োজন পড়বে সেটি সিলেট গ্যাস ফিল্ড কোম্পানি নিজেরাই করতে সক্ষম। এ জন্য তাদের বোর্ডে অনুমোদন সাপেক্ষে তড়িৎ পদক্ষেপ নেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন জ্বালানি বিশেজ্ঞরা। তারা বলেছেন, এমন আরও অনেক পকেট রয়েছে। যেগুলোতে হাত দিলে উৎপাদন বাড়ানো যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। দেশীয় গ্যাস ফিল্ডগুলোর ওপর একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে আন্তর্জাতিক কোম্পানি স্লামবার্জার। ২০১১ সালে দাখিলকৃত রিপোর্টে বলা হয় বিদ্যমান গ্যাস ফিল্ডগুলোর সংস্কার করে ৪০০ থেকে ৮০০ এমএমসিএফডি গ্যাস উৎপাদন বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে। এতে খরচ হতে পারে সর্বোচ্চ ১২৫ মিলিয়ন ইউএস ডলার। একযুগ পর সেই রিপোর্ট নিয়ে কিছু কাজ শুরু করে পেট্রোবাংলা। এই কাজগুলো করতে পারলে এখন এই ভয়াবহ পরিস্থিতি হতো বলে মনে করে সংশ্লিষ্টরা। আজকের এই গ্যাস সংকটকে বিগত সরকারগুলোর অদূরদর্শিতার ফসল। দেশের তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে যথাযথ মনোযোগ না থাকায় আজকের এই পরিস্থিতি। শেখ মুজিবুর রহমান সরকার ছাড়া আর কোনো সরকারেই এই খাতে যথাযথ ভূমিকা পালন করেনি বলে মন্তব্য করেছেন জ্বালানি বিশেষজ্ঞ মকবুল ই এলাহী চৌধুরী। খাদের কিনারে দেশের গ্যাস সেক্টর, সংকট আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে, বিশেষ করে ২০২৬ সাল নাগাদ মহাবিপর্যয়ের শঙ্কা দেখছেন অনেকেই। এলএনজি আমদানি বাড়িয়ে সামাল দেওয়াকে বিপদজনক বিকল্প হিসেবে মনে করছেন জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা। আকাশচুম্বি দাম যেমন বাধা, তেমনি চাইলেই ইচ্ছামতো আমদানির পরিমাণ বাড়ানো সুযোগ নেই। দুটি এফএসআরইউ দিয়ে দৈনিক সর্বোচ্চ ৯০০ মিলিয়ন আমদানি করা সম্ভব। নতুন এফএসআরইউ করতে গেলে দরপত্র চূড়ান্ত করার পর কমপক্ষে ১৮ মাস লাগবে। অর্থাৎ ২০২৬ সাল পর্যন্ত এলএনজি আমদানি বাড়ানোর কোন পথ খোলা নেই, দামের ইস্যু বাদ দিলেও। পেট্রোবাংলা সূত্র জানিয়েছে, দেশে উৎপাদিত গ্যাসের গড় দর পড়ছে ৬.০৭ টাকার মতো। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এক-চতুর্থাংশ গ্যাস আমদানি করায় গড় মূল্য ২৪.৩৮ টাকায় পৌঁছে গেছে। যখন এক-তৃতীয়াংশ আমদানি করতে ত্রাহী অবস্থা, সেই সময়ে দেশীয় গ্যাস ফিল্ডগুলোর মজুদ ফুরিয়ে আসছে, এতে প্রতিনিয়ত কমে যাচ্ছে উৎপাদন। জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ড ইজাজ হোসেন বলেছেন, আমাদের দেশীয় গ্যাস ফিল্ডগুলোর মজুদ কমে যাওয়ায় উৎপাদন কমে যাচ্ছে। আমরা যদি বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা ২০০০ মিলিয়ন ঘনফুট ধরে রাখতে চাই তাহলে বছরে কমপক্ষে ১০টি অনুসন্ধান কূপ খনন করতে হবে। এলএনজি আমদানি সমর্থন করি, তবে এটা সীমিত রাখতে হবে। আমরা যদি নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ জ্বালানি সরবরাহ দিতে চাই তাহলে এ খাতে আমদানি ব্যয় দাঁড়াবে ২৪ বিলিয়ন ডলারে। যা আমাদের অর্থনীতির জন্য খুবই জটিল। জ্বালানি বিশেষজ্ঞ মকবুল ই এলাহী চৌধুরী বলেছেন, খুব দ্রুততার সঙ্গে নতুন কূপ খনন করা, পুরাতন কূপগুলো সংস্কার করে উৎপাদন বাড়ানো এবং বিবিয়ানা কূপ থেকে ৭০ মিলিয়ন পর্যন্ত উৎপাদন করছে, বেশি রিজার্ভ থাকার পর রশিদপুর ও তিতাস গ্যাস ফিল্ডের কূপ দিয়ে অনেক কম (১০ থেকে ২৫ মিলিয়ন) সরবরাহ পাওয়া যাচ্ছে। সেখানেও মনোযোগ দেওয়া দরকার। তিনি বলেন, দৈনিক ৩ হাজার মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে এরমধ্যে প্রায় ১০ শতাংশের মতো সিস্টেম লস হচ্ছে, অর্থাৎ প্রায় ৩০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস চুরি হচ্ছে। যদিও কিছু কারিগরি লোকসান থাকা স্বাভাবিক তবে ১০ শতাংশ কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। সর্বোচ্চ ২ শতাংশ সিস্টেম লস বিবেচ্য হতে পারে। ক্যাবের সিনিয়র সহসভাপতি ও জ্বালানি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. এম শামসুল আলম বলেছেন, বহুকাল থেকে বিবিয়ানার বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। ২০২৬ সালে গিয়ে এর উৎপাদনে ধস নামতে পারে। কিন্তু সেই সতর্কবার্তা আমলে নেওয়া হয়নি। জরুরি ভিত্তিতে কতগুলো কাজ করা দরকার ছিল সেগুলো করা হয় নি। ছাতকে ১ টিসিএফ গ্যাস রয়েছে সেখান থেকে গ্যাস আনা দরকার। পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান রেজানুর রহমান বলেছেন, সম্ভাবনাময় কূপ রশিদপুর-৭, কৈলাশটিলা-৭ এবং সিলেট-৯ এর কাজ শুরু করেছি। দীর্ঘসূত্রিতা এড়াতে ডিপিপি না করে কোম্পানির অর্থায়নে করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে কৈলাশটিলা-৭ এর উদ্দেশে রিগ রওয়ানা করেছে। আমরা আশা করছি প্রত্যেকটি কূপ থেকে কমপক্ষে ১০ মিলিয়নের বেশি গ্যাস যোগ হবে।

জাম্বিয়ায় ওষুধ কারখানা স্থাপনে

প্রকাশ করেন। জাম্বিয়ায় একটি ওষুধ কারখানা স্থাপনের সুযোগ খুঁজে দেখতে বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানান। তিনি জাম্বিয়া থেকে বাংলাদেশের তামা আমদানির সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন। তিনি বাংলাদেশ থেকে পাট ও পাটজাত পণ্য আমদানিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কৃষি এবং চুক্তি চাষসহ সহযোগিতার অন্যান্য সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলো নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা হাইকমিশনার চন্দের নতুন দায়িত্বের সাফল্য কামনা করেন। এ দায়িত্ব পালনে বাংলাদেশ সরকারের সহায়তার আশ্বাস দেন।

খাদ্যের চাহিদা পূরণে উচ্চ ফলনশীল

বর্তমানে জলবায়ুর পরিবর্তন, এদেশের অধিক জনসংখ্যার বসবাসের জন্য দ্রুত নগরায়নের ফলে চাষের জমি কমে যাচ্ছে। তাই বর্তমান জলবায়ুর সাথে খাপ খাইয়ে আমাদের সীমিত জমিতে যুগ-উপযোগী ফসলের জাত আবিস্কার করে দেশের বর্ধিত জনসংখ্যার খদ্যের যোগান দিতে হবে। আর এতে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ প্লান্ট টিসু কালচার এন্ড বায়োটেকনোলজি (বিএপিটিসি এন্ড বি) এর সকল শিক্ষক, বিজ্ঞানী ও গবেষকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শেকৃবি'র উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ বেলাল হোসেন। তিনি বলেন, যদি আমরা রোগ প্রতিরোধী উচ্চ ফলনশীল জাত আবিস্কার করতে চাই, তাহলে আমাদের টিস্যু কালচার ও বায়োটেকনোলজির লব্ধ জ্ঞান অপরিহার্য। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ প্লান্ট টিস্যু কালচার এন্ড বায়োটেকনোলজি (বিএপিটিসি এন্ড বি) এর প্রেসিডেন্ট ঢাবি উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. রাখ হরি সরকার। অনুষ্ঠানর দ্বিতীয় পর্ব প্রবন্ধ উপস্থাপন শুরু হয় সকাল ১১:৩০ টায় শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি কমপ্লেক্স এর ৩য় তলার সেমিনার কক্ষে। এই পর্বে ২০ জন খ্যাতিমান শিক্ষক ও বিজ্ঞানী তাদের গবেষণা লব্ধ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এবং ৮০টির অধিক পোস্টার প্রবন্ধ প্রদর্শন করা হয়।

যুবদল নেতা তৌহিদুলের মৃত্যু

জরুরি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার যেকোনো ধরনের হেফাজতে নির্যাতন ও হত্যার কঠোর নিন্দা জানায়। জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানবাধিকার রক্ষা করা এই সরকারের মূল লক্ষ্য, যেখানে দেশের শীর্ষস্থানীয় মানবাধিকার কর্মীরা অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। সরকার ইতোমধ্যে দেশের অপরাধ বিচার ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য একাধিক কমিশন গঠন করেছে। অধিকাংশ কমিশন তাদের প্রতিবেদন জমা দিয়েছে।

অপরাধ তদন্ত, অপরাধ ব্যবস্থাপনা এবং বিচারিক প্রক্রিয়ায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের সব সুযোগ নির্মূল করতে অন্তর্বর্তী সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে অর্থবহ সংলাপ চালিয়ে যাবে। এই সংস্কার বাস্তবায়নে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়। এদিকে, এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট ক্যাম্পের কমান্ডারকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। এ ছাড়াও মৃত্যুর সঠিক কারণ উদঘাটনের জন্য একটি উচ্চপদস্থ তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। একইসঙ্গে তদন্তে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সেনা আইন অনুযায়ী যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর)।

ইভিএম নিয়ে বিপাকে ইসি

ঊর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের ব্যাপারে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীর মতামত গ্রহণের লক্ষ্যে একটি সভা আয়োজন করার নির্দেশনা দেন।

এছাড়া অতিরিক্ত সচিব পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অধিশাখা থেকে গৃহীত ডিপিপিতে ওয়্যারহাউজ নির্মাণ এবং আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা নির্বাচন কার্যালয়সমূহ উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানান। এক-এগারো সরকারের সময় ড. এটিএম শামসুল হুদার নেতৃত্বাধীন কমিশন ইভিএমের ব্যবহার শুরু করে। সে সময় তারা বুয়েট থেকে ১২ হাজার টাকা ব্যয়ে একেকটি মেশিন তৈরি করে নেয়। ওই কমিশনের ধারাবাহিকতায় পরে কাজী রকিবউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন কমিশনও যন্ত্রটি ব্যবহার করে। তবে ২০১৫ সালে রাজশাহী সিটি নির্বাচনে একটি মেশিন অচল হয়ে পড়ায় তা আর ব্যবহার উপযোগী করতে পারেনি রকিব কমিশন। তারা বুয়েটের তৈরি স্বল্পমূলের ওই মেশিনগুলো পুড়িয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে উন্নত মানের ইভিএম তৈরির পরিকল্পনা রেখে যায়। ২০১৭ সালে কেএম নূরুল হুদার কমিশন বুয়েটের তৈরি ইভিএমের চেয়ে প্রায় ২০ গুণ বেশি দামে মেশিন কেনার সিদ্ধান্ত নেয়। ২০১৮ সালের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঠিক আগে বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরির (বিএমটিএফ) কাছ থেকে উন্নতমানের ইভিএম তৈরি করে নেয় তারা। এতে মেশিন প্রতি ব্যয় হয় দুই লাখ ৩৫ হাজার টাকার মতো। হাতে নেওয়া হয় তিন হাজার ৮২৫ কোটি টাকার প্রকল্প। সেই প্রকল্প থেকে দেড় লাখ ইভিএম কেনে রকিব কমিশন। প্রকল্পের সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের ব্যবস্থা না থাকায় সেই উন্নতমানের ইভিএমের মেয়াদ ১০ বছর হলেও পাঁচ বছর যেতে না যেতেই অকেজো হওয়া শুরু করে।

স্বৈরাচারের দোসরদের বিরুদ্ধে

অনুষ্ঠানে এ আহ্বান জানান তিনি। তারেক রহমান বলেন, স্বৈরাচার পালালেও তার দোসররা রয়ে গেছে, এ জন্য দেশের সকল জনগণকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। তিনি বলেন, জনগণের জন্য বিএনপি কী করবে, ৩১ দফায় তা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, মত-দ্বিমত থাকতেই পারে, আলোচনার মাধ্যমে সবকিছুর সমাধান করা সম্ভব।

রাতের আঁধারে বিদ্যালয় থেকে বই সরানোর সময় জনতার হাতে আটক

স্টাফ রিপোর্টার : সাতক্ষীরার দেবহাটার সখিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে বিপুল পরিমাণ বই বিক্রির পর নিয়ে যাওয়ার সময় আটকে দেন স্থানীয়রা। পরে প্রশাসনের মধ্যস্থতায় বিক্রিত বই স্কুলে ফেরত দিতে বাধ্য হয়েছেন এক ক্রেতা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সখিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র, অভিভাবকদের পক্ষ থেকে গতকাল শনিবার সকাল ১০টায় সখিপুর মোড়ে প্রধান শিক্ষকের শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন আয়োজন করা হয়। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় সখিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে বিপুল পরিমাণ বই বিক্রি করেন প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক তহিরুজ্জামান। উক্ত বই ক্রয় করে নিয়ে যাওয়ার সময় ক্রেতাকে আটকে দেন স্থানীয় ছাত্রজনতা। এসব বই অনুমতি ছাড়া বিক্রি করে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে ওই প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বৃহস্পতিবার রাতের আঁধারে প্রধান শিক্ষক বইগুলো বিক্রি করে দেন সাতক্ষীরার এক ব্যবসায়ীর কাছে। কমিটি বা কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে দুই ভ্যান বই বিক্রি করেন। একের পর এক যখন রাতের আঁধারে বিদ্যালয় থেকে বই বোঝাই ভ্যান বের হতে থাকে তখন তাদের সন্দেহ হয়। পরে সখিপুর কলেজ মোড়ে এসে একটি ভ্যানের গতিরোধ করে জিজ্ঞাসা করলে গোপনে বই বিক্রির বিষয়ের সত্যতা মেলে। ততক্ষণে বাকি ভ্যানভর্তি বই এলাকা ছেড়ে চলে যেতে সক্ষম হয়। পরে বিষয়টি উপজেলা প্রশাসনকে জানান উপস্থিত ছাত্রজনতা। এরপর ওই ভ্যানভর্তি বই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বাসভবন চত্বরে আনা হলে সেখানে খবর পেয়ে হাজির হন একাধিক অভিভাবক। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বইগুলো দেবহাটা থানা পুলিশের জিম্মায় রাখার নির্দেশ দেন। পরদিন গত শুক্রাবর উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার ও দেবহাটা থানার ওসির উপস্থিতিতে বইগুলো যাচাই-বাছাই করা হয়। এ সময় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির দায়িত্ব থাকা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বইগুলো বাছাই করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান বলেন, বিষয়টি শোনার পর একাডেমিক সুপারভাইজার ও থানার ওসির মাধ্যমে মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট বইগুলো ফেরত দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেছি।

বাসে ডাকাতি করা একজনকে অস্ত্রসহ আটক করেছে সেনাবাহিনী

স্টাফ রিপোর্টার : সুনামগঞ্জের শান্তিগঞ্জ উপজেলার ভববমি এলাকায় যাত্রী-বাহী বাসে ডাকাতির ঘটনায় আব্দুল কদ্দুছ (৫০) নামের এক ডাকাতকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও বিপুল পরিমাণ দেশীয় অস্ত্রসহ আটক করেছে সেনাবাহি-নী। গতকাল শনিবার ভোরে ছাতক উপজেলার ভাতগাঁও ইউনিয়নের হায়দরপুর এলাকায় কদ্দুছের বসতবাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়েছে। তিনি হায়দরপুর গ্রামের আজিজুল্লাহর ছেলে। ছাতক সেনা ক্যাম্পের কমান্ডার ক্যাপ্টেন শোয়েব বিন আহমেদ বলেন, আসামি আব্দুল কদ্দুছ ২৩ জানুয়ারি গভীর রাতে পাগলা জগন্নাথপুর আউশাকান্দি সড়কের ভববমি এলাকায় ট্রাক্টর থামিয়ে ও গাছের টুকরো ফেলে রেখে সড়ক যোগাযোগ বন্ধ করে দুটো বাসে ডাকাতি করে। পরে এলাকাবাসী গিয়ে ডাকাত দলকে ধাওয়া করলে পালিয়ে যায়।

খুলনায় সড়ক দুর্ঘটনায় ৩ জনের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : খুলনায় সড়ক দুর্ঘটনায় তিন জন নিহত হয়েছেন। গত শুক্রাবর রাত পৌনে ১০টার দিকে মহানগরীর আড়াংঘাটা থানা এলাকায় এবং বিকালে ফুলতলা এলাকায় দুটি দুর্ঘটনায় তারা নিহত হন। আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৭ জন। আড়ংঘাটা থানার ওসি প্রদীপ কুমার মিত্র জানান, গত শুক্রাবর দিনগত রাত পৌনে ১০টার দিকে আড়াংঘাটা থানা এলাকার লতার বাইপাস মোড়ে সড়ক দুর্ঘটনায় ডুমুরিয়া উপজেলার পশ্চিমবিল পাবলা এলাকার নির্মল সেনের ছেলে পুস্পেন সেন এবং প্রভাস মণ্ডলের ছেলে সৌরভ মণ্ডল নিহত হয়েছেন। ওই দুই যুবক মোটরসাইকেলে আড়ংঘাটা থানার লতার বাইপাস মোড় লিংক রোড থেকে বাইপাস মহাসড়ক পার হচ্ছিলেন। এ সময়ে স্থানীয় আফিলগেট এলাকা থেকে খুলনাগামী একটি বাস তাদের ধাক্কা দেয়। এর পর তারা আবার খুলনা থেকে আফিলগেটগামী একটি পিকআপের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা খায়। এতে ঘটনাস্থলে মোটরসাইকেল আরোহী পুস্পেনের মৃত্যু হয় এবং সৌরভকে স্থানীয়রা খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে মৃত্যু হয়। দুজনের লাশ খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের পর লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। এদিকে, ফুলতলা থানার ওসি মনিরুজ্জামান খান বলেন, ফুলতলা উপজেলার বেজেরডাঙ্গা চৌদ্দমাইল এলাকায় বিকাল সোয়া ৪টার দিকে প্রাইভেটকার ও সিএনজির মধ্যে সংঘর্ষে হাফিজুর রহমান (৫৫) নামে একজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ৭ জন। নিহত হাফিজ ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলার আনসার আলী আকনের ছেলে। আহতরা হলেন খুলনার ফুলতলার যুগ্নীপাশা এলাকার তপু ইসলাম (২৮), যশোরের অভয়নগরের পোড়াখালী এলাকার ফারুক (৩৫) এবং তার স্ত্রী শিরীন (৩০), তাদের দুই সন্তান মেহেদী হাসান (১০) ও রুজাইনা (৭), খুলনার আবদুল কুদ্দুসের ছেলে আসলাম (৫), কুষ্টিয়ার আলমের ছেলে আকাশ (২৮), যশোরের অভয়নগরের কৃষ্ণ কুমার পালের ছেলে সৌমিক (১২)। পুলিশ জানায়, খুলনা থেকে ছেড়ে আসা যাত্রীবাহী প্রাইভেটকার (ঢাকা মেট্রো গ ২৯-৯১২৮) এবং যশোরের অভয়নগর থেকে ছেড়ে আসা যাত্রীবাহী মাহিন্দ্রার খুলনার ফুলতলা উপজেলার বেজেরডাঙ্গা ১৪ মাইল মিমু জুটস মিলের সামনে খুলনা-যশোর মহাসড়কে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে প্রাইভেটকার ও মাহিন্দ্রার ড্রাইভারসহ ১০ যাত্রী গুরুতর আহত হন।

আটকে রাখা জাহাজ ১৬ দিন পর

এর আগে দুটি পণ্যবাহী জাহাজ আরাকান আর্মির হেফাজত থেকে মুক্তি পেয়েছিল। জাহাজগুলো মালামাল খালাস করে ইয়াংগুনে ফিরে গেছে। তিনি বলেন, ১৬ দিন পর আরাকান আর্মির হাতে আটক জাহাজটিও ছাড়া পেয়েছি। সেটি ঘাটে আছে। আমাদের কার্যক্রম শেষে মালামাল খলাস করা হবে। গত ১৬ জানুয়ারি দুপুরে মিয়ানমারের ইয়াংগুন থেকে কক্সবাজারের টেকনাফ স্থলবন্দরে আসার পথে নাফ নদের মোহনায় পণ্যবাহী তিনটি জাহাজ আটকে দেয় আরাকান আর্মি। এসব জাহাজে ৫০ হাজার বস্তা শুঁটকি, সুপারি, কপিসহ বিভিন্ন মালামাল রয়েছে। এর মধ্যে গত ২০ জানুয়ারি দুটি জাহাজ ছেড়ে দিয়েছিল। সেখানে ২৭ হাজার ৭২২ বস্তা মালামাল ছিল। এ বিষয়ে টেকনাফ স্থলবন্দর সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ও ব্যবসায়ী এহতেশামুল হক বাহাদুর বলেন, ১৬ দিন পর আটকে থাকা পণ্যবাহী জাহাজ ছেড়ে দেয় আরাকান আর্মি। এই মুহূর্তে জাহাজটি ঘাটে পৌঁছেছে। ফলে ব্যবসায়ীদের মাঝে স্বস্তি ফিরেছে। তবে এসব পণ্যবাহী জাহাজ আটক করার পর ইয়াংগুন থেকে কোনও পণ্যবাহী নৌযান আসেনি। স্থলবন্দরের ব্যবসায়ীরা বলছেন, দেড় মাস পর ১৬ জানুয়ারি ইয়াংগুন থেকে কয়েকজন ব্যবসায়ীর পণ্যবাহী জাহাজ টেকনাফ স্থলবন্দরের উদ্দেশে রওনা দেন। বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টায় নাফ নদের মোহনায় সে দেশের জলসীমানায় নাইক্ষ্যংদিয়া নামক এলাকায় তল্লাশির নামে এসব আটকে দিয়েছিল আরাকান আর্মি। এর মধ্যে আচার, শুঁটকি, সুপারি, কপিসহ ৫০ হাজারের বেশি বস্তা পণ্য রয়েছে। এসব পণ্য স্থলবন্দরের ব্যবসায়ী শওকত আলী, ওমর ফারুক, আয়াছ, এম এ হাসেম, ওমর ওয়াহিদ, আবদুর শুক্কুর সাদ্দামসহ অনেকের। সর্বশেষ গত সোমবার সকালে সাতুরু এবং এমবি হারকিউলিস নামে দুটি পণ্যবাহী জাহাজ ফেরত এলেও একটি আরাকান আর্মির হেফাজতে ছিল। সেটিও গতকাল শনিবার ছেড়ে দিয়েছে। এই জাহাজে ৩০ হাজারের বেশি বস্তা মালামাল রয়েছে। এ বিষয়ে আমদানি কারক মোহাম্মদ উল্লাহ বলেন, আরাকান আর্মির হাত থেকে ১৬ দিন পর পণ্যবাহী জাহাজ ছাড়া পেয়ে এসেছে। সেখানে আমাদের ১৬০০ বস্তা শুঁটকি রয়েছে। ফলে ব্যবসায়ীদের মাঝে স্বস্তি ফিরেছে। টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শেখ এহসান উদ্দিন বলেন, আরও একটি পণ্যবাহী জাহাজ ঘাটে পৌঁছেছে।

এখনও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড হলে

কলেজ হাসপাতালে তিনি মারা যান। এই অনাকাঙ্ক্ষিত ও দুঃখজনক ঘটনাটি তদন্তে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ওই সেনা ক্যাম্পের কমান্ডারকে তাৎক্ষণিকভাবে প্রত্যাহার করা হয়েছে। এ ছাড়াও মৃত্যুর সঠিক কারণ উদঘাটনের জন্য একটি উচ্চপদস্থ তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্তে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সেনা আইন অনুযায়ী যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

ঢাকায় আওয়ামী লীগের লিফলেট

ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আনোয়ার হোছাইন বলেন, আজ থেকে টানা পাঁচদিন ঢাকা মহানগরসহ সারাদেশে এ লিফলেট বিতরণ কার্যক্রম চলবে। এছাড়া লিফলেট বিতরণে অংশ নেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক গণশিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক মুকিব মিয়া, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি এস এম আব্দুর রহিম, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সম্পাদক এনামুল হক প্রিন্স, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক দিদার মুহাম্মদ নিজামুল হক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি এম এম নাজমুল হাসান, সহ-সভাপতি হাসান আহমেদ খান, সাবেক উপ-মানবসম্পদ সম্পাদক কপিল হালদার সজল, আমিনুল ইসলাম, আব্দুস সামাদ লাভলু, আলী হোসেন, মাহমুদুল হাসান মামুনসহ অন্য নেতারা।

আকাশ মেঘলা হলেও আবহাওয়া শুষ্ক

পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত সারাদেশের কোথাও কোথাও মাঝারী থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে এবং তা দুপুর পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে। এছাড়া ঘন কুয়াশার কারণে বিমান চলাচল, অভ্যন্তরীণ নদী পরিবহন এবং সড়ক যোগাযোগ সাময়িকভাবে ব্যাহত হতে পারে। সারাদেশে রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। সোমবার সকাল থেকে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত দেওয়া পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত সারাদেশের কোথাও কোথাও মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে। ঘন কুয়াশার কারণে বিমান চলাচল, অভ্যন্তরীণ নদী পরিবহন এবং সড়ক যোগাযোগ সাময়িকভাবে ব্যাহত হতে পারে। সারাদেশে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা ১-২ ডিগ্রি সেলসিয়াস হ্রাস পেতে পারে। বর্ধিত পাঁচ দিনের আবহাওয়ায় তাপমাত্রা আরো হ্রাস পেতে পারে। গতকাল শনিবার সকালে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে তেঁতুলিয়ায় ৯ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ঢাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২০ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

পাট, হোগলা পাতা, কচুরিপানার পণ্য

ধরনের পণ্য। প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বেশিরভাগ শ্রমিক নারী। এ ছাড়া কাজ করছেন প্রতিবন্ধীরা। সুমন শেখ নামে এক শ্রমিক বলেন, আমি একসময় ঢাকায় একটি পোশাক কারখানায় কাজ করতাম। যে বেতন পেতাম এখানেও তাই পাচ্ছি। ঢাকায় কাজ করে বাসা ভাড়া ও অন্যান্য খরচ মিটিয়ে সংসার চালাতে হিমশিম খেতাম। এখানে নিজের বাড়িতে থেকে কাজ করতে পারছি। এখন অনেক ভালোভাবে দিন কাটছে। শিমুল খান নামে আরেকজন বলেন, আমার মতো অনেকে অনার্স-মাস্টার্স পাস করে এখানে অফিসিয়াল কাজসহ বিভিন্ন কাজ করছে। এতে জেলার বেকার সমস্যা কিছুটা হলেও কমেছে। রেহেনা পারভিন নামে এক নারী শ্রমিক বলেন, আগে স্বামী একা কাজ করতেন। এখন আমিও কাজ করি। দুই জনের আয়ে সংসার ভালোভাবে চলছে। সন্তানদের পড়াশোনা করাতে তেমন বেগ পেতে হচ্ছে না। প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টায় পর্যন্ত কাজ করি। ফাতেমা আক্তার নামে আরেক নারী শ্রমিক বলেন, পদ্মার ভাঙনে ঘরবাড়ি জমিজমা সব হারিয়েছি। এই কারখানায় চাকরি করে এক বছরে ৮৫ হাজার টাকা জমিয়েছি। একটু জমি কিনে ঘর তোলার স্বপ্ন দেখছি। আমার মতো অনেক নারী আছেন যারা এখানে কাজ করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন। গোল্ডেন জুট প্রোডাক্টে কাজ করছেন ১২ জন প্রতিবন্ধী নারী ও পুরুষ। কর্মসংস্থান তৈরি হওয়ায় তাদের পরিবারও চলছে ভালোভাবে। তাদেরই একজন সোনাবান আক্তার। তিনি বলেন, স্বামী-স্ত্রী দুজনেই প্রতিবন্ধী হওয়ায় কেউ আমাদের কাজ দিতো না। এখানে কাজ করে চার সন্তানকে পড়াশোনা করাচ্ছি। অন্য প্রতিবন্ধী শ্রমিকরাও তাদের সহায়তা করেন বলে জানান। গোল্ডেন জুট প্রোডাক্টের এইচআর এডমিন সাইদ হোসেন বলেন, আমাদের উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি হয়। কারণ, বিদেশে পরিবেশবান্ধব এসব পণ্যের চাহিদা বেশি। আমাদের পণ্যের গুণগত মান ভালো হওয়ায় দিন দিন চাহিদা বাড়ছে। প্রতিষ্ঠানটির জেনারেল ম্যানেজার মো. আলাউদ্দিন ভূঁইয়া বলেন, এতদিন পাট, হোগলা পাতা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের পণ্য তৈরি হলেও এ বছর যুক্ত হয়েছে ধানের খড় ও কচুরিপানা। আমরা গ্রাম থেকে ধানের খড় ও কচুরিপানা কিনে এনে ব্যবহার উপযোগী বিভিন্ন পণ্য তৈরি করছি। যেগুলো বিশ্বের ২৬টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। গোল্ডেন জুট প্রোডাক্টের ব্যবস্থাপক মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, আমাদের প্রধান কাঁচামাল ধানের খড়, পাট, হোগলা পাতা ও কচুরিপানা। রাজবাড়ীতে প্রচুর পাট চাষ হয়। আমরা এই জেলা থেকে পাট কিনি। হোগলা পাতা কেনা হয় কুমিল্লা থেকে। তিনি বলেন, নিজের এলাকায় প্রতিবন্ধী, বৃদ্ধ, অসহায়রা এখানে কাজ করতে পারছে। তাদের কর্মস্থান হয়েছে। নদী ভাঙন এলাকা হওয়ায় কাজ পেয়ে মানুষের মুখে হাসি ফুটেছে।

বাংলা একাডেমিতে ফ্যাসিস্টদের

গেলো, 'স্বায়ত্তশাসনের সুযোগের অপব্যবহার করে ফ্যাসিবাদের দোসররা ওখানে ঢুকে গেছে, পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আমরা অনেক অভিযোগ দেখছি, বিশেষ করে যারা বিশেষ কিছু মানুষের পছন্দের প্রতিফলন এখানে ঘটেছে। এই সমালোচনাগুলো যখন ওঠে তখন মন্ত্রণালয় থেকে অবশ্যই আমাদের দায়িত্ব হয়, বাংলা একাডেমিকে জিজ্ঞেস করা; এটা আসলে কী হয়েছে, তারা যেন খতিয়ে দেখে। তারপর বাংলা একাডেমির পুরস্কার কমিটি আরেকটি সভা আহবান করে। সেই সভায় সিদ্ধান্ত হয় তারা পুরস্কার স্থগিত করবে। স্থগিত করে তারা পুরস্কারের মধ্যে কী ঘটেছে তা খতিয়ে দেখবে।' ওই সিদ্ধান্তের কথা আমাকে বাংলা একাডেমির ডিজি যখন হোয়াটসঅ্যাপে জানান, আমি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি ফেসবুকে পোস্ট করে জানাই। তার মানে এই না যে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি স্থগিত করার। এই পুরস্কার কে পাবে না পাবে এর মধ্যে আমার রুচির কোনও ছাপ নেই, কোন প্রভাব নেই। সংস্কৃতি উপদেষ্টা বলেন, সরকার মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে। সেটা যদি আমাকে গালাগালি করেও হয়, এতে কিছু যায় আসে না। আর বই প্রকাশ সেন্সর করব, এটা হাস্যকর। এই ভুলবোঝাবুঝি এখানেই দূর করতে চাই। অন্তর্বর্তী সরকারের এই সেন্সরের পরিকল্পনা নেই। ওই পুলিশ কর্মকর্তা যদি বলে থাকেন, সেটা তিনি তার ব্যক্তিগত ভাবনা করে বলেছেন। এটার সঙ্গে আমরা একমত নই। পাঠ্যপুস্তক সেন্সর করার কোনো ইচ্ছা সরকারের নেই দাবি করে ফারুকী আরও বলেন, বই ছাপানোর আগে সরকার পড়ে দেখবে এমন কোনো বক্তব্য কেউ দেয়নি। এই সরকার মতপ্রকাশের অধিকারে বিশ্বাস করে। অপপ্রচার হচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। অনুষ্ঠানের শুরুতে উৎসব উদ্বোধন করেন শহীদ আবু সাইদের মা মনোয়ারা বেগম। জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও পায়রা উড়িয়ে অনুষ্ঠানের শুভসূচনা ঘোষণা করেন তিনি। পরে জাতীয় সংগীত, একুশের গান ও জুলাই বিপ্লবের গান পরিবেশন করা হয়। এর আগে শোভাযাত্রা করে কবি, সাহিত্যিক ও কবিতা ভক্তরা।

যুবকের কবজি বিচ্ছিন্নের ঘটনায়

মতিঝিল বিভাগ। গ্রেপ্তারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

দেশে ব্যবসা ও বিনিয়োগ নিয়ে

, যদি ব্যাংক এগুলো না দেখে আমার মনে হয় এই বাংলাদেশে নতুন করে কোনো লোক এই ধরনের রিস্ক নিয়ে নতুন করে আর ব্যবসা করবে না।' ফিরোজ আহমেদ বলেন, ২০১৭ সালে স্থাপিত সুপারক্রেস্ট লেদার কারখানায় দৈনিক এক লাখ বর্গফুট চামড়া প্রক্রিয়াজাত করতে সক্ষম। তার দাবি এশিয়ার বৃহত্তম এ কারখানাটি দেশের মাত্র তিনটি পরিবেশবান্ধব (এলডব্লিউজি) সনদপ্রাপ্ত চামড়া কারখানার একটি। চামড়া কারখানায় বিনিয়োগ করে পাটকলের মূলধনও ক্ষতি হয়েছে। দেশের একটি বেসরকারি ব্যাংক প্রতিশ্রুতি দিলেও সময়মতো এবং প্রয়োজনীয় ঋণ না দেয়ায় গভীর সংকটে পড়তে হয়, জানান তিনি। কারখানা দুটি চালাতে না পারলে ফিরোজ আহমেদের ঋণখেলাপি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ফিরোজের অভিযোগ, অতীতে ব্যাংক ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে গড়িমসি করেছে। একটি ব্যাংকের মালিকানা পরিবর্তনের পর প্রতিশ্রুত ঋণ পাননি বলেই সমস্যা বেড়েছে। শতভাগ দেশীয় কাঁচামাল নির্ভর রপ্তানিমুখী শিল্প ঋণ সহায়তা পাবেন এমন আশাবাদ তৈরি হয় সরকার পরিবর্তনের পর। কিন্তু ফিরোজ আহমেদ বলছেন, পরিস্থিতি আশানুরূপ পরিবর্তন হয়নি। ফিরোজ আহমেদের মতো বহু ব্যবসায়ী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান-শিল্পকারখানা চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন বলে ব্যবসায়ী সংগঠনগুলো জানাচ্ছে। বলা হচ্ছে, অতীত সংকট আর বর্তমান অস্থিতিশীল পরিস্থিতি মিলিয়ে বাংলাদেশে ব্যবসা বিনিয়োগে যে স্থবিরতা সৃষ্টি হয়েছে তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে ব্যবসায়ীদের মধ্যে। প্রাণ আরএফএল গ্রুপের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) আহসান খান চৌধুরী এক সাক্ষাৎকারে ব্যবসায়ীদের সমস্যা নিয়ে বিবিসি বাংলাকে বলেন, 'ব্যবসায়ীদের অবস্থা ভীষণ খারাপ। তাদের লোনের টাকা শোধ করতে বেগ পেতে হচ্ছে। ব্যবসায়ীরা নিজেদের ব্যয় নিয়ে কষ্টের মধ্যে আছেন। বিদেশি ক্রেতারা আরো স্বচ্ছন্দে পণ্য ক্রয় করতে চাচ্ছেন। ভারতীয় কম্পিটিশন আসতেছে গার্মেন্টস সেক্টরে। যে অভারঅল ব্যবসায়ীরা কিন্তু বিচ্ছিন্নমুখী চাপের সম্মুখীন হচ্ছেন, এটা কিন্তু কেউ ডিনাই করতে পারবে না।' বাংলাদেশে অন্যতম বড় শিল্পগ্রুপ প্রাণ-আরএফএলের কর্ণধার বলেন, বাংলাদেশে বিনিয়োগের ব্যাপারে বিদেশিদের নিরুৎসাহিত হওয়ার শঙ্কিত নয় প্রাণ আরএফএল গ্রুপ। যদিও দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগের পরিস্থিতি কয়েক বছর ধরে একটা স্থিতাবস্থায় রয়েছে বলে জানা গেছে। এখন বিনিয়োগে একটা ভাটা তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে গত অর্থবছরের তুলনায় ৭১ শতাংশ কম। গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন বিবিসিকে বলেন, ঘুষ দুর্নীতি এগুলো কিন্তু কমে নাই। ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ জিডিপির ২৩.৫ শতাংশ এবং বিদেশি বিনিয়োগ সেটা জিডিপির এক শতাংশের নিচে ছিল। সেটা কমে কমে ০.৩ এ কাছাকাছি হয়েছে। একটা বড় সমস্যা হবে বাংলাদেশে বিনিয়োগে স্থবিরতা দেখা যাচ্ছে। 'বিনিয়োগকারীরা কোনো সময়ই সারা পৃথিবীতেই কোনো জায়গায় বিনিয়োগ করতে চাইবে না যদি রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা থাকে। এবং অনেকেরই আমাদের সাথে তো কথাবার্তা হয়, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের। তারা বলেছে যে ইলেকশনের আগে তারা নতুন বিনিয়োগ করার কথা ভাবছে না। এটা দুশ্চিন্তার কারণ। বিনিয়োগের মাধ্যমেই তো কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়,' বলেন তিনি। ফাহমিদা খাতুন বিবিসিকে বলেন, ঘুষ-দুর্নীতি এগুলো কিন্তু কমে নাই। ব্যবসার পরিবেশ নিয়ে সিপিডির জরিপে ১৭টি সমস্যা সামনে এসেছে, এর মধ্যে দুর্নীতি এক নম্বর। 'ব্যবসায়ীরা বলতে পারছে না সরাসরি কারণ। ধরেন ব্যবসা যারা করেন, সেনসিটিভিটির মধ্যে থাকেন, তারা ভয়ের মধ্যে থাকেন যে কী বলতে কী বলে ফেলি। আবার ব্যবসার ক্ষতি হয় কিনা। আবার এখন তো দেখা যাচ্ছে আমরা অন্য ধরনের স্বাধীন অবস্থার মধ্যে রয়েছি যে কোনো একটা বক্তব্য পছন্দ হলো না, একটা মব জাস্টিসের মধ্যে পড়ে যায় অনেকে। তারা তো ওইরকম রিস্কের মধ্যে যেতে চায় না। যদি ভাঙচুর হয়, ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে তাদের ব্যবসা তো বন্ধ হবে। পরিস্থিতি খারাপ হবে। ওখানে যারা কাজ করে তাদেরও,' যুক্ত করেন ফাহমিদা। ন্যাশনাল ব্যাংকের চেয়াম্যান ও এফবিসিসিআইএর সাবেক সভাপতি এবং বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত আবদুল আউয়াল মিন্টু বিবিসিকে বলেন, যে পরিবেশ-পরিস্থিতিতে একটা দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে, বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় সেটা অনুপস্থিত। 'দেশি বিনিয়োগকারীকে যখন দেখবে যে এরা বিনিয়োগ করতেছে তখন আস্তে আস্তে আসবে। না হয় বিদেশি যেগুলো আছে এগুলো কেমনে চলে যাবে সেই চিন্তা করবে। আমি যদি আমার দেশে বিনিয়োগ না করি তো বিদেশি কি মরতে আসবে এখানে? ওতো আমাদের থেকে বেশি চালাক। সে পরিসংখ্যান আমার থেকে বেশি বোঝে। সে দেশের রাজনীতির অবস্থা বেশি দেখতেছে। আমরাতো এখানে ভেতরে বসে অনেক কিছু বুঝি না, কিন্তু তারা বেশি বোঝে।' ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদরা বলছেন, বিনিয়োগ ও অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারে প্রয়োজন দুর্নীতিমুক্ত স্থিতিশীল পরিবেশ, আইনশৃঙ্খলার উন্নতি এবং আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা। আবদুল আউয়াল মিন্টু বলেন, 'বিনিয়োগের জন্য যে পরিবেশ দরকার সে পরিবেশ সৃষ্টি করুন। সেটা হলো আর্থিক খাতকে ঠিক করে বিনিয়োগের জন্য টাকা সাপ্লাই বাড়ান। দুই নম্বর হলো সামাজিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনুন। তিন নম্বর হলো রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরে আসুক।'

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, চলমান সংকট সমাধানে সময় লাগবে। কর্মসংস্থান, মূল্যস্ফীতি, প্রবৃদ্ধিসহ বিভিন্ন সূচক খারাপের দিকে থাকায় ঢালাওভাবে কারখানা বন্ধ এবং শ্রমিকছাঁটাই যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে পদক্ষেপ নিতে হবে। 'অনেক কারখানা আছে নামকাওয়াস্তে চলছিল। সবই সরকারের টাকায় চলছিল। আবার কিছু কারখানা ভালো চলছিল, যেগুলো ভালো এক্সপোর্ট অরিয়েন্টেড। কিন্তু খেলাপি ঋণ রয়েছে, সেটাকে কীভাবে রিস্ট্রাকচার করা যায় সেটাকে কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং যেসমস্ত ব্যাংকে থেকে তাদের লেনদেন আছে তাদেরকে চিন্তাভাবনা করতে হবে। সব ঢালাওভাবে বন্ধ করা যাবে না। যাচাই বাছাই করতে করতে হবে।' অন্তর্বর্তী সরকার দেশের ব্যাংক ব্যবস্থা এবং আর্থিক খাতে নানা সংস্কার শুরু করেছে। বিনিয়োগ বাড়ানোর লক্ষ্যেও পদক্ষেপ নিচ্ছে। আগামীতে ব্যবসা সংকট উত্তরণে কী ধরনের পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছেন সেটি নিয়ে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বিবিসিকে বলেন, বিনিয়োগ বাড়াতে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। অর্থ উপদেষ্টা বলেন, 'যখন দেশি বিনিয়োগকারীরা কশাস (উদ্বিগ্ন) থাকেন তখন বিদেশিরাও আসেন না। আর কমেছে অবশ্যই, প্রথম কয়েক মাস তো সমস্যা ছিল।' সরকারের চিন্তাভাবনা নিয়ে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, 'মেইন ইস্যু হলো সুদের হারটা একটু বেশি। কিন্তু সরকার দুর্নীতি বন্ধে জোর দিচ্ছে। কারণ ব্যবসায় খরচ ইন্টারেস্ট রেইট একমাত্র ব্যয় নয়। তাদের কিন্তু অনেক কিছু কস্ট দিতে হয়, আন্ডার দ্য টেবিল অলসো। অতএব উই আর ট্রায়িং টু রিডিউস দ্য ওভারঅল বিজনেস কস্ট। আর দ্বিতীয়ত কিছুটা রেগুলেটরি সাপোর্ট দেয়া। এক্সপোর্ট ডাইভার্সিটি করা শুধু আরএমজি না। চামড়া আছে, প্লাস্টিক আছে ইলেকট্রনিক্স আছে এদের যাতে ব্যবসা হয়।'

অনির্দিষ্টকাল সড়ক ও রেলপথ

তিতুমীর ঐক্যের পক্ষ থেকে এ কর্মসূচির কথা জানানো হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, রোববার থেকে লাগাতার এই কর্মসূচি চলবে। আন্দোলনকারীদের ব্যারিকেডের আওতায় থাকবে সড়ক ও রেলপথ। তবে, বিশ্ব ইজতেমার আখেরি মোনাজাত উপলক্ষ্যে সকাল ৬টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত ব্যারিকেড কার্যক্রম শিথিল রাখবেন তারা।

শিক্ষার্থীরা বলছেন, যেকোনো মূল্যে ৭ দফা কর্মসূচি মেনে নেওয়া হয়েছে, এমন ঘোষণা আসতে হবে। যতক্ষণ এই ঘোষণা আসছে না, ততক্ষণ আন্দোলন চলবে।

তাদের দাবিগুলো হচ্ছে-

১. তিতুমীর বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ করতে হবে।

২. তিতুমীর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন গঠন করে ২০২৪-২০২৫ সেশনের ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

৩. শতভাগ শিক্ষার্থীর আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ নতুবা অনতিবিলম্বে শতভাগ শিক্ষার্থীর আবাসিক খরচ বহন করতে হবে।

৪. ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ন্যূনতম দুইটি বিষয় 'আইন' এবং 'জার্নালিজম' বিষয় সংযোজন করতে হবে।

৫. একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন পিএইচডিধারী শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে।

৬. শিক্ষার গুণগতমান শতভাগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আসন সংখ্যা সীমিত করতে হবে।

৭. আন্তর্জাতিক মানের গবেষণাগার বিনির্মাণের লক্ষ্যে জমি ও আর্থিক বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ করতে হবে।

এর আগে, শুক্রবার (৩১ জানুয়ারি) রাত ১১টায় সরকারি তিতুমীর কলেজের শিক্ষার্থী সংগঠন 'তিতুমীর ঐক্য' এর পক্ষ থেকে তাদের কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে সরকারকে শনিবার (১ ফেব্রুয়ারি) বিকেল ৪টা পর্যন্ত সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। সেইসঙ্গে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিতে সরকারি তিতুমীর কলেজের গেটের সামনে গণ-অনশন কর্মসূচিও অব্যাহত আছে।

বিশ্ববাজারে স্বর্ণের দামে

বাড়ার পরিপ্রেক্ষিতে এরই মধ্যে দেশের বাজারেও স্বর্ণের দাম বাড়ানো হয়েছে। তবে বিশ্ববাজারে যে হারে বেড়েছে, দেশের বাজারে সেই হারে বাড়েনি বলে দাবি করেছেন বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বাজুস) দায়িত্বশীল এক সদস্য। তিনি জানান, বিশ্ববাজারে এক আউন্স স্বর্ণের দাম যে কোনো সময় ২ হাজার ৮০০ ডলার ছাড়িয়ে যাবে অনেক আগেই ধারণা করা হয়েছিল। কিন্তু কয়েক দফা দুই হাজার ৮০০ ডলারের কাছাকাছি গিয়ে ফিরে আসে। গত সপ্তাহে প্রথমবারের মতো এক আউন্স স্বর্ণের দাম ২ হাজার ৮০০ ডলার স্পর্শ করেছে। তিনি আরও বলেন, বিশ্ববাজারে স্বর্ণের দাম বাড়ার কারণে দেশের বাজারেও গত সপ্তাহে দাম বাড়ানো হয়েছে। তবে বিশ্ববাজারে যে হারে স্বর্ণের দাম বাড়েছে, তাতে দেশের বাজারে যে কোনো সময় আবার দাম বাড়তে পারে। আর দেশের বাজারে এখন স্বর্ণের দাম বাড়ানো হলে, বিশ্ববাজারের পাশাপাশি দেশের বাজারে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হবে। প্রসঙ্গত, ২৯ জানুয়ারি বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিং কমিটি বৈঠককে করে পরের দিন ৩০ জানুয়ারি থেকে স্বর্ণের নতুন দাম কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেয়। বাজুসের এ কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সব থেকে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের এক ভরি স্বর্ণের দাম ১ হাজার ৩৬৫ টাকা বাড়িয়ে নির্ধারণ করা হয় ১ লাখ ৪২ হাজার ৭৯১ টাকা। ২১ ক্যারেটের এক ভরি স্বর্ণের দাম ১ হাজার ৩০৭ টাকা বাড়িয়ে ১ লাখ ৩৬ হাজার ৩০৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়। এছাড়া ১৮ ক্যারেটের এক ভরি স্বর্ণের দাম ১ হাজার ১০৮ টাকা বাড়িয়ে ১ লাখ ১৬ হাজার ৮২৭ টাকা নির্ধারণ করা হয়। আর সনাতন পদ্ধতির এক ভরি স্বর্ণের দাম ৯৫৬ টাকা বাড়িয়ে ৯৬ হাজার ১৮ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমানে দেশের বাজারে এ দামেই স্বর্ণ বিক্রি হচ্ছে। তবে দেশের বাজারে স্বর্ণের দাম বাড়ানোর ঘোষণা আসার পর বিশ্ববাজারে প্রতি আউন্স স্বর্ণের দাম ৪০ ডলারের মতো বেড়ে গেছে।

দল গঠন করতে চাইলে সরকারের

জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে 'আমার দেশ আমার অধিকার' আয়োজিত এক নাগরিক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ মন্তব্য করেন তিনি। জুলাই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্রদের নতুন দল গঠনের পরিকল্পনার প্রসঙ্গ টেনে আবদুস সালাম বলেছেন, ক্ষমতায় থেকে কোনো দল গঠন করা যাবে না, এটা পরিষ্কার কথা। দল গঠন করতে হলে আগে সরকারের দায়িত্ব হস্তান্তর করতে হবে। তিনি বলেন, ইউনূস সাহেবও যদি মনে করেন যে তার একটা দল গঠন করা দরকার, তাহলে তিনিও সরকার থেকে সরে যাক, তারপর দল করুক। অন্তর্বর্তী সরকারকে উদ্দেশ করে বিএনপির এ নেতা বলেন, ভোটের জন্য ১৫ বছর ধরে লড়াই করলাম। আজ দেখা যাচ্ছে বর্তমান সরকার ভোট নিয়ে টালবাহানা করছে। কারণ হচ্ছে, ভোট দিলে নাকি বিএনপি ক্ষমতায় চলে আসবে। বিএনপি কি জোর করে ক্ষমতায় চলে আসতে পারবে? ভোট হলে যদি জনগণ নির্বাচিত করে, তাতে ইউনূস সরকারের আপত্তিটা কোথায়? তিনি আরও বলেন, দেশের মানুষকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা উচিত নয়। যারা ব্যাংক থেকে হাজার কোটি টাকা লুট করেছে, তাদের এখনো ধরা হয়নি। উল্টো মানুষের ওপর ট্যাক্স বসাচ্ছেন। জনগণের ওপর ট্যাক্স বসানোর অধিকার আপনাদের কে দিয়েছে? আপনাদের বসানো হয়েছে একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন করে নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার জন্য। দয়া করে, দেশকে অরাজকতার হাতে তুলে দিয়েন না। এছাড়া সমাবেশে আমার দেশ আমার অধিকারের চেয়ারম্যান শেখ সাখাওয়াত তানজীন, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মো. সোহেল আহমেদ প্রমুখ।

রাজধানীতে স্বর্ণসহ ছিনতাইকারী

জেলার বাউফল ও রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ধারাবাহিক অভিযান পরিচালনা করে তাদের গ্রেপ্তার করে ডিবি-সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইম (উত্তর) বিভাগের ওয়েব বেইজড ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন টিম। ডিবি সূত্রে জানা যায়, ২৭ নভেম্বর কোতোয়ালি থানাধীন তাঁতি বাজারের স্বর্ণ ব্যবসায়ী প্রদেশ বাবুর স্বর্ণের দোকান থেকে তার কর্মচারী রাজীব দাস বিক্রিত এক কেজি স্বর্ণ সরবরাহ করার জন্য রওনা দেয়। রাজিব রাতে দায়রা আদালত ভবনের সামনে পৌঁছলে একদল দুষ্কৃতকারী তার পথরোধ করে তার কাছে থাকা স্বর্ণ ছিনতাই করে নিয়ে যায়। তিনি সময় ছিনতাইকারীদের আঘাতে আহত হয়। এ ঘটনায় ২৮ নভেম্বর রাজীব বাদী হয়ে কোতোয়ালি থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলাটি ২৮ ডিসেম্বর ডিবি-সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইম (উত্তর) বিভাগে হস্তান্তরিত হয়। মামলাটির তদন্তকালে তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় জড়িত আসামিদের শনাক্ত করা হয়। ২৯ জানুয়ারি পটুয়াখালীর বাউফল থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ছিনতাইকারী চক্রের মূলহোতা বিধান বিশ্বাসকে লুণ্ঠিত ৫৮০ গ্রাম স্বর্ণসহ গ্রেপ্তার করা হয়। বিধান বিশ্বাসের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ৩০ জানুয়ারি রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে সবুজ সরকার, তরিকুল ইসলাম ও আজিম নামক অপর তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে ছিনতাই হওয়া ৩৪৮ গ্রাম স্বর্ণ উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে প্রাপ্ত তথ্য সম্পর্কে ডিবি জানায়, কালিপদ নামক এক ব্যক্তি স্বর্ণ সরবরাহ করার সংবাদটি মূল ছিনতাইকারী চক্রের কাছে প্রেরণ করে। পরবর্তীতে ছিনতাইকারী চক্রের সদস্যরা ঘটনাস্থলে একত্রিত হয়ে রাজীবকে আঘাত করে তার কাছে থাকা স্বর্ণ ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এ ঘটনায় এ পর্যন্ত মোট ছয় আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বিদেশি সহায়তা বন্ধ করে নিজের

এর নেতিবাচক প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গত ২৪ জানুয়ারি আমেরিকার পররাষ্ট্র দপ্তর প্রায় সব ধরনের সহায়তা বন্ধের নির্দেশ দেওয়ার পরপরই বিভিন্ন দেশের বহু ক্লিনিক বন্ধ হয়ে যায়, থেমে যায় এইচআইভি আক্রান্তদের ওষুধ সরবরাহ-সহ অন্য ভাইরাস নিয়ন্ত্রণের কাজ। একইভাবে স্থলমাইন অপসারণ, শরণার্থীদের সহায়তাও বন্ধ হয়ে যায়। সিরিয়ায় আইএস জঙ্গিদের বন্দি রাখা আমেরিকা-সমর্থিত কারাগারগুলো দুই সপ্তাহের জন্য ছাড় দেওয়া হয়েছে, এটি আপাতত স্বস্তিদায়ক হলেও তা খুবই ক্ষণস্থায়ী। এই পরিস্থিতি চীনের জন্য একপ্রকার উপহার হয়ে এসেছে। কারণ তারা সুপারপাওয়ার হওয়ার লড়াইয়ে আমেরিকার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।

তাহলে কেন ট্রাম্প প্রশাসন নিজ দেশের স্বার্থ এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে? এর অন্যতম কারণ জনমত। বিভিন্ন জরিপ অনুযায়ী, আমেরিকানরা মনে করে, বিদেশি সহায়তা বাজেটের প্রায় ২৫ শতাংশ খেয়ে ফেলে। বাস্তবে এই অঙ্কটা মাত্র ১ শতাংশ, যা ২০২৩ সালে ছিল ৬৮ বিলিয়ন ডলার (ইউক্রেনকে দেওয়া অধিকাংশ সহায়তা বাদে)। এটি দেশটির মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) মাত্র শূন্য দশমিক ২৫ শতাংশ। নতুন প্রশাসনের জন্য ব্যয় পুনর্মূল্যায়ন করা স্বাভাবিক। তবে দায়িত্বশীল প্রশাসন প্রথমে ক্ষতি না করার নীতি অনুসরণ করতো। আমেরিকা বিশ্বব্যাপী মানবিক সহায়তার ৪০ শতাংশ জোগান দেয়। তাই, তারা আগে কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিতো এবং পরে মূল্যায়ন করতো কী অব্যাহত রাখা হবে, পরিবর্তন করা হবে বা বাতিল করা হবে। কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসন হেঁটেছে সম্পূর্ণ বিপরীত পথে–প্রথমে সহায়তা বন্ধ করেছে এবং এরপর ৯০ দিনের পর্যালোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও চারদিনের মাথায় পিছু হটতে বাধ্য হন এবং 'জীবনরক্ষাকারী মানবিক সহায়তা' অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেন। যদিও তার এই কথার সুনির্দিষ্ট অর্থ এখনো স্পষ্ট নয়। এই বিশৃঙ্খলার কয়েকটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা রয়েছে। একটি হলো, এটি অনিচ্ছাকৃতভাবে ঘটেছে। ট্রাম্প সাধারণত আনুগত্যের ভিত্তিতে কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেন, দক্ষতার ভিত্তিতে নয়। অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদ এখনো শূন্য। কিংবা তার কর্মকর্তারা হয়তো নিজেদের কড়া অবস্থান দেখাতে চেয়েছেন। ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশে নতুন উন্নয়ন সহায়তা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু রুবিও আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে চলমান মানবিক, নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রকল্পও বন্ধ করে দিয়েছেন। এর পেছনে আদর্শগত কারণও থাকতে পারে। প্রশাসন 'ওক' ভাবধারা নির্মূল করতে এবং আমলাতন্ত্র দমন করতে একপ্রকার ধাক্কা দেওয়ার কৌশল নিয়েছে। হয়তো তারা বোঝাতে চায়, 'আমেরিকা ফার্স্ট' মানে সত্যিকার অর্থেই বিশ্বকে দ্বিতীয় স্থানে রাখা। আবার ট্রাম্প হয়তো সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা উপভোগ করছেন। তার দৃষ্টিতে, অরাজক পরিবেশে শক্তিশালীরাই টিকে থাকে, আর বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ তো আমেরিকা। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা হলো, এসব কারণ মিলিয়েই এই নীতির জন্ম। তার ফলাফল হলো অনিয়মিত ও নির্মম পররাষ্ট্রনীতি। অভিবাসীদের প্রতি কঠোর নীতির মতোই বিদেশে নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করাটাই হয়তো নতুন প্রশাসনের উদ্দেশ্য। মার্কো রুবিও চান, এটি মার্কিন পররাষ্ট্রনীতিতে প্রভাব ফেলুক। তার মতে, বিদেশি রাষ্ট্রগুলো আমেরিকার নেতৃত্বাধীন বিশ্বব্যবস্থার সুযোগ নিয়েছে এবং এতে আমেরিকার স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাই তিনি জোর দিয়ে বলেন, প্রতিটি ব্যয়িত ডলার আমেরিকাকে নিরাপদ, শক্তিশালী বা আরও সমৃদ্ধ করতে হবে। কিন্তু এ সপ্তাহে তিনি বুঝতে পেরেছেন, এর অনিচ্ছাকৃত পরিণতি কতটা ক্ষতিকর হতে পারে। বিদেশি বন্দিশিবিরগুলো থেকে উগ্রবাদীদের পালানোর ঝুঁকি আমেরিকাকে নিরাপত্তাহীন করছে। মানবিক সহায়তা বন্ধ করে মিত্র ও সম্ভাব্য সহযোগীদের দূরে সরিয়ে দিয়েও আমেরিকা নিজেকে দুর্বল করছে। এভাবে দারিদ্র্যের বিস্তার শেষ পর্যন্ত আমেরিকাকেও দরিদ্র করবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিবৃতি

কমিটি কাজ করছে। এক্ষেত্রে সরকারি তিতুমীর কলেজের বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এতে আরও বলা হয়, ইতিমধ্যে এই কমিটি তিতুমীর কলেজসহ সাতটি কলেজের শিক্ষার্থী প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাদের সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা শুরু করেছে। এই কলেজগুলোর শিক্ষার সুযোগ সুবিধা ও মানোন্নয়নই বর্তমানে সরকারের প্রধান লক্ষ্য এবং এক্ষেত্রে করণীয় সকল বিকল্পই সরকারের বিবেচনায় থাকবে। এ অবস্থায় তিতুমীর কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের ঘোষণা আদায়ে সময় বেঁধে দিয়ে আন্দোলন করার যৌক্তিকতা নেই। সেজন্য আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধৈর্য ধারণ করার অনুরোধ করা হলো। জনজীবনে দুর্ভোগ সৃষ্টি হয় বা কলেজের সাধারণ শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয় এমন কর্মসূচি থেকে বিরত থাকার জন্য আন্দোলনকারীদের প্রতি আহবান জানানো হচ্ছে। বিবৃতিতে সর্বস্তরের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ন্যায়সঙ্গত দাবী-দাওয়ার বিষয়ে সরকার সবসময় সচেতন ও সহানুভূতিশীল রয়েছে বলে জানানো হয়।

বিএনপির বিরুদ্ধে সংযত হয়ে কথা

নাই। দেশের জনগণের কিছু নাই। তার পতন হয়েছে। বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য বলেন, ছাত্ররা দল করবে খুব ভালো কথা। তবে, সরকারে থেকে দল করবেন, সেটা হবে না। কথা বলবেন হিসাব করে। সেলিমা রহমান বলেন, ছাত্র-যুবকরা ভাষা আন্দোলন, ৬৯-এর গণআন্দোলন, ৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন, সব সময়ই তরুণ সমাজ সেটি করেছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে এরকম ক্ষমতার লোভ ছিল না। তিনি বলেন, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজে প্রতিনিয়ত আন্দোলন-সংগ্রাম বেড়েই চলেছে। রাস্তাঘাট অবরোধ এবং দেশের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বহুগুণ বেড়ে গেছে। সে বিষয়টি সরকারকে খেয়াল রাখতে হবে। এ সময় সংস্কারের জন্য অন্তর্বর্তী সরকারকে যৌক্তিক সময় দেওয়া হবে বলেও জানান বিএনপির এই নেত্রী।

উপজেলা পর্যায়ে ছাত্র আন্দোলনের

জনতার গণ অভ্যুত্থানের পর দেশের মানুষ নির্দেশনা চাচ্ছেন। নতুন বাংলাদেশ গড়ার যে প্রত্যয় সেটা সংগঠিত কিভাবে হতে পারে। সেই জায়গায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সেই দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। তারা সারাদেশের উপজেলা পর্যায়ে গিয়ে আন্দোলনের গতিকে আরও বেগমান করবে। এ আন্দোলনের পরবর্তী ধাপ কি হতে পারে, কিভাবে এ আন্দোলনকে সামনে চালিয়ে রাখা যায়। কিভাবে নতুন বাংলাদেশ পরবর্তী প্রজন্মকে উপহার দেওয়া যায়, সেজন্য কেন্দ্রীয় কমিটির নেতারা উপজেলা পর্যায়ে গিয়ে দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন। এ সময় কেন্দ্রীয় কমিটির সমন্বয়ক মোমো, জাবের নূর ও জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এরপর নেতৃবৃন্দ মাদারীপুরের অন্য উপজেলাগুলোতেও মতবিনিময় সভা করেন।

সারাদেশে যাচ্ছে ইপিআই টিকা

এই কার্ড। নবজাতকের বাবা হাসিবুর রহমান বলেন, এটি অত্যন্ত দুঃখজনক। যে টিকাদানে আমাদের সাফল্য বিশ্বস্বীকৃত, এখন সে টিকার যথাযথ সরবরাহ নেই। অবিলম্বে এ সমস্যার সমাধান হওয়া জরুরি। একই চিত্র দক্ষিণের জেলা বরগুনায়। বরগুনা জেনারেল হাসপাতাল থেকে গত ১৫ জানুয়ারি টিকা না পেয়ে ফিরে যান ১০ থেকে ১২ জন। এর মধ্যে শিশু আসফিয়া তাইয়েবার মা শাহিমা আকতার বলেন, আমরা যথাসময়ে হাসপাতালে গিয়েছিলাম। তবে টিকা নেই বলে ফিরিয়ে দিয়েছে। শুধু আমাকে নয়, আমার সঙ্গে আরও ১০/১২জনকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরের সপ্তাহের বুধবার (২২ জানুয়ারি) গিয়ে টিকা দিতে পেরেছি। এটি শুধু চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও বরগুনার চিত্র নয়, সারাদেশেই এমন চিত্র বলে স্বীকার করেছেন সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির কর্মকর্তারা। তারা জানিয়েছেন, ক্রয় সংক্রান্ত দীর্ঘসূত্রতার কারণে এমন সংকট দেখা দিয়েছে। সামনে এমন পরিস্থিতি থাকবে না। সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির (ইপিআই) প্রোগ্রাম ম্যানেজার ড. আবুল ফজল মো. সাহাবুদ্দিন খান বলেন, আমরা সারাদেশে টিকা পাঠানো শুরু করেছি। এরই মধ্যে ৪০ শতাংশ টিকা পাঠিয়েছি, বাকি ৬০ শতাংশ পক্রিয়াধীন। আমরা টাকা পরিশোধ করেছি, টিকার ফুল শিপমেন্ট হয়ে গেলে আর সংকট থাকবে না। সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত কাজে স্বাভাবিকভাবেই দেরি হয়, এটা জেনেই সামনে যেন এমন সংকট না হয় সেজন্য কোনো ব্যবস্থা নিয়েছেন কি না- জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমরা সে ব্যবস্থা নিয়েছি। ইপিআই কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন সময় (প্রাপ্যতা অনুযায়ী) যক্ষ্মা, ডিফথেরিয়া, ধনুষ্টংকার, হুপিংকাশি, পোলিও, হেপাটাইটিস বি, হিমো-ইনফ্লুয়েঞ্জা বি, হাম ও রুবেলা এই ৯টি রোগের প্রতিষেধক টিকা প্রয়োগ করা হয়। টিকা প্রদানের পর নতুনদের পরবর্তী টিকাদানের তারিখ উল্লেখ করে টিকাদান কার্ড দেওয়া হয়। এছাড়া পুরাতনদের কার্ডে পরবর্তী টিকাদানের তারিখ উল্লেখ করা হয়। পাশাপাশি ১৫ থেকে ৪৯ বছরের নারীদের ৫ ডোজ টিটি টিকা প্রদান করা হয়ে থাকে।

ঘন কুয়াশায় ১১ ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর ফেরি চলাচল শুরু

স্টাফ রিপোর্টার : ঘন কুয়াশার কারণে টানা ১০ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট বন্ধ থাকার পর রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া নৌপথে ফেরি চলাচল শুরু হয়েছে। গত শুক্রাবর রাত ১২টা থেকে কুয়াশার ঘনত্ব বেড়ে গেলে ফেরি চলাচল বন্ধ রাখে ঘাট কর্তৃপক্ষ। গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ১০টা ৪৫ মিনিটের দিকে কুয়াশার ঘনত্ব কমে এলে পুনরায় ফেরি চলাচল স্বাভাবিক হয়। গতকাল শনিবার সকাল ৯টার দিকে দৌলতদিয়া ঘাট ঘুরে দেখা গেছে, ঘাটের জিরো পয়েন্ট থেকে দৌলতদিয়া ক্যানাল ঘাট পর্যন্ত পণ্যবাহী ট্রাকের দীর্ঘ সারি তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে শতাধিক যাত্রীবাহী বাস আটকা পড়েছে, এতে তীব্র শীতে রাতে যাত্রী ও চালকরা চরম ভোগান্তিতে পড়েন। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন করপোরেশনের (বিআইডাব্লিউটিসি) দৌলতদিয়া ঘাটের সহকারী মহাব্যবস্থাপক (এজিএম) সালাহ উদ্দিন বলেন, ঘন কুয়াশার কারণে গত শুক্রাবর রাত ১২টা থেকে দুর্ঘটনা এড়াতে ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা হয়। গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ১০টা ৪৫ মিনিটের দিকে কুয়াশার ঘনত্ব কমে গেলে পুনরায় ফেরি চলাচল শুরু হয়। বর্তমানে এ নৌপথে ছোট-বড় ১৫টি ফেরি চলাচল করছে। তিনি আরও বলেন, কুয়াশায় ফেরি বন্ধ থাকায় ঘাটে কিছু গাড়ির সিরিয়াল আছে। আশা করছি, খুব দুপুরের মধ্যে যানবাহনগুলো নদী পার হতে পারবে।

আগুনে পুড়ে স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : নোয়াখালীর দ্বীপ উপজেলা হাতিয়ায় রান্না ঘরের চুলার আগুনে দগ্ধ স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন হাতিয়া থানার ওসি এ কে এম আজমল হুদা। নিহতরা হলেন- বুড়িরচর ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের জোড়খালি গ্রামের মুনদার বাড়ির নিমাই চন্দ্র মজুমদার ও তার স্ত্রী মিলন বালা। স্থানীয়রা জানান, বৃহস্পতিবার রাতে খাবার খেয়ে নিমাই ও তার স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়েন। দিবাগত রাত ৩টার দিকে তাদের রান্না ঘরের চুলা থেকে পুরো ঘরে আগুন লেগে যায়। এতে ঘরের আসবাবপত্রসহ সবকিছু আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন থাকায় নিমাই ও তার স্ত্রীর শরীরের বেশির ভাগ অংশ পুড়ে যায়। পরে স্থানীয়রা দেখে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। গত শুক্রাবর ভোরে প্রতিবেশীরা তাদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের ঢাকায় পাঠান। পথে কুমিল্লায় বিকাল ৫টার দিকে অ্যাম্বুলেন্সেই মারা যান নিমাই। মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁর স্ত্রী মিলন বালাকে ঢাকায় বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়। সেখানে রাত ৯টার দিকে মিলন বালার মৃত্যু হয়। হাতিয়া ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জসিম উদ্দিন চৌধুরী জানান, ঘটনাটি তাদের জানানো হয়নি। তবে তারা এ বিষয়ে খোঁজ খবর নিচ্ছেন।

সিরাজগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় একই পরিবারের ৩ জনের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : সিরাজগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় একই পরিবারের তিন জন নিহতের ঘটনায় পরিবার ও এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্বজনদের আহাজারিতে ভারি হয়েছে উঠেছে এলাকার পরিবেশ। নিহতরা হলেন- সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার বাঐতারা গ্রামের গোলাম মোস্তফার ছেলে শফিকুল ইসলাম (৩৮), তার স্ত্রী সুমনা (২০) ও শফিকুলের ছোটবোন লাকী (২৫)। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত শুক্রাবর সন্ধ্যায় গ্রিস প্রবাসী শফিকুল ইসলাম তার স্ত্রী ও বোনকে অটোভ্যানে করে বেলকুচিতে নানা শ্বশুরবাড়িতে দাওয়াত থেকে ফেরার পথে মুলিবাড়ি এলাকায় পৌঁছালে তাদের ভ্যানটিকে বাস চাপা দিলে শফিকুলসহ তাদের তিন জনের মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় আরও তিন জন আহত হয়েছেন। নিহত শফিকুল ইসলামের চাচাতো ভাই মাসুদ রানা বলেন, শফিকুল প্রায় ১৬ বছর ধরে বিদেশে ছিলেন। এক বছর আগে দেশে ফিরে বিয়ে করে আবার বিদেশে চলে যান। ২২ দিন আগে দেশে ফিরেছেন। আমরা কেউ এমন মৃত্যু মানতে পারছি না। নিহত শফিকুলের বন্ধু রাশেদ আলী বলেন, আমরা ছোট বেলা থেকে একসঙ্গে বড় হয়েছি। দীর্ঘদিন ধরে শফিকুল বিদেশে ছিলেন। কিছুদিন হলো দেশে এসেছেন। শফিকুলসহ একই দিনে এক পরিবারের তিন জন মারা গেলো। এটা আমরা কেউ মানতে পারছি না। পুরো এলাকা আজ নিস্তব্ধ। বঙ্গবন্ধু সেতু পশ্চিম থানার ওসি আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, গত শুক্রাবর সন্ধ্যায় অটোভ্যানে চড়ে যাওয়ার পথে বাসচাপায় একই পরিবারের তিন জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় অটোভ্যানচালকসহ আরও তিন জন আহত হয়েছেন। লাশ পরিবারের সদস্যদের হস্তান্তর করা হয়েছে।

কুড়িগ্রামে আ. লীগ ও যুবলীগের দুই নেতা গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : কুড়িগ্রামে পৃথক অভিযানে রাজারহাট উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সাজেদুর রহমান মন্ডল চাঁদ (৫৫) ও উলিপুর উপজেলার ধামশ্রেণি ইউনিয়ন যুবলীগ সভাপতি এম শফিক পঞ্চুকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত শুক্রাবর রাজারহাট ও উলিপুর থানা পুলিশ পৃথক অভিযানে তাদের গ্রেপ্তার করে। সংশ্লিষ্ট থানা পুলিশ এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। গ্রেপ্তার সাজেদুর রহমান মন্ডল চাঁদ রাজারহাট সদর ইউনিয়নের দুধ খাওয়া গ্রামের মৃত আব্দুল কাদের মন্ডলের ছেলে। তিনি রাজারহাট উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি পদে রয়েছেন। আর শফিক পঞ্চু উলিপুরের ধামশ্রেণি ইউনিয়নের ঠাকুরবাড়ি হাজিপাড়া গ্রামের বাসিন্দা এবং ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি। রাজারহাট থানার ওসি আশরাফুল ইসলাম বলেন, সাজেদুর রহমান মন্ডল চাঁদকে তার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রাজারহাট থানার একটি মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে গত শুক্রাবর বিকালে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে শফিক পঞ্চুকে তার নিজ এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে উলিপুর থানা পুলিশ। তাকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হামলার অভিযোগে হওয়া মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। পরে গত শুক্রাবর বিকালে তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠায় পুলিশ। উলিপুর থানার ওসি জিল্লুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

কুমিল্লায় ট্রেনের ধাক্কায় একজনের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : কুমিল্লায় সোনার বাংলা এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। গত শুক্রাবর রাত পৌনে ৮টায় কুমিল্লা শাসনগাছা রেলগেট এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কুমিল্লা রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ সোহেল মোল্লা। মৃত আবু মুছা মোসলেম (৬৫) নগরীর রেসকোর্স এলাকার বাসিন্দা। রেইসকোর্স এলাকার গার্ডেন টাইলস নামক একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন। আবু মুছা কুমিল্লার চান্দিনা উপজেলার বারেরা গ্রামের মৃত সুরত আলীর ছেলে। তিনি পরিবার-পরিজন নিয়ে রেইস কোর্স এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন। মৃতের ছেলে আইয়ুব আলী মিঠু জানান, গত শুক্রাবর সন্ধ্যায় তার বাবা আবু মুছা মোসলেম রেইসকোর্স চিশতিয়া মসজিদে মাগরিবের নামাজ আদায় করে শাসনগাছায় হাঁটতে যান। রাত পৌনে ৮টার দিকে তিনি হেঁটে বাসায় ফেরার সময় শাসনগাছা রেলগেট হেঁটে পার হচ্ছিলেন। সে সময় চট্টগ্রাম থেকে ঢাকাগামী সোনার বাংলা এক্সপ্রেস ট্রেনে ধাক্কা লেগে ঘটনাস্থলে মারা যান। কুমিল্লা রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ সোহেল মোল্লা বলেন, শাসনগাছা রেলগেট পার হওয়ার সময় চট্টগ্রাম থেকে ঢাকাগামী সোনার বাংলা এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। মৃতের ছেলে ও পরিবারের লোকজন লিখিত আবেদন করে বিনা ময়নাতদন্তে লাশ দাফনের জন্য নিয়ে গেছে।

সম্পাদকীয়

চিকিৎসার জন্য বিদেশযাত্রা

দেশের স্বাস্থ্যসেবাকে মানসম্মত করতে হবে

এদেশে চিকিৎসা বা স্বাস্থ্যসেবার ওপর মানুষের আস্থার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। চিকিৎসার মান এবং ব্যয়ের আধিক্য নিয়েও অনেক প্রশ্ন রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে জরিপে উঠে এসেছে, বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর গড়ে প্রায় পাঁচ লাখ মানুষ বিদেশে চিকিৎসা নিতে যায়। একাধিক সূত্রে জানা যায়, চিকিৎসার জন্য বিদেশমুখী রোগীদের পেছনে প্রতিবছর প্রায় ৫০০ কোটি ডলার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়ে থাকে। বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাম্প্রতিক এক গবেষণা সূত্রেও জানা যায়, দেশের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার ওপর আস্থার অভাবে এই ব্যয় ক্রমেই বাড়ছে। বাংলাদেশ থেকে ক্রমবর্ধমান হারে বিদেশে রোগী যাওয়ার কারণ নিয়ে যেসব গবেষণা হয়েছে, সেসব থেকে জানা যায়, দেশের চিকিৎসাব্যবস্থা নিয়ে রোগী ও রোগীর স্বজনদের মধ্যে এক ধরনের আস্থার সংকট রয়েছে। চিকিৎসা ও নার্সিংয়ে অদক্ষতা, আন্তরিকতার অভাব এবং অপেশাদারির অভিযোগ আছে। বিদেশে চিকিৎসা নিতে যাওয়া রোগী ও রোগীর স্বজনদের অনেকেই দেশের বেসরকারি হাসপাতাল বা ক্লিনিকগুলোতে অতিরিক্ত খরচের অভিযোগ করেছে। চিকিৎসকের কাছে গেলেই এক গাদা পরীক্ষার মুদ্রিত ফর্দ ধরিয়ে দেওয়া, সেসব থেকে কমিশন পাওয়া, রোগ পরীক্ষা না করেই রিপোর্ট দেওয়া, প্রয়োজন না থাকলেও আইসিইউতে ঢুকিয়ে দেওয়া, অত্যধিক বিল করাএমন অনেক অভিযোগই বহুল আলোচিত। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সাম্প্রতিক জরিপ অনুযায়ী, দেশে বেসরকারি স্বাস্থ্য খাত গড়ে ৪৯.৫৪ শতাংশ মুনাফা করছে। ডেন্টাল ক্লিনিকগুলো সর্বোচ্চ ৯০.২৩ শতাংশ পর্যন্ত মুনাফা করছে। বিদেশগামী রোগীদের কোনো কোনো স্বজনের বক্তব্য, দেশের চেয়ে ভারতে চিকিৎসায় খরচ কম পড়ে। এ ছাড়া চিকিৎসায় ব্যক্তিগত ব্যয়ের পরিমাণও অনেক বেশি। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২০ সালে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা খাতে মোট ব্যয় ছিল ৭৭৭.৩ বিলিয়ন টাকা। এর মধ্যে ব্যক্তিগত ব্যয় ৬৮.৫ শতাংশ। এটিও রোগীদের বিদেশগামী হতে উৎসাহিত করে। আবার ভুল চিকিৎসা, ভুয়া চিকিৎসকসহ বহু অনৈতিক ঘটনাও আছে। সরকারি হাসপাতালে অযত্ন ও অবহেলার অভিযোগ বেশি। সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকদের চেম্বার কিংবা বেসরকারি হাসপাতালেই বেশি সময় দিতে দেখা যায়। এসব ঘটনা সাধারণ মানুষের মধ্যে দেশের চিকিৎসাব্যবস্থা সম্পর্কে ভুল ধারণা তৈরি করে এবং আস্থার সংকট বাড়ায়। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, আন্তর্জাতিক মানের আরো হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা গেলে আর চিকিৎসা ব্যয় কিছুটা কমানো গেলে বিদেশগামী রোগীর সংখ্যা অনেক কমে যাবে এবং চিকিৎসা খাতে ব্যয় হওয়া বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে। এমন পরিস্থিতিতে অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে সুশাসনের লক্ষ্যে গঠিত টাস্কফোর্স স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মানোন্নয়নে বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) উন্মুক্ত করার সুপারিশ করেছে। পাশাপাশি সরকারি হাসপাতালগুলোর সেবার মানোন্নয়নেও পদক্ষেপ নিতে হবে। দেশে সরকারি হাসপাতাল রয়েছে ৬৫৪টি। কিন্তু কয়েকটি হাসপাতাল বাদ দিলে বাকিগুলোর চিকিৎসার মান নিয়ে ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে। কোটি কোটি টাকার যন্ত্রপাতি অচল হয়ে পড়ে থাকে। বিদ্যমান বেসরকারি হাসপাতালগুলোর চিকিৎসার মানোন্নয়নেও পদক্ষেপ নিতে হবে।

অবৈধ ইটভাটা বন্ধে আইনি ব্যবস্থা নিন

বড় বড় দালান থেকে ইমারত, যাই বলা হোক না কেন? সবকিছুই তৈরি হয় ছোট ছোট ইট থেকে। ছোট ছোট ইট একটি আরেকটির ওপর বসিয়ে তৈরি করা হয় উচ্চ দালান, বহুতল ভবন। যে কোনো ধরনের নির্মাণ স্থাপনা তৈরি করতে ইটের প্রয়োজন। আর এসব ইট তৈরি করা হয় ইটভাটায়। তবে অনিয়ন্ত্রিত ও অবৈধ ইটভাটার কারণে ফসলি জমি ও পরিবেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের স্বার্থে আমাদের দেশে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। তবে এ আইনের যথাযথ প্রয়োগ না থাকার কারণে যেখানে সেখানে যত্রতত্র ইটভাটা স্থাপন করছে ভাটা মালিকরা। ইটভাটাগুলো বিভিন্নভাবে আমাদের বাসযোগ্য পরিবেশের ক্ষতি সাধন করছে। সেই সঙ্গে ইটভাটার দূষণে বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে আমাদের জলবায়ুতে প্রভাব ফেলছে। জলবায়ুর পরিবর্তন রোধে

আধুনিক প্রযুক্তিতে পরিবেশবান্ধব ইট প্রস্তুত এবং না-পোড়ানো ইটের ব্যবহার প্রসারে উদ্যোগ নিতে হবে। আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা কয়েক হাজার উদ্যোক্তা এবং এ শিল্পে নিয়োজিত ২০ লক্ষাধিক শ্রমিকের স্বার্থের কথাও বিশেষভাবে ভাবতে হবে

প্রথমত ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইনের বাস্তবায়ন করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের এক পরিসংখ্যান বলছে, সারা দেশে নির্মিত ইটভাটার সংখ্যা ৬ হাজার ৮৭৬টি। এর মধ্যে পরিবেশ ছাড়পত্র অনুযায়ী বৈধ ভাটার সংখ্যা ৩ হাজার ৩৮৫টি এবং অবৈধ ৩ হাজার ৪৯১টি। গত তিন বছরে অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে বন্ধ করা হয়েছে ৯২৫টি। এসবের মধ্যে ঢাকা বিভাগে বৈধ ১ হাজার ১৬৩টি ও অবৈধ ৬৬৪টি, রাজশাহীতে ২৫২টি ও অবৈধ ৭৭১টি, বরিশালে ৩৫৯টি ও অবৈধ ১৪২টি, সিলেটে ২৬৩টি ও অবৈধ ৩৬টি, খুলনায় ৩০৮টি ও অবৈধ ৭৯০টি, রংপুরে ১৯৪টি ও ৮৪৪টি, ময়মনসিংহে ৮১টি ও অবৈধ ৪৩৪টি এবং চট্টগ্রামে ৭৬৫টি ও অবৈধ ৭৩৫টি। এ ছাড়া অধিদপ্তরের হিসাবের বাইরে দেশে রয়েছে অসংখ্য অবৈধ ইটভাটা। বিশ্বব্যাংকের একটি তথ্যানুযায়ী, ইটভাটা থেকে দেশে পরিবেশদূষণ ঘটছে ১৩ শতাংশ। তবে পরিবেশ অধিদপ্তর বলেছে, এ তথ্যটি সঠিক নয়। কারণ এই সেক্টর থেকে পরিবেশদূষণ হচ্ছে ১৮ থেকে ২০ শতাংশ। আইনানুগভাবে সব অবৈধ ইটভাটা অবিলম্বে বন্ধ করা সময়ের দাবি। আধুনিক প্রযুক্তিতে পরিবেশবান্ধব ইট প্রস্তুত এবং না-পোড়ানো ইটের ব্যবহার প্রসারে উদ্যোগ নিতে হবে। আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা কয়েক হাজার উদ্যোক্তা এবং এ শিল্পে নিয়োজিত ২০ লক্ষাধিক শ্রমিকের স্বার্থের কথাও বিশেষভাবে ভাবতে হবে। অনুমোদনহীন ইটভাটার কার্যক্রম কীভাবে কমিয়ে আনা যায়, সে উপায় খুঁজতে হবে। নতুন ইটভাটা স্থাপনে অনুমোদন দানে সতর্ক থাকতে হবে এবং পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে ইটভাটা তৈরিতে নীতিগত সহায়তা ও আর্থিক প্রণোদনা দিতে হবে। পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের স্বার্থে আধুনিক প্রযুক্তির ইটভাটা অর্থাৎ জিগজ্যাগ ক্লিন, হাইব্রিড হফম্যান ক্লিন, ভার্টিক্যাল শফট ক্লিন, টানেল ক্লিন বা অনুরূপ উন্নততর কোনো প্রযুক্তির ইটভাটা স্থাপন করতে হবে। উন্নত প্রযুক্তির ইটভাটা স্থাপনে ভাটা মালিকদের উৎসাহিত করতে হবে। আইনের কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে অবৈধ ইটভাটা বন্ধ করতে হবে।

মারাত্মক বায়ুদূষণ

দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিন

বায়ুদূষণে আমাদের প্রাণপ্রিয় শহর ঢাকার যে অবস্থা, তাতে এ শহরের বাসিন্দা হওয়ার গৌরব অনেকটাই ম্লান হয়ে যায়। চলতি জানুয়ারি মাসে বেশ কয়েকবার বায়ুদূষণে প্রথম স্থানে ছিল ঢাকা। ২০২৩ সালের ২১ থেকে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত টানা ৫ দিন বিশ্বের শীর্ষ দূষিত শহরের তালিকায় স্থান করে নেয় ঢাকা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গত ৩০ বছর ধরে রাজধানীর বায়ুদূষণের মাত্রা বাড়তে থাকছে। সার্বিকভাবে ঢাকার বাতাসে সহনীয় মাত্রার চেয়ে প্রায় ৫-৭ গুণ বেশি হচ্ছে দূষণ। বড় খবর হলো, এ দূষণের কারণে বছরে ৬০ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হচ্ছে। মারা যাচ্ছে অন্তত ১ লাখ মানুষ। এই যখন বাস্তবতা, তখন বায়ুদূষণ আমরা কীভাবে রোধ করব, তা নিয়ে কোনো পরিকল্পনা দেখা যাচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলোকে এ ব্যাপারে নির্বিকার দেখা যাচ্ছে। বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করে ঢাকার বায়ুদূষণ রোধে কার্যকর ব্যবস্থা না নেওয়া হলে জনস্বাস্থ্য মারাত্মক ঝুঁকিতে পড়বে, সন্দেহ নেই। পর্যবেক্ষণে দেখা যাচ্ছে, ঢাকার সবুজায়ন কমছে, বাড়ছে বায়ুদূষণ সৃষ্টি হওয়ার যাবতীয় উৎস। দুটি ক্ষেত্রে বায়ুদূষণ হয় সবচেয়ে বেশি। প্রথমত, গাড়ির ইঞ্জিন, বিভিন্ন কল-কারখানার জ্বালানি তেল পোড়ানোর ফলে হয় দূষণ। দ্বিতীয়ত, কাঠ-লাকড়ি, গার্মেন্ট পণ্যসহ বিভিন্ন বর্জ্য পোড়ানোর ফলেও বায়ুদূষণ হয়। কৃষিকাজেও তেল পুড়ছে, তবে রাজধানীতে এই তেল পোড়ার তেমন প্রভাব নেই। ঢাকায় গত কয়েক বছর ধরে বাতাসে ২৭৬ থেকে ২৮০ মাইক্রোগ্রাম দূষণ হচ্ছে। সাধারণত প্রতি ঘনমিটার বাতাসে ৬৫ মাইক্রোগ্রাম ধূলিকণা ও গ্যাসীয় পদার্থকে সহনীয় মাত্রা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ওদিকে বস্তুকণা ২.৫ নামের অতি সূক্ষ্ম পদার্থ স্বাভাবিকের চেয়ে ৫০০ গুণ ঢাকার বাতাসে ভেসে বেড়ায়। বায়ুদূষণ যেহেতু ক্যানসারেরও কারণ ঘটাতে পারে, তাই এটি রোধে সরকারকে দ্রুত তৎপর হতে হবে। তথ্যে উঠে এসেছে, রাজধানীর এলিফ্যান্ট রোড, নিউমার্কেট ও তেজগাঁও শিল্প এলাকায় দূষণ হয় সবচেয়ে বেশি।

গাজায় ইসরাইলের ব্যর্থতার পর

মাসুম খলিলী

সম্ভবত ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পর থেকে আঞ্চলিক ধাঁধাটি এত দ্রুত এবং সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত হয়নি। ওই যুদ্ধের ছয় দিনে ইসরাইল পূর্ব জেরুসালেম, পশ্চিমতীর, গাজা, সিরিয়ার গোলান হাইটস এবং মিসরের সিনাই উপদ্বীপ জয় করে আরবের স্বপ্নগুলো ভেঙে চুরমার করে দেয়, আমেরিকার ভূমিকা প্রসারিত করে এবং ইহুদি রাষ্ট্রকে একটি দখলকারী শক্তিতে পরিণত করে। একই সাথে লাখ লাখ ফিলিস্তিনিকে একধরনের স্বেচ্ছাচারিতার বিষয়ে পরিণত করা হয়। এর বিপরীতে গাজা সঙ্কট আগের যেকোনো আরব-ইসরাইল সংঘর্ষের চেয়ে অনেক বেশি দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। জীবনহানির দিক থেকে এর শিকারও অনেক বেশি হয়েছে। ব্রিটেনের শীর্ষস্থানীয় মেডিকেল জার্নাল দ্য ল্যানসেটে এই মাসে প্রকাশিত একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, এখন পর্যন্ত ৭০ হাজার গাজাবাসীকে হত্যা করা হয়েছে। সংখ্যাটি ভয়াবহ যা মোট ইসরাইলি, সামরিক ও বেসামরিক নিহতের সংখ্যার চেয়ে বহুগুণ বেশি। ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইসরাইল যেসব যুদ্ধ ও সন্ত্রাসী হামলার সম্মুখীন হয়েছে তার মধ্যে ৭ অক্টোবর এক দিনে এক হাজার ২০০ জন ইসরাইলির প্রাণ হারানোর ঘটনা ইহুদি রাষ্ট্রের জন্য একটি নজিরবিহীন ধাক্কা। অনেকে বিশ্বাস করেন, ইসরাইল গাজায় একটি অচলাবস্থা সৃষ্টি করেছে এবং ফিলিস্তিনিরা অন্তত কৌশলগতভাবে হেরে না গিয়ে জিতেছে। কেউ কেউ নিশ্চিত যে, ইসরাইলের অপরাধপ্রবণতা ফিলিস্তিনিদের দুর্দশার দিকে বিশ্বের চোখ খুলে দিয়েছে। তবে, অন্যরা শোকাচ্ছন্ন এবং তারা তাদের চার পাশে যা দেখতে পাচ্ছে তা হলো শুধুই এতিম শিশুর দল এবং ছিন্নভিন্ন জীবন। অবসরপ্রাপ্ত ইসরাইলি জেনারেল জিওরা আইল্যান্ড মারিভ পত্রিকাকে বলেছেন, 'এই যুদ্ধ গাজায় ইসরাইলের একটি ধ্বংসাত্মক ব্যর্থতা ছিল। এই যুদ্ধ খুব সাধারণ কারণে একটি ব্যর্থতা ছিল এ কারণে যে, হামাস কেবল ইসরাইলকে তার লক্ষ্য অর্জনে বাধা দিতেই সফল হয়নি, বরং ক্ষমতায়ও রয়েছে।' তবে ফিলিস্তিনিদের দুর্দশা বর্ণনা করার মতো নয়। এর মধ্যেও তারা স্বপ্ন দেখছে। যা কিছু আছে তা নিয়েই নিজের বাড়িতে ছুটে চলেছে, হেঁটে, লরিতে, যা পাচ্ছে তাতে করে।

ধ্বংসের ওপর দাঁড়িয়ে স্বপ্ন : ১৯ জানুয়ারি যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পরে, নুর গাজা শহরে তার আংশিক ধ্বংস হওয়া বাড়িতে ফিরে যাওয়ার জন্য তার তাঁবু গোছাতে শুরু করবে। 'সব যন্ত্রণা এবং ধ্বংস সত্ত্বে, আমরা এখনো দাঁড়িয়ে আছি', তিনি বলেছিলেন। তিনি আশাবাদী থাকেন, নিশ্চিত হন যে সবকিছু হারিয়ে যায় না। তার দৃষ্টিতে, ইসরাইল তার যুদ্ধের লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে, বিশেষ করে গাজাবাসীকে এলাকা ছেড়ে মিসরে চলে যেতে বাধ্য করার লক্ষ্য। ৭ অক্টোবর, ২০২৩-এ বোমা হামলা শুরু হলে, ইসরাইল গাজাবাসীকে দক্ষিণে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। এই আদেশে সন্দেহও দেখা দেয় যে, ইসরাইল গাজার জনসংখ্যাকে উপত্যকা থেকে জোর করে বের করে দিতে চেয়েছিল। ৭৬ বছর আগে নাকবার বিপর্যয়ের সময় তাদের পূর্বপুরুষের সাথে যা করা হয়েছিল তাই করতে চাইছে। ইসরাইলি সরকার প্রাথমিকভাবে এটি অস্বীকার করেছিল, অনেকটা যেমন বেন-গুরিয়ন প্ল্যান ডালেট (ডি) এর অস্তিত্ব অস্বীকার করেছিলেন, যে প্ল্যান অনুযায়ী ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনের জাতিগত নির্মূলের আয়োজন করা হয়। অস্বীকার করলেও সেটি বাস্তবে ঘটেছিল। যখন সমগ্র জনসংখ্যাকে গাজা থেকে বহিষ্কার করার চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং মিসর তার সীমানা সিল করে দেয়, তখন তেল আবিব জাবালিয়া থেকে শুরু করে উত্তর গাজাকে আংশিকভাবে পরিষ্কার করার কৌশলে চলে যায়। তথাকথিত জেনারেলদের পরিকল্পনার সাফল্য অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচ এবং জাতীয় নিরাপত্তামন্ত্রী ইতামার বেন-গভিরের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ করে উত্তর গাজাকে সংযুক্ত করা এবং বসতি পুনর্গঠন সক্ষম করার কাজ শুরু করে। কিন্তু ধ্বংসের বিস্ময়কর স্তর সত্ত্বেও, প্রতিরোধ অব্যাহত ছিল এবং বেশির ভাগ বেসামরিক লোক ইসরাইলি সেনাবাহিনীর আদেশ অনুসারে দক্ষিণে যাওয়ার পরিবর্তে তাদের বাড়িতে আটকে ছিল। যারা ধরা পড়েছিল তাদের আশপাশের এলাকা থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল বা ট্যাংকের মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছিল। একজন শোকাহত পিতা এবং জাবালিয়ার একজন সাবেক শিক্ষক মুরাদ এখন দেইর আল-বালাহ শহরে একটি তাঁবুতে বসবাস করছেন। তিনি বলেন যে, 'যুদ্ধের সমাপ্তি ইসরাইলের যুদ্ধাপরাধের আরো প্রমাণ সংগ্রহের জন্য জায়গা ছেড়ে দেবে।' তিনি মনে করিয়ে দেন যে, 'একসময়, ইহুদিদের ভেড়ার মতো তাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল, অসহায় অবস্থায় এবং নাৎসি গ্যাস চেম্বারে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল, তখন অনেকেই ভাবেননি যে দুই দশকেরও কম সময় পরে মোসাদ বিশ্বজুড়ে নাৎসি যুদ্ধাপরাধীদের শিকার করবে। ইতিহাস কখনোই একরৈখিক হয় না এবং আমাদের পালা আসবে। ইসরাইলি যুদ্ধাপরাধীরা আর অস্পৃশ্য নয় এবং আমরা তাদের অনুসরণ করছি।' বেশির ভাগ গাজাবাসীর মতো মুরাদও সামনের চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে উদ্বিগ্ন। তিনি উদ্বিগ্ন যে একবার ধ্বংসস্তূপ সরানো হলে, অনেক ভয়াবহতা দেখা দেবে। হাজার হাজার মানুষ এখনো নিখোঁজ, গাজা উপত্যকাজুড়ে মিলিয়ন টনের বেশি ধ্বংসস্তূপের নিচে তারা চাপা পড়ে আছে বলে মনে করা হচ্ছে। গাজাবাসীও তাদের বিশ্বাসে দৃঢ় যে, ইসরাইলের চুক্তি লঙ্ঘনের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে, নেতানিয়াহু তিন-পর্যায়ের যুদ্ধবিরতি চুক্তির প্রথম পর্যায়টি পূরণ করতে পারে; কিন্তু পরে আবার যুদ্ধ শুরু করতে পারে। তার রাজনৈতিকভাবে টিকে থাকা চিরস্থায়ী যুদ্ধের ওপর নির্ভরশীল। অবশ্যই ইসরাইলের সমাজের অংশগুলো এই চুক্তিটিকে হামাসের কাছে আত্মসমর্পণ হিসেবে দেখে। এমনকি যদি ইসরাইল প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্যায়গুলো পূরণ করে এবং সব ইসরাইলি বন্দীকে মুক্তি দেয়া হয় এবং যুদ্ধ শেষ ঘোষণা করা হয়, তবুও ইসরাইলের কাছে ফিলিস্তিনিদের চাপ দেয়ার জন্য পুনর্গঠনের কার্ড রয়ে গেছে যেটি তিন পর্বে শুরু হবে। গাজার ৭০% আবাসন ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায়, গুরুতর আন্তর্জাতিক তহবিলসহ পুনর্গঠন দীর্ঘমেয়াদে গাজার বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা দেবে। তবে এটি ইসরাইলের জন্য একটি খোলা সুযোগ হতে পারে, যাতে সামরিক চাপ ব্যর্থ হওয়ার পরে ফিলিস্তিনিদের নরমভাবে বহিষ্কার করা যায়।

নেতানিয়াহুর লক্ষ্য অনর্জিত : সার্বিক মূল্যায়নে যুদ্ধবিরতি নেতানিয়াহুর হামাসকে নির্মূল করা, হামাসের শাসনের অবসান ঘটানো এবং সব বন্দীকে পুনরুদ্ধার করার মতো যুদ্ধের ঘোষিত উদ্দেশ্যগুলোর ব্যর্থতা তুলে ধরে। জুলাই ২০২৪ সালে মার্কিন কংগ্রেসে ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়েছিলেন, 'হামাস যদি আত্মসমর্পণ করে, নিজেদের নিরস্ত্র করে এবং সব জিম্মিকে ফিরিয়ে দেয় তাহলে আগামীকাল গাজার যুদ্ধ শেষ হতে পারে।' নেতানিয়াহু 'সম্পূর্ণ বিজয়' ধারণাটি প্রচার করেছিলেন। ২০২৪ সালের মে মাসে, নেতানিয়াহু যুদ্ধের পরে হামাসের জায়গায় ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের গাজার নিয়ন্ত্রণ নেয়ার ধারণা স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। একইভাবে, নেতানিয়াহু গাজার কিছু অংশে অনির্দিষ্টকালের জন্য থাকার তার অভিপ্রায়ও গোপন করেননি। এর মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ এবং উত্তর গাজাকে আলাদা করা নেটজারিম করিডোর। এতে তার উদ্দেশ্য ছিল ফিলিস্তিনিদের উত্তরে ফিরে আসা বন্ধ করা। অন্যটি হলো মিসর-গাজা সীমান্তের ফিলাডেলফিয়া করিডোর, যার ওপর নিয়ন্ত্রণ ইসরাইলের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন বলে উল্লেখ করা হয়। এর কোনোটিই অর্জিত হয়নি। ইসরাইল হামাসের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করেছে, কিন্তু ইসরাইলের তীব্র সামরিক চাপ সত্ত্বেও এটি পরাজয় থেকে অনেক দূরে। আন্দোলনটি তার কৌশল পরিবর্তন করে সেনাবাহিনীর ওপর ছোট কিন্তু সুনির্দিষ্ট আক্রমণে ইসরাইলকে বিপর্যস্ত করেছে। উত্তর গাজা- বিশেষ করে জাবালিয়া ও বেইত হানুন-এ যুদ্ধবিরতি ঘোষণার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে, ১৬ ইসরাইলি সৈন্য নিহত হয়েছিল। বিগত সপ্তাহগুলোতে আক্রমণের ফ্রিকোয়েন্সি আপাতদৃষ্টিতে যুদ্ধের শুরুর মতোই তীব্র। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্থনি ব্লিঙ্কেন স্বীকার করেছেন যে, হামাস যত যোদ্ধা হারিয়েছে তত বেশি যোদ্ধা নিয়োগ করেছে। তার কাছে এটি 'একটি স্থায়ী বিদ্রোহ এবং চিরস্থায়ী যুদ্ধের রেসিপি।' এর অর্থ হলো ইসরাইল তার সব সামরিক বিকল্প শেষ করে দিয়েছে। আর গাজাকে শোকাহত ও এতিমদের একটি সমাজে পরিণত করে, এটি আরো বিদ্রোহের সূত্রপাত করেছে। যেহেতু হামাস ছিল এবং এখনো সক্রিয় আছে, তাই ইসরাইলের বন্দীদের পুনরুদ্ধার একটি ব্যর্থতা ছিল। সামরিক চাপ সৃষ্টি করতে না পেরে হাজার হাজার ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিকের পাশাপাশি ইসরাইলি বন্দীকেও হত্যা করে। উপরন্তু, ইসরাইল মূল্যায়ন করেছে যে, নেটজারিমে স্থায়ী উপস্থিতি রাখা ফিলিস্তিনিদের বাস্তুচ্যুতিকে স্থায়ী করবে, যখন বাস্তুচ্যুত গাজাবাসী যুদ্ধবিরতির শর্তানুযায়ী উত্তর গাজায় তাদের বাড়িতে ফিরে যেতে শুরু করে, তখনই প্রথমবারের মতো ইসরাইলের দ্বারা ফিলিস্তিনিদের বাস্তুচ্যুত করা হয়েছে। যুদ্ধবিরতি হামাসকে শুরুতে যা চেয়েছিল তাই দিয়েছে : বন্দীদের বিনিময়, গাজা থেকে ইসরাইলি প্রত্যাহার এবং উত্তর গাজায় বাস্তুচ্যুতদের তাদের বাড়িতে ফিরে আসা। আরো গুরুত্বপূর্ণ, হামাস ও ইসরাইলের মধ্যে চুক্তিটি আরো প্রমাণ হিসেবে এসেছিল যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি গাজা হত্যা বন্ধ করতে চায় তবে এটি প্রথম দিনেই করত। ডোনাল্ড ট্রাম্প তার মধ্যপ্রাচ্য দূত স্টিভ উইটকফের মাধ্যমে নেতানিয়াহুকে যুদ্ধবিরতি মেনে নিতে চাপ দিয়েছিলেন বলে জানা গেছে। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে, বাইডেন প্রশাসন যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে কেবল মৌখিক পরিষেবা প্রদান করেছিল; কিন্তু নেতানিয়াহুকে প্রভাবিত করতে খুব কমই ভূমিকা রাখে। পরিবর্তে, এটি ৭ অক্টোবর, ২০২৩ সাল থেকে ইসরাইলকে ৬০০টিরও বেশি বিমান, সমুদ্রের অস্ত্রের চালান এবং প্রতিদিন গড়ে ১৫০ টন সরঞ্জাম পাঠায়, যা ইউরোপের কিছু দেশের বার্ষিক সামরিক বাজেটের চেয়েও বেশি। ২০২৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত, তার মেয়াদ শেষ হওয়ার কয়েক দিন আগে, বাইডেন ইসরাইলে আট বিলিয়ন ডলারের অস্ত্রের চালান স্বাক্ষর করেছিলেন। ফিলিস্তিনিরা এই সত্যে সান্ত্বনা পায় যে, অকল্পনীয় ক্ষতি সত্ত্বেও, ইসরাইলের লাগামহীন বর্বরতা ফিলিস্তিনের পক্ষে আন্তর্জাতিক জনমতকে একত্রিত করেছে। এই হত্যাকাণ্ডটি নেতানিয়াহু এবং তার প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টসহ ইসরাইলি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের আওতায় আনার জন্য একটি আন্তর্জাতিক আন্দোলন শুরু করে।

গাজার গর্বিত বীর : ইতিহাস লিপিবদ্ধ করবে যা আমরা ইতোমধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি, গাজাবাসীর কিংবদন্তি প্রতিরোধ, বীরত্ব ও ধৈর্য। তাদের মায়েরা যারা তাদের সন্তানদের হারিয়েছিলেন তারা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন এবং তার সাহায্য চেয়েছিলেন আর অন্য দিকে, ইসরাইল সব অকল্পনীয় অপরাধ ও গণহত্যা করেছে। আগামীকাল, উভয় জাতি পৃথিবীতে হাঁটবে। মানবতা গাজাবাসীর বীরত্ব, যুদ্ধের আইন মেনে চলা, নৈতিক সততা এবং তাদের ভূমি রক্ষায় চূড়ান্ত আত্মত্যাগের জন্য স্মরণ করবে। গাজাবাসী তাদের চুক্তির প্রতি অনুগত ছিল এবং আল-আকসা মসজিদের পতাকাবাহী হয়ে ওঠে। গণহত্যাকারী জায়নবাদীরা তাদের নৃশংসতা ভুলবে না। তারা গণহত্যার কথা ভুলবে না, ভুলবে না কিভাবে তারা শিশুদের হত্যা করেছে এবং শিশুদের গলা কেটেছে। বিশ্বব্যাপী ইহুদিরা, ইসরাইলি সৈন্য ও শাসকরা তাদের পুরো ভবিষ্যৎ জীবনে আঘাত পাবে। তারা যেখানেই যাবে, এই লজ্জা তাদের ভূতের মতো অনুসরণ করবে। বসনিয়া-হার্জেগোভিনা যুদ্ধ শেষ হলে, আলিয়া ইজেতবেগোভিচের সহযোদ্ধাদের একজন এক বিবৃতি দিয়েছিলেন : 'বসনিয়া যুদ্ধ শেষ। বসনিয়ানরা প্রায় চার লাখ জীবন হারিয়েছিল; কিন্তু আজ, তারা বিশ্বের চোখে সম্মানিত মানুষ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। অন্য দিকে, সার্বদের গণহত্যা এবং গণহত্যার অপরাধী হিসেবে স্মরণ করা হয়- যারা তাদের প্রতিবেশীদের আক্রমণ করেছিল, যারা ৪০ বছর ধরে একই বিল্ডিংয়ে পাশাপাশি বসবাস করেছিল, এমনকি তারা সেই প্রতিবেশীদের সন্তানদেরও হত্যা করেছিল। তারা এখন গভীর ট্রমায় বাস করে এবং তাদের মধ্যে অনেকেই নিজেরা আত্মহত্যা করেছে।' ফিলিস্তিনিরা পৃথিবীর সবচেয়ে সম্মানিত এবং নৈতিক ব্যক্তিদের মধ্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। অন্য দিকে, ইহুদিবাদীরা তাদের রাষ্ট্র ও সেনাবাহিনীর সাথে গণহত্যাকারী এবং সবচেয়ে অনৈতিক লোকদের মধ্যে গণ্য হতে থাকবে।

লেখক : মাসুম খলিলী

তুর্কি সামরিক সক্ষমতা, মধ্যপ্রাচ্যে পাল্টে যাচ্ছে সমীকরণ

মাসুম খলিলী

হঠাৎ করেই তুরস্ক তার বিস্ময়কর সামরিক সক্ষমতার বিষয় প্রকাশ করেছে। ২০২৫ সাল নাগাদ তুরস্ক একযোগে ৩১টি যুদ্ধজাহাজ তৈরি করার কথা জানিয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে একটি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার, একটি ডেস্ট্রয়ার, সাতটি ফ্রিগেট, দু'টি কর্ভেট (শিগগিরই আরো চারটি) এবং সাতটি সাবমেরিন। এ ছাড়া ২০৩৫ সালের মধ্যে তুর্কি ১০টি হালকা (৬০০ টন) অ্যাটাক শিপ, ১৫টি কর্ভেট, ১২টি ফ্রিগেট+আটটি ডেস্ট্রয়ার, ২০টি সাবমেরিন (এসটিএম-৫০০ মিনি সাবমেরিন এবং মিলডেন সাবমেরিনের সংখ্যা নির্ধারণ করা হবে) একটি ড্রোন ক্যারিয়ার এবং একটি বিমানবাহী রণতরী সংযোজন করবে বলে আশা করছে। তুর্কি প্রতিরক্ষা শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা এবং শক্তি বিশ্বব্যাপী এখন মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। দেশটির শিপইয়ার্ড ২০২৪ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত ৩১টি সামরিক জাহাজের একযোগে নির্মাণের সংখ্যাটি এমন একটি রেকর্ড ভেঙেছে যা পাল্টানো সত্যিই বেশ কঠিন। তুর্কি শিপইয়ার্ড আগে থেকেই পর্তুগাল, ইউক্রেন, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া ও পাকিস্তানের জন্য জাহাজ এবং নৌবাহিনীর প্রয়োজনের জন্য প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে। তুরস্কের জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের প্রেস কাউন্সিলর রিয়ার অ্যাডমিরাল জেকি আকতুর্ক গত ২ জানুয়ারি, এক বিবৃতিতে এই আকর্ষণীয় সমরাস্ত্র নির্মাণের তথ্য ঘোষণা করেন। নৌবাহিনীর স্বপ্নের প্রকল্প, ন্যাশনাল এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার (মাগেম), টিএফ-২০০০ এয়ার ডিফেন্স ডেস্ট্রয়ার এবং ন্যাশনাল সাবমেরিন (মিলডেন) তৈরির কাজ শুরু হয়েছে মর্মে আকতুর্কের সুসংবাদটি দেশটির লাখ লাখ মানুষকে আনন্দ এনে দেয়ার পাশাপাশি বাইরের অনেকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। শিলগেম প্রকল্পের পরিধির মধ্যে চারটি এডিএ ক্লাস কর্ভেট নির্মাণ সম্পন্ন হয় এবং তুর্কি নৌবাহিনীর কাছে সরবরাহ করার পরে, ফ্রিগেট প্রকল্পটি শুরু করা হয়। টিজিজি ইস্তাম্বুল আটটি আইএসটিএফ শ্রেণীর ফ্রিগেটের মধ্যে প্রথম দেশীয় এবং জাতীয় সম্পদ দিয়ে উৎপাদিত হওয়ার পরে গত বছর ইনভেন্টরিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। টিউলিপ সিদ্দিকের চোরামি / 'ব্রিটেনে শেখ বংশের চুরির অভিযোগ এবং তার রাজনৈতিক পরিণতি' টিজিজি ইস্তাম্বুলের পরে টিজিজি ইজমির, টিজিজি ইজমিট এবং টিজিজি আইচের তৈরি হবে। আনাদোলু, সেডেফ এবং সেফাইন শিপইয়ার্ডে নির্মাণাধীন তিনটি ফ্রিগেট সরঞ্জাম কার্যক্রম চালু হওয়ার পরে, এই শিপইয়ার্ডগুলো অবশিষ্ট চারটি ফ্রিগেট নির্মাণ শুরু করবে। টিজিজি ইস্তাম্বুল পরিষেবা শুরু করার পরে, আইসেল, ইজমির ও ইজমিটের নির্মাণ অব্যাহত রয়েছে। টিজিজি ইস্তাম্বুল, মিলজেম ফ্রিগেট সিরিজের প্রথম, জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের ইস্তাম্বুল শিপইয়ার্ডে নির্মিত হয়। সাতটি জাহাজের সমন্বয়ে গঠিত অন্য ফ্রিগেট গ্রুপটিকে প্রাইভেট শিপইয়ার্ডে টেন্ডার করার পর, এই শিপইয়ার্ডে হিসার শ্রেণীর অফশোর টহল জাহাজ নির্মাণ শুরু হয়। সিরিজের প্রথম দু'টি জাহাজ, আখিসার ও কোহিসার যখন নির্মিত হচ্ছিল, তখন ডিয়ারসান শিপইয়ার্ড চারটি জাহাজ নির্মাণের কাজ হাতে নেয়, যা এই জাহাজগুলোর যমজ হবে। নেভাল ফোর্সেস কমান্ডের অন্তর্গত গোলকুক শিপইয়ার্ডে রেইস শ্রেণীর সাবমেরিন নির্মাণ অব্যাহত রয়েছে। টিসিজি পিরি রেইস, জার্মান থিসেনক্রাপ দ্বারা ডিজাইন করা টাইপ-২১৪ ক্লাসের ছয়টি সাবমেরিনের মধ্যে প্রথম, ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে পরিষেবাতে রাখা হয়। বাকি পাঁচটি সাবমেরিনের নির্মাণকাজ গোলকুকে অব্যাহত রয়েছে। সুপার সাইলেন্ট এবং সুপার সিক্রেট সাবমেরিন, ৮০ শতাংশ স্থানীয় উৎপাদনসহ উৎপাদিত, ২০২৯ সাল নাগাদ সম্পূর্ণ এবং পরিষেবাতে রাখা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। জাতীয় সাবমেরিনের নির্মাণ শুরু হয়েছে গোলকুকে, যেখানে একই সময়ে পাঁচটি সাবমেরিন তৈরি করা হয়। ২০২৫ সালের প্রথম দিনগুলোতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক অনুষ্ঠানের ঠিকানা হয়ে ওঠে। এই অনুষ্ঠানটি ছিল তুরস্কের স্বপ্নের প্রকল্পগুলোর মধ্যে একটি জাতীয় সাবমেরিনের প্রথম শিট মেটাল কাটার অনুষ্ঠান। ৮০ মিটার দীর্ঘ সাবমেরিন, যা প্রায় শতভাগ অভ্যন্তরীণ এবং জাতীয় সম্পদ দিয়ে তৈরি করা হবে, পাঁচ বছরের নির্মাণ সময়ের পরে ২০৩০ সালের মধ্যে চালু করার লক্ষ্য রয়েছে। জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ঘোষণা করেছে, জাতীয় বিমান বাহক এবং টিএফ-২০০০ এয়ার ডিফেন্স ডেস্ট্রয়ার, মিলডেনের একসাথে, ইস্তাম্বুল শিপইয়ার্ডে শুরু হয়েছে। মুগেম, যার পূর্ণ দৈর্ঘ্য হবে ২৮৫ মিটার, প্রস্থ ৭২ মিটার এবং স্থানচ্যুতি ওজন ৬০ হাজার টন, তুর্কি নৌবাহিনীর শক্তি সঞ্চালন ক্ষমতা ব্লু হোমল্যান্ডের সীমানা ছাড়িয়ে নিজেকে প্রসারিত করবে। মধ্যপ্রাচ্যে সমীকরণ পরিবর্তন মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হলো সৌদি আরব। মুসলিম ধর্মীয় কেন্দ্রগুলোর রক্ষণাবেক্ষণকারী ও অর্থনৈতিক শক্তি এবং ওআইসির নেতৃস্থানীয় দেশ হিসেবে সৌদি আরবে অনেক নীরব পরিবর্তন এসেছে গত দেড় দশকে। এ সময় রিয়াদ যুক্তরাষ্ট্রে একক অধিপত্য থেকে মুক্ত হয়ে চীন রাশিয়ার সাথে সমান্তরাল সম্পর্ক নির্মাণের মধ্য দিয়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ কৌশলগত সম্পর্ক নির্মাণ করে। প্রায় কাছাকাছি পরিবর্তন তুরস্কেও আসে বিগত দুই দশকে। ন্যাটো সদস্য দেশ হওয়ার পরও আঙ্কারা চীন ও রাশিয়ার সাথে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করে। আরব বসন্তের সময়কার এই দুই শক্তির সম্পর্কের টানাপড়েন সাম্প্রতিক সময়ে কৌশলগত সহযোগিতায় পরিবর্তিত হয়। মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলোর মধ্যে কুয়েত কাতারের সাথে তুরস্কের সম্পর্ক আগে থেকে সহযোগিতার নানা চুক্তির মধ্যে বিকাশমান রয়েছে। মিসর ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের সাথে তুরস্কের বৈরী সম্পর্কের অবসান ঘটে। সিরিয়ার সাম্প্রতিক পরিবর্তন মধ্যপ্রাচ্যের সমীকরণ পরিবর্তনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। জর্দান, লেবানন ও ইরাকের সাথে আঙ্কারার তাৎপর্যপূর্ণ কিছু কৌশলগত সংলাপ হয়েছে। এই অবস্থায় সৌদি আরবের সাথেও তুরস্কের সম্পর্কের বহুমুখী উন্নয়ন মধ্যপ্রাচ্যের সমীকরণ পরিবর্তনে বিশেষভাবে হবে তাৎপর্যপূর্ণ। রিয়াদ-আঙ্কারা সম্পর্কে নতুন অধ্যায় ২২ ডিসেম্বর, ২০২৪-এ, সৌদি চিফ অব স্টাফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল ফায়াদ বিন হামেদ আল-রুওয়াইলি তার তুর্কি প্রতিপক্ষ মেতিন গুরাকের আমন্ত্রণে তুরস্ক সফর করেন। দুই কর্মকর্তা পৃথক ও যৌথ উভয়ভাবে আলোচনা করেছেন এবং রুওয়াইলি তুর্কি প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সাথেও দেখা করেছেন। এই সফর নিয়ে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেয়া না হলেও এটি সৌদি-তুর্কি সম্পর্কের সাম্প্রতিক বড় ধরনের ইতিবাচক উন্নয়ন। এই সফরের সময়টি তাৎপর্যপূর্ণ। গাজা যুদ্ধের পর আঞ্চলিক উন্নয়ন এবং সিরিয়া ও হর্ন অব আফ্রিকার চলমান পরিবর্তনের সাথে মিল রেখে, উভয় দেশের জন্য পারস্পরিক কৌশলগত স্বার্থের একাধিক অভিন্ন ক্ষেত্র রয়েছে। সৌদি-তুর্কি সম্পর্ক ২০২২ সালের প্রথম দিকে তুর্কি প্রেসিডেন্ট রজব তৈয়ব এরদোগানের সৌদি আরব সফর এবং একই বছরের জুলাই মাসে ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানের তুর্কি সফরের পরে গতি ফিরে পেয়েছে। দুই দেশ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সম্পর্ক বাড়াতে সম্মত হয়েছে, যার ফলে বাণিজ্যের গতি উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হয়েছে, যা ২০২৩ সালে ১৫.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৫.৪ বিলিয়ন রিয়ালে পৌঁছেছে। তুরস্কের সৌদি আরবে রফতানি ছিল ১৫.৬ বিলিয়ন রিয়াল, যেখানে তুরস্কের আমদানি ছিল মোট ৯.৮ বিলিয়ন রিয়াল। সৌদি আরব এবং তুর্কি একটি নতুন নিরাপত্তা পরিবেশ প্রতিষ্ঠার জন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি ভাগ করে যা মধ্যপ্রাচ্যে স্থিতিশীলতাকে উৎসাহিত করে এবং আঞ্চলিক অভিনেতাদের অনুসরণ করার জন্য একটি উদাহরণ স্থাপন করে। এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে রয়েছে বৈশ্বিকভাবে ইসলামী দেশগুলোর জোটকে শক্তিশালী করা এবং ক্ষমতার আঞ্চলিক ভারসাম্য পরিবর্তনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পরিকল্পনাগুলোর মোকাবেলা করা। সামরিক সহযোগিতা সৌদি-তুর্কি যৌথ সামরিক কমিটির ষষ্ঠ অধিবেশন হিসেবে অনুষ্ঠিত দুই দেশের সামরিক প্রধানদের বৈঠকটি প্রতিরক্ষা ও সামরিক সহযোগিতার অগ্রগতিকে তুলে ধরে। এই সহযোগিতাটি ২০২৩ সালের জুলাই মাসে এরদোগানের রিয়াদ সফরে ফিরে আসে, যে সময়ে প্রতিরক্ষা সহযোগিতার জন্য একটি নির্বাহী পরিকল্পনা স্বাক্ষরিত হয়েছিল। দ্বিপক্ষীয় প্রতিরক্ষা বাণিজ্যকে একটি কৌশলগত অংশীদারত্বের স্তরে উন্নীত করা এই পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল। স্থানীয় প্রতিরক্ষা শিল্প, বিশেষ করে ড্রোন সেক্টরে তুর্কিয়ের সাফল্য সৌদি আরবের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। তুর্কি ড্রোন, নাগর্নো-কারাবাখ যুদ্ধ, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও সিরিয়ার মতো দ্বন্দ্বে কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। এটি স্বীকার করে সৌদি আরব তুরস্কের প্রতিরক্ষা কোম্পানি বেকারের সাথে দু'টি অধিগ্রহণ চুক্তি করেছে। এই চুক্তিগুলোর মধ্যে সৌদি আরব মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিজ (সামি) এবং বেকারের মধ্যে একটি অংশীদারিত্ব অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যাতে দেশীয় উৎপাদন সক্ষমতা স্থাপন এবং রাজ্যের মধ্যে ড্রোন সিস্টেম বিকাশ করা যায়। ২০২৬ সালের মধ্যে সামির আকিনসি ড্রোনের ৭০ শতাংশের বেশি স্থানীয়ভাবে তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ন্যাটো সদস্য দেশসহ ১৭৮টি দেশে তুরস্ক সমরাস্ত্র রফতানি করছে। ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৪-এ, তুরস্কের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ডিফেন্স টেকনোলজিস ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি দু'টি সরবরাহ জাহাজ নির্মাণের জন্য পর্তুগিজ নৌবাহিনীর সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। উপরন্তু, স্পেনে তুর্কি রাষ্ট্রদূত নুকেট কুকেল ইজবারসি এবং স্প্যানিশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী মার্গারিটা রোবেলস স্পেনের কাছে তুর্কি অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজ (টিএআই) দ্বারা নির্মিত ২৪টি হুরজেট জেট ট্রেনার বিমান বিক্রির জন্য একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছেন। বিশেষজ্ঞরা উল্লেখ করেছেন যে, এটি প্রথমবারের মতো তুর্কিয়ে ন্যাটো এবং ইইউ সদস্য দেশগুলোর কাছে সামরিক জাহাজ এবং বিমান বিক্রি করেছে। এটি সামরিক ক্ষেত্রে তুর্কিয়ের সাথে সৌদি আরবের সহযোগিতার কৌশলগত গুরুত্ব তুলে ধরে। তুর্কি অস্ত্র কেনার বাইরে, অংশীদারত্বটি সামরিক শিল্পের বিকাশ এবং স্থানীয়করণে সহযোগিতার ওপর জোর দেয়। সৌদি-তুর্কি সহযোগিতার কৌশলগত প্রভাব প্রতিরক্ষা স্তরে সৌদি-তুর্কি সামরিক সহযোগিতা একটি কৌশলগত মাত্রা গ্রহণ করেছে, যা তাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক এবং ক্ষমতার বৃহত্তর আঞ্চলিক ভারসাম্য উভয়ের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে। এটি ক্ষমতার আঞ্চলিক ভারসাম্য বিশেষ করে এই অঞ্চলে বর্তমান আঞ্চলিক অস্থিরতা এবং মধ্যপ্রাচ্যকে পুনঃনির্মাণের প্রচেষ্টাকে প্রভাবিত করতে পারে। সৌদি-তুর্কি সহযোগিতা উভয় দেশের অপ্রচলিত সামরিক সক্ষমতাকে শক্তিশালী করে, বিশেষ করে যেখানে ড্রোন এই অঞ্চলে শহুরে সঙ্ঘাত এবং প্রক্সি যুদ্ধের একটি নির্ধারক ফ্যাক্টর হয়ে উঠেছে। নন-স্টেট অ্যাক্টরদের দ্বারা এই ড্রোনগুলো অধিগ্রহণ করা দেশগুলোর নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার জন্যও হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তুর্কি ড্রোনগুলো কেবল তাদের মার্কিন সমকক্ষের তুলনায় বেশি সাশ্রয়ী নয়; বরং উন্নত প্রযুক্তিগত ক্ষমতাও অফার করে, তাদের সামরিক প্রযুক্তির অগ্রভাগে অবস্থান করে। ইতোমধ্যে সৌদি আরব তার সামুদ্রিক আধুনিকীকরণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে উচ্চাকাঙ্ক্ষীভাবে তার জাহাজ নির্মাণ শিল্প বিকাশ করছে। সদ্য প্রতিষ্ঠিত শিপবিল্ডিং অথরিটি রাজ্যের মধ্যে নৌ-জাহাজ নির্মাণের শতভাগ স্থানীয়করণের লক্ষ্য রাখে। বিশ্বব্যাপী জাহাজ নির্মাণ শিল্পে তুর্কিয়ের বিশিষ্ট ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে, এটি এই ক্ষেত্রে একটি মূল অংশীদার হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সৌদি আরব বিদেশী প্রতিরক্ষা সক্ষমতার উপর নির্ভরতা হ্রাস করার লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়ার জন্য তুর্কিয়ের দক্ষতাকে কাজে লাগাতে চায়। এই সহযোগিতা উভয় দেশকে প্রতিরক্ষা খাতে আরো উচ্চাভিলাষী উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে সক্ষম করতে পারে। বৈশ্বিক পরিবর্তনের হিসাব-নিকাশ ও সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ বিশ্বব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য উত্থান-পতনের সম্মুখীন হচ্ছে, প্রধান অভিনেতাদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই মধ্যম শক্তির জন্য তাদের স্বার্থ জাহির করা ও আঞ্চলিক ও বিশ্বব্যাপী তাদের ভূমিকাকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করার সুযোগ তৈরি করছে। তুরস্ক ও সৌদি আরব উভয়েরই এই ক্রান্তিকালীন সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের পুনর্নির্‌মাণকে প্রভাবিত করার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যাপক দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা রিয়াদ ও আঙ্কারার নেতৃত্বে একটি আঞ্চলিক অক্ষ গঠনের পথ প্রশস্ত করতে পারে। সিরিয়া এই সম্ভাব্য অক্ষের (রিয়াদ-দামাস্কাস-আঙ্কারা) জন্য একটি জটিল পরীক্ষা হিসেবে কাজ করতে পারে। সিরিয়াও দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য জোরদার করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বাহক হয়ে উঠতে পারে, সম্ভাব্য নতুন কৌশলগত প্রকল্পগুলোকে সহজতর করে যা জর্দান, সিরিয়া ও তুর্কিয়ের মাধ্যমে উপসাগরকে ইউরোপের সাথে যুক্ত করে, বিশেষ করে জ্বালানি ও খাদ্য নিরাপত্তা খাতে। উপসাগরীয় রাজ্যগুলোতে অস্ত্র সরবরাহকারী হিসেবে তুর্কিয়ের উত্থানকে পশ্চিমা শক্তিগুলো এই অঞ্চলে তাদের দীর্ঘস্থায়ী সামরিক অংশীদারত্বের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখতে পারে। এই গতিশীলতা পশ্চিমা দেশগুলোকে বিশেষ করে প্রতিরক্ষা খাতে সৌদি-তুর্কি সহযোগিতার পরিমাণ হ্রাস বা প্রভাবিত করার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে প্ররোচিত করতে পারে। সৌদি-তুর্কি প্রতিরক্ষা এবং কৌশলগত সহযোগিতাকে এই অঞ্চলে একটি প্রধান নিরাপত্তা প্রদানকারী এবং অস্ত্র সরবরাহকারী হিসেবে ইসরাইল নিজেদের অবস্থানে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিতে পারে। এই অংশীদারত্ব ইসরাইলের উন্নত অস্ত্র বিক্রির সুযোগ সীমিত করতে পারে এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা গতিশীলতার ওপর এর প্রভাব কমাতে পারে। ফলস্বরূপ, ইসরাইল এই সহযোগিতাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করতে পারে। রিয়াদ ও আঙ্কারার মধ্যে সুদৃঢ় সম্পর্ক এবং বহুমুখী জোটের সম্ভাবনা আব্রাহাম চুক্তি সম্প্রসারিত করার এবং একটি আঞ্চলিক ব্যবস্থায় প্রভাবশালী ভূমিকা সুরক্ষিত করার জন্য ইসরাইলের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে হুমকির মুখে ফেলতে পারে।

সৌদি-তুর্কি সহযোগিতা উভয় দেশের অপ্রচলিত সামরিক সক্ষমতাকে শক্তিশালী করে, বিশেষ করে যেখানে ড্রোন এই অঞ্চলে শহুরে সঙ্ঘাত এবং প্রক্সি যুদ্ধের একটি নির্ধারক ফ্যাক্টর হয়ে উঠেছে। নন-স্টেট অ্যাক্টরদের দ্বারা এই ড্রোনগুলো অধিগ্রহণ করা দেশগুলোর নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার জন্যও হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তুর্কি ড্রোনগুলো কেবল তাদের মার্কিন সমকক্ষের তুলনায় বেশি সাশ্রয়ী নয়; বরং উন্নত প্রযুক্তিগত ক্ষমতাও অফার করে, তাদের সামরিক প্রযুক্তির অগ্রভাগে অবস্থান করে। ইতোমধ্যে সৌদি আরব তার সামুদ্রিক আধুনিকীকরণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে উচ্চাকাঙ্ক্ষীভাবে তার জাহাজ নির্মাণ শিল্প বিকাশ করছে। সদ্য প্রতিষ্ঠিত শিপবিল্ডিং অথরিটি রাজ্যের মধ্যে নৌ-জাহাজ নির্মাণের শতভাগ স্থানীয়করণের লক্ষ্য রাখে। বিশ্বব্যাপী জাহাজ নির্মাণ শিল্পে তুর্কিয়ের বিশিষ্ট ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে, এটি এই ক্ষেত্রে একটি মূল অংশীদার হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সৌদি আরব বিদেশী প্রতিরক্ষা সক্ষমতার উপর নির্ভরতা হ্রাস করার লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়ার জন্য তুর্কিয়ের দক্ষতাকে কাজে লাগাতে চায়। এই সহযোগিতা উভয় দেশকে প্রতিরক্ষা খাতে আরো উচ্চাভিলাষী উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে সক্ষম করতে পারে। বৈশ্বিক পরিবর্তনের হিসাব-নিকাশ ও সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ বিশ্বব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য উত্থান-পতনের সম্মুখীন হচ্ছে, প্রধান অভিনেতাদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই মধ্যম শক্তির জন্য তাদের স্বার্থ জাহির করা ও আঞ্চলিক ও বিশ্বব্যাপী তাদের ভূমিকাকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করার সুযোগ তৈরি করছে। তুরস্ক ও সৌদি আরব উভয়েরই এই ক্রান্তিকালীন সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের পুনর্নির্‌মাণকে প্রভাবিত করার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যাপক দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা রিয়াদ ও আঙ্কারার নেতৃত্বে একটি আঞ্চলিক অক্ষ গঠনের পথ প্রশস্ত করতে পারে। সিরিয়া এই সম্ভাব্য অক্ষের (রিয়াদ-দামাস্কাস-আঙ্কারা) জন্য একটি জটিল পরীক্ষা হিসেবে কাজ করতে পারে। সিরিয়াও দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য জোরদার করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বাহক হয়ে উঠতে পারে, সম্ভাব্য নতুন কৌশলগত প্রকল্পগুলোকে সহজতর করে যা জর্দান, সিরিয়া ও তুর্কিয়ের মাধ্যমে উপসাগরকে ইউরোপের সাথে যুক্ত করে, বিশেষ করে জ্বালানি ও খাদ্য নিরাপত্তা খাতে

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের চাঞ্চল্যকর অভিযোগ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জঙ্গি গোষ্ঠী আইএস ও অন্যান্য অস্থিতিশীলতা সৃষ্টিকারী সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোকে সহায়তা করার অভিযোগ করেছে আফগানিস্তানের তালেবান কর্তৃপক্ষ। আফগান সরকারের নিরাপত্তা বিষয়ক বার্ষিক এক প্রতিবেদনে এই অভিযোগ করা হয়। আফগান সংবাদমাধ্যম 'খামা প্রেস' এই খবর জানিয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে তুমুল উত্তেজনার মধ্যে নিরাপত্তা বিষয়ক এই প্রতিবেদন প্রকাশ করে আফগান সরকারের 'দ্য সেন্ট্রাল কমিশন ফর সিকিউরিটি অ্যান্ড পার্জিং অব দ্য তালেবান।' প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আইএস ও অন্যান্য অস্থিতিশীলতা সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সদস্যরা পাকিস্তানের স্থানীয় কিছু গোষ্ঠীর সহায়তায় দেশটির বেলুচিস্তান প্রদেশ ও খাইবার পাকতুনখোয়া অঞ্চলে আস্তানা গড়ে তুলেছে। তারা এশিয়া এবং ইউরোপ থেকে নতুন সদস্য সংগ্রহ করছে। খুব সম্ভবত আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই তারা ওই অঞ্চল এবং বিশ্বব্যাপী হামলার পরিকল্পনা করছে। সম্প্রতি পাল্টাপাল্টি হামলার জেরে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছে। সেইসঙ্গে সীমান্তে দেশ দুইটির মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। গত ডিসেম্বরে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বিমান হামলা চালায় পাকিস্তান। এতে অন্তত ৫০ জন নিহত হয়েছে বলে দাবি করে আফগানিস্তান। এরপর আফগানিস্তানও পাকিস্তানে হামলা চালায়। এতে পাকিস্তানের অন্তত ১৯ জন সেনা নিহত হয় বলে দাবি আফগান যোদ্ধাদের। এরপর থেকে দেশ দুইটির সম্পর্ক তলানিতে। সর্বশেষ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের এমন অভিযোগ দেশ দুইটির মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াল।

ডি আর কঙ্গোর গোমা শহরে সংঘর্ষে নিহত কমপক্ষে ১৭

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পূর্বাঞ্চলীয় গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কঙ্গোর (ডিআর) অবরুদ্ধ শহর গোমায় সংঘর্ষে কমপক্ষে ১৭ জন নিহত এবং প্রায় ৩৭০ জন আহত হয়েছে। গত সোমবার হাসপাতাল সূত্র এই তথ্য জানিয়েছে। কঙ্গোর সেনাবাহিনী রুয়ান্ডার সেনাবাহিনী সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠী এম২৩ বাহিনীকে প্রতিরোধের চেষ্টা করছে। এ সংঘাতের কারণে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে চলমান সংঘাত আরো খারাপ হয়েছে। এদিকে এম২৩ সশস্ত্র গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কঙ্গো রিভার অ্যালায়েন্সের নেতা কর্নেইল নাঙ্গা বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেছেন, 'তার বাহিনী গোমার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ শুরু করেছে। তবে সময় লাগছে।' এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কামান এবং গুলির শব্দ ডি আর কঙ্গোর খনিজসমৃদ্ধ পূর্বের প্রধান কেন্দ্রজুড়ে শোনা যাচ্ছে। গতকাল মঙ্গলবার সকালে বেশ কয়েকটি পাড়ার বাসিন্দারা ছোট অস্ত্রের গুলি এবং কিছু বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছেন। বিশেষ করে বিমানবন্দরের কাছে, যা এখনো জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী এবং সরকারি সেনাদের হাতে রয়েছে বলে সূত্র জানিয়েছে। বিমানবন্দরের কাছে গোমার উত্তর মাজেঙ্গো পাড়ার একজন বয়স্ক নারী রয়টার্সকে বলেছেন, 'গত রাতে কিছুটা শান্ত হওয়ার পরে মধ্যরাতে আবার গুলি শুরু হয়।' মাজেঙ্গোর আরেক বাসিন্দা রাতভর এবং গতকাল মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত গুলিবর্ষণের খবর নিশ্চিত করেছেন। গোমার বাসিন্দা লুসি টেলিফোনে বলেন, 'আমরা আমাদের ঘরে লুকিয়ে আছি। আমরা ভয় পাচ্ছি। আমাদের বাড়ির বাইরে গুলি চালানোর শব্দ শুনতে পাচ্ছি, আমরা বের হতে পারছি না।' গত সোমবার শহরের হাসপাতালগুলোতে সংঘর্ষে আহত ৩৬৭ জনকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। এএফপির যাচাই করা তথ্যে জানা গেছে, কমপক্ষে ১৭ জন নিহতের তালিকায় রয়েছেন। উত্তর কিভু প্রদেশের আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটির প্রধান মরিয়াম ফ্যাভিয়ার বলেছেন, 'আমাদের সার্জিক্যাল দলগুলো এখন আহতদের বিশাল স্রোত মোকাবেলায় দিন-রাত কাজ করছে। আহতদের বেশির ভাগই বেসামরিক নাগরিক।' রুয়ান্ডা সীমান্তে পাঁচজন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। তুতসি জাতির নেতৃত্বাধীন এম২৩ সশস্ত্র গোষ্ঠীর পেছনে রুয়ান্ডার সমর্থন রয়েছে।

গুগল ম্যাপে বদলে যাচ্ছে গালফ অফ মেক্সিকোর নাম

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘোষণা করেছে, গালফ অফ মেক্সিকোর নাম বদলানো হয়েছে। তারপরেই গুগল তাদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে। জার্মান সংবাদ মাধ্যম ডয়চে ভেলের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। এনিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে গুগল। সেখানে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে গুগল ম্যাপে গালফ অফ মেক্সিকোর নাম বদলে গালফ অফ আমেরিকা করা হবে। কিন্তু আমেরিকার বাইরে এই বদল অন্যরকম হবে। মেক্সিকোতে পুরনো নাম, অর্থাৎ, গালফ অফ মেক্সিকোই রাখা হবে। আমেরিকা এবং মেক্সিকোর বাইরে ম্যাপে দুটো নামই রাখা হবে অর্থাৎ, সেখানে গালফ অফ মেক্সিকো এবং গালফ অফ আমেরিকা- দুটো নামই রাখা হবে পাশাপাশি।

মার্কিন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য

আমেরিকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গত সপ্তাহে জানিয়েছে, তারা সরকারিভাবে গালফ অফ মেক্সিকোর নাম বদলে গালফ অফ আমেরিকা রেখেছে। সরকারি সমস্ত নথিপত্রে এই পরিবর্তন পরিমার্জন করা হচ্ছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উত্তর আমেরিকার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ আলাস্কার ডেনালি। ওই শৃঙ্গের নামও পরিবর্তন করে মাউন্ট ম্যাকিনলে করা হয়েছে। ২০১৫ সালে সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এই শৃঙ্গের নাম পরিবর্তন করে ডেনালি রেখেছিলেন। কারণ, ওই অঞ্চলের স্থানীয় মানুষ ওই শৃঙ্গটিকে ডেনালি বলেন। ডোনাল্ড ট্রাম্প সেই নাম পরিবর্তন করে ফের পুরনো নাম রাখলেন। এরপরেই গুগল জানিয়েছে, তারা গুগল ম্যাপে এই নামেরও পরিবর্তন করবে। **ট্রাম্পের ঘোষণা** ক্ষমতায় এসে গালফ অফ মেক্সিকোর নাম যে তিনি পরিবর্তন করবেন, তা আগেই জানিয়ে রেখেছিলেন ট্রাম্প। সেই মতো গত সপ্তাহেই মার্কিন প্রশাসন আনুষ্ঠানিকভাবে নাম পরিবর্তন করেছে।

আকস্মিক বন্যা, ফ্রান্সে রেড অ্যালার্ট জারি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারি বৃষ্টিপাতের কারণে আকস্মিক বন্যা দেখা দিয়েছে ফ্রান্সের পশ্চিমাঞ্চলে। ফলে গত সোমবার দেশটিতে রেড অ্যালার্ট জারি করেছে ফ্রান্সের আবহাওয়া দপ্তর। এএফপির বরাত দিয়ে এ তথ্য নিশ্চিত করে ফ্রান্স-২৪। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বলছে, গত ৪০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যার কবলে ফ্রান্স। এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পানিতে তলিয়ে গেছে দেশটির রেনেস ভুইচেনসহ বেশ কয়েকটি শহর। ভয়াবহ এক ঝড়ের পর কয়েক দশকের মধ্যে এমন বন্যা আর দেখা যায়নি। 'হারমিনিয়া' নামের নিম্নচাপের কারণে বিশেষ করে ইলে-এট-ভিলেন বিভাগে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয়েছে। আবহাওয়া পরিষেবা মেটিও ফ্রান্স সতর্ক করেছে, পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে পারে।

প্রথম ধাপে মুক্তি পেতে যাওয়া জিম্মিদের মধ্যে ৮ জন মারা গেছেন: ইসরায়েল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তির শর্ত অনুযায়ী প্রথম ধাপে ৩৩ জন জিম্মিকে মুক্তি দেওয়ার কথা হামাসের। তার মধ্যে এখনও ২৬ জন ফিলিস্তিনি গোষ্ঠীর জিম্মায় রয়েছেন। তবে তাদের মধ্যে আটজন ইতোমধ্যে মারা গেছেন বলে দাবি করেছে ইসরায়েল। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে এ খবর জানা গেছে। গভীররাতে হামাসের দেওয়া তালিকা থেকে জিম্মিদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার কথা জানিয়েছেন ইসরায়েল সরকারের মুখপাত্র ডেভিড মেনসার। সাংবাদিকদের তিনি বলেছেন, গোয়েন্দাদের প্রতিবেদনের সঙ্গে হামাসের তালিকার তথ্যে সাদৃশ্য পাওয়া গেছে বলে আপনাদের জানাতে কোনও বাঁধা নেই। হামাসের হাতে ইতোমধ্যে আটজন নিহত হয়েছেন। তাদের পরিবারকে এ ব্যাপারে আমরা জানিয়ে দিয়েছি। অবশ্য নিহত জিম্মিদের নাম প্রকাশ করেনি কর্তৃপক্ষ। গত রোববার যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর এখন পর্যন্ত সাত ইসরায়েলি নারীকে মুক্তি দিয়েছে হামাস। বিনিময়ে ইসরায়েলি কারাগারে বন্দি থাকা ২৯০ জনের বেশি ফিলিস্তিনিকে ছেড়ে দেওয়া হয়। গত রোববার রাতে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু জানিয়েছেন, বেসামরিক নারী আরবেল ইয়েহুদ, নারী সেনা আগাম বেরজের এবং অন্য এক জিম্মিকে ছেড়ে দেওয়ার বিষয়ে সম্মত হয়েছে হামাস। এছাড়া, শনিবার আরও তিন জিম্মিকে মুক্তি দেওয়া হবে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে অনুপ্রবেশ করে হামাস হামলা চালায়। ওই হামলায় এক হাজার ২০০ জন নিহত ও অন্তত ২৫০ জনকে জিম্মি করে গাজায় ধরে নিয়ে যাওয়া হয় বলে দাবি করে আসছে ইসরায়েল। হামলার জবাবে গাজায় সামরিক অভিযান শুরু করে তেল আবিব। প্রায় ১৫ মাসের আগ্রাসনে ৪৭ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন বলে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাতে জানা গেছে। ইসরায়েলের দাবি, এখনও হামাসের জিম্মায় থাকা ৮৭ ইসরায়েলির মধ্যে ৩৪ জন ইতোমধ্যে মারা গেছেন বলে তারা আশঙ্কা কড়ছে। এছাড়া, যুদ্ধ শুরুর আগেই তিন ইসরায়েলিকে অপহরণ করা হয়। তাদের একজন মারা গেছেন। ফেব্রুয়ারির ৪ তারিখ যুদ্ধবিরতির দ্বিতীয় ধাপ কার্যকর হওয়ার কথা। এই ধাপে অবশিষ্ট সমস্ত জিম্মির মুক্তির বিনিময়ে ইসরায়েলি কারাগারে থাকা আরও ফিলিস্তিনিদের ছেড়ে দেওয়া হবে। পাশাপাশি ইসরায়েলি সেনা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করে টেকসই শান্তি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তৃতীয় ও চূড়ান্ত ধাপে গাজার পুনর্গঠনে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেওয়া হবে। যুদ্ধবিরতির তিনটি ধাপই ঠিকঠাক মতো সম্পন্ন করার জন্য ইসরায়েলি সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে দেশটির জিম্মি ও নিখোঁজদের পরিবার পরিষদ। প্রত্যেক জিম্মির প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করার দাবি জানিয়ে পরিষদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তাদের (নিখোঁজ ও জিম্মি) প্রত্যেকের বাড়ি ফিরে আসা প্রয়োজন।

চীনা চ্যাটবট ডিপসিক ব্যবহারে সতর্ক করল অস্ট্রেলিয়া

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : সম্প্রতি বহুল আলোচনার জন্ম দিয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন (এআই) চ্যাটবট ডিপসিক। তবে চীনের নতুন এই প্রযুক্তি ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। গতকাল মঙ্গলবার দেশটির শিল্প ও বিজ্ঞানমন্ত্রী এড হিউজিক ডিপসিক ব্যবহারকারীদের গোপনীয়তার রক্ষার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এই সফটওয়্যারটি ডাউনলোড করার আগে ভালোভাবে চিন্তা করার জন্য আহ্বান করব। এএফপির খবর। চীনা কোম্পানি ডিপসিকের এআই চালিত চ্যাটবট অ্যাপটি গত সপ্তাহে যাত্রা শুরু করে আকস্মিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। অল্প সময়ের মধ্যেই অ্যাপলের অ্যাপ স্টোরে সবচেয়ে বেশি ডাউনলোড হওয়া ফ্রি অ্যাপ হিসেবে শীর্ষে উঠে এসেছে। মার্কিন এআই কোম্পানিগুলোর তুলনায় এর উল্লেখযোগ্য কম ব্যয় হওয়ায় শেয়ারবাজারে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ডিপসিক দাবি করেছে, তাদের এআই মডেল মার্কিন শীর্ষ মডেল যেমন চ্যাটজিপিটির সমকক্ষ। তবে ব্যয়ের দিক থেকে অনেক সাশ্রয়ী। গবেষকরা জানিয়েছেন, এই মডেল তৈরি করতে মাত্র ছয় মিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছে, যা মার্কিন এআই কোম্পানিগুলোর বিলিয়ন ডলারের ব্যয়ের তুলনায় অনেক কম। এড হিউজিক বলেন, 'আমি এটার ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকব। এই ধরনের অ্যাপে গুণমান, ভোক্তাদের পছন্দ, তথ্য ও গোপনীয়তার বিষয়গুলো খুব যত্নের সঙ্গে মূল্যায়ন করতে হয়।' অস্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞানমন্ত্রী হিউজিক বলেন, ব্যবহারকারীদের গোপনীয়তা ও তথ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে চীনা কোম্পানিগুলো কখনো কখনো পশ্চিমা প্রতিদ্বন্দ্বীদের থেকে ভিন্ন। চীন খুব ভালো ও কার্যকরী পণ্য তৈরিতে পারদর্শী। তবে তাদের কোম্পানিগুলো শুধু নিজ দেশের তথ্য ও গোপনীয়তা রক্ষার পদ্ধতির সঙ্গে অভ্যস্ত। হিউজিক বলেন, 'যখন আপনি এটিকে বাজারে উন্মুক্ত করবেন, তখন প্রশ্ন উঠেড় ব্যবহারকারীদের তথ্য ও গোপনীয়তা রক্ষার প্রত্যাশা পূরণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা? আমি সরাসরি বলতে চাই, এ বিষয়ে আপনাদেরও সতর্ক থাকা দরকার।' এর আগে ২০১৮ সালে অস্ট্রেলিয়া জাতীয় নিরাপত্তার উদ্বেগ প্রকাশ করে চীনা টেলিকম জায়ান্ট হুয়াওয়েকে তাদের ৫জি নেটওয়ার্ক থেকে নিষিদ্ধ করেছিল।

বিনোদন

এবার বিচারকের আসনে বসবেন মিথিলা

বিনোদন ডেস্ক : দুই বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী রাফিয়াত রশিদ মিথিলা। অভিনয়ের ক্যারিয়ারের প্রায় দুই দশক হতে চলেছে তার। শোবিজের নানা মাধ্যমে বহু বছর ধরে কাজ করছেন তিনি। কিন্তু এবারই প্রথমবারের মতো বিচারকের আসনে দেখা যাবে তাকে। সারাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অভিনয় শিল্পীদের আলোয় আনার লক্ষ্য নিয়ে দীপ্ত টেলিভিশনে আসছে রিয়েলিটি শো 'দীপ্ত স্টার হান্ট'; সেখানকার প্রতিযোগীদের মধ্যে সেরাদের নির্বাচন করতে বিচারকমণ্ডলীতে যুক্ত হয়েছেন অভিনেত্রী রাফিয়াত রশিদ মিথিলা। এই শো'তে বিচারক হিসেবে দেখা যাবে এ অভিনেত্রীকে। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পোস্টে বিষয়টি জানিয়েছেন মিথিলা নিজেই। পাশাপাশি আগ্রহীদের এই শোয়ে আবেদন করারও আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

আবারও বিতর্কের জড়ালেন উর্বশী

বিনোদন ডেস্ক : একের পর এক বিতর্কের জালে জড়িয়ে যাচ্ছেন বলিউড অভিনেত্রী উর্বশী রৌতেলা। 'ডাকু মহারাজ' ছবিতে ৬৪ বছরের অভিনেতার সঙ্গে জুটি বাঁধায় তার দিকে ধেয়ে এসেছিল কটাক্ষ। তারপরেই সাইফ আলি খানের ওপর হামলার ঘটনাতেও তার মন্তব্যের ব্যাপক সমালোচনা হয়েছে। নেটিজেনদের অনেকেই তাকে কটাক্ষ করে বলছেন, উর্বশী দেখতে সুন্দর হলেও তার বুদ্ধি নেই। যাকে এককথায় বলা হয়, 'বিউটি উইথ নো ব্রেন'। তবে এই মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন অভিনেত্রী। গণমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে উর্বশী বলেন, 'আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আমার দুই প্রিয় তারকা শাহরুখ খান ও সালমান খান।

সাইফের উপর হামলার ঘটনায় নতুন মোড়

বিনোদন ডেস্ক : বলিউড অভিনেতা সাইফ আলি খানের ওপর হামলার ঘটনায় নতুন এক মোড় নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া থেকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে এক নারীকে। যার সাথে মূল অভিযুক্ত শরিফুল ইসলাম শেহজাদের যোগাযোগ রয়েছে। পুলিশ সূত্রে ভারতীয় গণমাধ্যম জানায়, এই নারী বাংলাদেশের শরিফুলকে ভারতে প্রবেশ করতে সাহায্য করেছিলেন। ভারতীয় সংবাদসংস্থা পিটিআই'র প্রতিবেদন অনুযায়ী, গ্রেফতার হওয়া নারীর বাড়ি মুর্শিদাবাদের আন্দুলিয়া গ্রামে। পুলিশ নদিয়া জেলার বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে তাকে চাপড়া অঞ্চল থেকে আটক করে। গত ১৬ জানুয়ারি মধ্যরাতে সাইফ আলি খান নিজ বাসভবনে এক অজ্ঞাত ব্যক্তির ছুরিকাঘাতে আহত হন। এরপর পুলিশ শরিফুল ইসলাম শেহজাদ নামে এক জনকে গ্রেফতার করে। মুম্বাই পুলিশ দাবি করে, শেহজাদ বাংলাদেশি নাগরিক। কয়েক মাস আগে বাংলাদেশ থেকে তিনি ভারতে অনুপ্রবেশ করেছেন। তবে শরীফুলের আইনজীবীরা সেই দাবি নাকচ করে দিয়ে বলেন, শরিফুল ইসলাম শেহজাদ দীর্ঘদিন ধরেই মুম্বাইয়ের বাসিন্দা। শুধু তাই নয়, সাইফের ওপর হামলার ঘটনায় গ্রেফতার হওয়া শরিফুলের বিষয়ে নানা সংশয় দেখা দিয়েছে। তার বাবা রুহুল আমিন ফকির দাবি করেছেন, ফুটেজে যে ব্যক্তির ছবি দেখা গেছে সেই ব্যক্তির সঙ্গে আটক শেহজাদের চেহারায় কোনো মিল নেই। তিনি আরও জানান, তার ছেলে সাধারণত চুল ছোট রাখে এবং ফুটেজে দেখা ব্যক্তির চুলের স্টাইল আলাদা। এছাড়া সিআইডি জানিয়েছে, শরিফুলের সাথে ঘটনাস্থলে পাওয়া আততায়ীর আঙুলের ছাপের নমুনা মেলেনি। যা তদন্তকে আরও জটিল করে তুলেছে।

অভিনেত্রী হওয়ার ইচ্ছা ছিল না ঋতাভরীর!

বিনোদন ডেস্ক : টলিউডের স্বনামধন্য অভিনেত্রী ঋতাভরী চক্রবর্তী। একাধারে গ্ল্যামার এবং অভিনয়ের জন্য প্রশংসিত তিনি। ছোটবেলা থেকেই অভিনয় জগতে পা রাখলেও, একেবারে ভিন্ন পেশার প্রতি ছিল আগ্রহ তার। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে ঋতাভরী নিজেই জানিয়েছেন এমন চমকপ্রদ এক তথ্য। ছোটবেলায় অভিনেত্রী হওয়ার কোনও ইচ্ছা ছিল না তার। এ কথা নিজ মুখেই সবাইকে জানিয়েছেন অভিনেত্রী। তাহলে প্রশ্ন হলো, কী হতে চেয়েছিলেন তিনি? ঋতাভরী জানালেন, তার স্বপ্ন ছিল বাস কন্ডাক্টর অথবা টিকিট বিক্রেতা হওয়ার। ইনস্টাগ্রামে নিজের একটি ছবি শেয়ার করে তিনি লিখেছেন, 'জীবনের সেরা সময় কাটানোর সময়ই মনে পড়ে, তুমি একজন বাস কন্ডাক্টর হতে চেয়েছিলে।' এছাড়াও ঋতাভরী তার পোস্টে আরও জানান, আমার সব সংগ্রহ করা টিকিট কোথায় গেল? আর কে বাস কন্ডাক্টর হতে চেয়েছিল জীবনে? অথচ আজ তারা অন্য কিছু করছেন! এই পোস্টের মাধ্যমে ঋতাভরী তার শৈশবের স্মৃতি ভাগ করে নিয়েছেন ভক্তদের সঙ্গে। যেমনটা জেনে ভক্তরাও বেশ মজাই পেয়েছেন বলা যায়। ঋতাভরী বর্তমানে টলিউডের বেশ পরিচিত মুখ। সম্প্রতি তার অভিনীত 'বহুরূপী' সিনেমাটি পুজার সময় মুক্তি পেয়েছে। ভবিষ্যতে আরও বেশ কিছু সিনেমা মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে। এছাড়াও বলিউড অভিনেতা সুমিত অরোরার সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জনও শোনা যাচ্ছে তার সম্পর্কে, যা সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ আলোচিত বিষয়।

অভিবাসীদের জন্য অঝোরে কাঁদলেন সেলেনা

বিনোদন ডেস্ক : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্র থেকে অবৈধ অভিবাসীদের ফেরত পাঠাতে অভিযান শুরু করেছে স্থানীয় প্রশাসন। অবৈধ অভিবাসীদের হাতকড়া পরিয়েও ফেরত পাঠানোর দৃশ্যও দেখা গেছে। এসব ঘটনা দেখে কান্নায় ভেঙে পড়লেন মার্কিন গায়িকা-অভিনেত্রী সেলেনা গোমেজ। গত সোমবার সেলেনা গোমেজ তার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে একটি ভিডিও পোস্ট করেন। তাতে অঝোরে কাঁদতে দেখা যায় তাকে। ভিডিওর ক্যাপশনে ৩২ বছরের এই গায়িকা লেখেন– "আমি দুঃখিত।" যদিও সমালোচনার মুখে ভিডিওটি মুছে ফেলতে বাধ্য হন এই অভিনেত্রী। তবে অন্তর্জালে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে সেলিনা গোমেজ বলেন, "সবাইকে বলতে চাই, আমি খুবই দুঃখিত। অনেকে হামলার শিকার হচ্ছেন, শিশুরাও বাদ যাচ্ছে না। আমি বুঝতে পারছি না, কী হচ্ছে। আমি খুবই দুঃখিত। যদি আমি কিছু করতে পারতাম! কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। আমি জানি না কী করব। তবে আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যা সম্ভব তার সবকিছু করব।" সেলেনা গোমেজের পরিবার মেক্সিকো থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমিয়ে থিতু হয়েছেন।

মোহনীয় রূপে ধরা দিলেন জয়া

বিনোদন ডেস্ক : দুই বাংলার সমান জনপ্রিয় অভিনেত্রী জয়া আহসান। যার অভিনয়ের প্রশংসা শোনা যায় এপার-ওপার দুই বাংলার মানুষের কণ্ঠেই। জয়া যে কেবল অভিনয়ের জন্যই প্রশংসিত, তেমনটাও কিন্তু নয়। রূপে-গুনে সবসময়ই দ্যুতি ছড়ান তিনি। বয়সকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে আরও আকর্ষণীয়ভাবে মেলে ধরেছেন ভক্তদের কাছে। সম্প্রতি নীল শাড়িতে আরও একবার মোহনীয় রূপে ধরা দিলেন জয়া। সোমবার ফেসবুকে শাড়ি পরিহিত অবস্থায় বেশ কয়েকটি ছবি প্রকাশ করেছেন তিনি। যেখানে নীল শাড়ির সঙ্গে কালো টিপে মুগ্ধতা ছড়িয়েছেন জয়া। তার সেই ছবি দেখে ভক্তরাও প্রশংসায় মেতেছেন। কেউ লিখেছেন, অপূর্ব সুন্দর। কারো মন্তব্য, আপনি আমাদের প্রিয় অভিনেত্রী, আপনাকে ভালোবাসি। সবসময় এমনই থাকবেন। এদিকে গত সোমবার 'বাগান বিলাস' শিরোনামে মুক্তি পেয়েছে জয়ার নতুন মিউজিক্যাল ফিল্ম। এর আগে এই কাজের কথা জানিয়ে সংগীতশিল্পী প্রীতম হাসান ও এলিটা করিমের সাথে একটি ছবি পোস্ট করেছিলেন জয়া।

'শিল্পী জীবন মাঝে মাঝে ভীষণ সার্থক মনে হয়'-পূর্ণিমা

বিনোদন ডেস্ক : ঢালিউডের আলোচিত ও লাস্যময়ী সুন্দরী নায়িকা দিলারা হানিফ পূর্ণিমা। তার চলচ্চিত্রে আগমন ঘটে জাকির হোসেন রাজু পরিচালিত 'এ জীবন তোমার আমার দিয়ে' সিনেমার মাধ্যমে। এরপর নিজের অভিনয় দক্ষতা দিয়ে দর্শকদের মনে জায়গা করে নিয়েছেন। এদিকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও পূর্ণিমা বেশ সরব রয়েছেন। সম্প্রতি তিনি কিংবদন্তী সংগীতশিল্পী শবনম মুশতারীনকে নিয়ে এক আবেগঘন পোস্ট দিয়েছেন। যেখানে পূর্ণিমা উল্লেখ করেছেন, 'শিল্পী জীবন মাঝে মাঝে ভীষণ সার্থক মনে হয়।' তার কথায়, 'শিল্পী জীবন মাঝে মাঝে ভীষণ সার্থক মনে হয় যখন আপনার মতো কিংবদন্তী শিল্পী (শবনম মুশতারীন) বলেন, 'পূর্ণিমা তোমাকে আমার খুব ভালো লাগে, তোমার কাজ আমি দেখেছি।' পূর্ণিমা বলেন, 'আমাদের একজন শবনম আছেন, এটাই আমাদের গর্বের বিষয়। আপনার সান্নিধ্যে এসে সময় কাটিয়েছি। এই পরম ভালোলাগার স্মৃতি শ্রদ্ধার সাথে লালন করবো আমার হৃদয়ে।' শেষে লিখেছেন, 'প্রিয় শবনম ম্যাম আপনি সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন অনেক দোয়া, ভালোবাসা।' প্রসঙ্গত, শবনম মুশতারী নজরুল সংগীত শিল্পী। সংগীতে অবদানের জন্য তিনি ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার একুশে পদকে ভূষিত হন। এছাড়া ২০১৫ সালে তিনি নজরুল পদক লাভ করেন।

প্রকাশ পেলো জ্যাকি চ্যালের নতুন মুভির ফার্স্ট লুক

বিনোদন ডেস্ক : বিশ্বজুড়ে তুমুল জনপ্রিয় অভিনেতা জ্যাকি চ্যান। সর্বশেষ তিনি যুক্ত হয়েছেন অ্যাকশন ঘরানার 'দ্য শ্যাডো'স এজ' ছবিতে। এরইমধ্যে ছবিটির মূল দৃশ্যগুলোর শুটিং শেষ হয়েছে। চীনের পরিচালক ল্যারি ইয়াং ছবিটি পরিচালনা করছেন। গেল বছরের অক্টোবর থেকে ম্যাকাওতে শুটিং শুরু হয়েছিল। ''দ্য শ্যাডো'স এজ' জ্যাকি চ্যান এবং ল্যারি ইয়াং জুটির দ্বিতীয় সিনেমা। এর আগে তারা 'রাইড ওয়ান' সিনেমাতে একসাথে কাজ করেছিলেন। সেই ছবিটি ৩০টিরও বেশি দেশে মুক্তি পেয়ে ভালো ব্যবসা করেছিল। ছবিটি ২০২২ সাল থেকে জাপানে সর্বোচ্চ আয় করা চীনা সিনেমা হিসেবে পরিচিতি। ২০২৩ সালে এটি মালয়েশিয়ায় শীর্ষ তিনটি সর্বোচ্চ আয় করা চীনা সিনেমার মধ্যে ছিল। এবার তারা নতুন সাফল্যের হাতছানি দিচ্ছেন নতুন প্রকল্পে। প্রকাশ হয়েছে সেই ছবিটির ফার্স্ট লুক। সেটি নজর কেড়েছে চ্যানের ভক্তদের। জানা গেছে, 'দ্য শ্যাডো'স এজ' ছবিতে জ্যাকি চ্যান ম্যাকাও পুলিশ সার্ভিসের একজন অবসরপ্রাপ্ত সুরক্ষা বিশেষজ্ঞের চরিত্রে অভিনয় করবেন। তিনি এক শীর্ষস্থানীয় ডিটেকটিভ দলের সঙ্গে যোগ দেন। তাদের উদ্দেশ্য একটি চতুর চোর দলের বিরুদ্ধে লড়াই করা। এ ছবিতে দেখা যাবে অভিনব সব আইডিয়ায় গোয়েন্দাগিরি। থাকবে অ্যাকশনের ছড়াছড়ি। এই ছবিতে আরও অভিনয় করছেন ঝাং জিফেং, সি শা এবং সেভেনটিন গ্রুপের চাইনিজ সদস্য ওয়েন জুনহুই। এছাড়াও জ্যাকি চ্যান তার দীর্ঘদিনের সহকর্মী টনি লিউং কা ফাইয়ের সাথে প্রায় দুই দশক পর পুনরায় কাজ করছেন এই ছবির হাত ধরে। অ্যাকশন আর কমেডিতে ভরপুর সিনেমাটি দর্শককে বিনোদিত করবে, এই পত্যাশায় উচ্ছ্বসিত জ্যাকি চ্যান। ছবিটি চলতি বছরেই বিশ্বজুড়ে মুক্তি পাবে।

বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মোরগযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী শিশুশিক্ষার্থীরা। সলঙ্গা, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ

সৈয়দপুরে বাজারে বোতলজাত সোয়াবিনের কৃত্রিম সংকট

নীলফামারী প্রতিনিধি: রমজানের দেড় মাস আগেই সৈয়দপুর বাজারে বোতলজাত সোয়াবিন তেলের কৃত্রিম সংকট দেখা দিয়েছে। জানা যায়, এস আলম গ্রুপ,সিটি গ্রুপ, মেঘনা গ্রুপ দেশে ভোজ্যজাত আমদানির মাধ্যমে অন্যান্য কোম্পানির কাছে বিক্রি করে থাকে। বড় এ তিনটি কোম্পানির কেনা সোয়াবিন তীর, ফ্রেস, রূপচাঁদা,পুষ্টি একাধিক কোম্পানির নামে ডিলারের মাধ্যমে খুচরা বাজারে মুদিখানার দোকানে বিক্রি হয়। সাধারণ গ্রাহকরা মুদিখানার দোকানে এসব কোম্পানির ২৫০ গ্রাম থেকে ৫শ' গ্রাম, ১ লিটার ও ২ লিটার বোতল সোয়ারিন তেল পাচ্ছে না। প্রায় মাসখানেক থেকে কেন যেন বাজারে সোয়াবিনের সংকট সৃষ্টি হয়েছে। বাধ্য হয়ে বোতলজাত তেলের দামে খোলা সোয়াবিন তেল কিনতে হয়। নিত্যদিনের অন্যতম ভোজ্য তেল সংকট থাকায় সাধারণ গ্রাহকরা হয়রানির শিকার হচ্ছে। মুদিখানা দোকানের খুচরা ব্যবসায়ীরদের অভিযোগ,তীর, ফ্রেস,রূপচাঁদা,পুষ্টি এ চারটি বোতলজাত সোয়াবিন তেল সরবরাহ কমে গেছে। কোম্পানির সেলম্যান ও ডিলার যোগসাজসে বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি হচ্ছে এমন অভিযোগ ক্ষুদ্র মুদি দোকানদারের।। তাদের চাহিদা অনুযায়ী বোতল জাত সোয়াবিল তেল সরবারহ দিচ্ছে না। কোন কোম্পানি বোতলজাত সোয়াবিন তেল দিলেও তার বিপরীতে প্যাকেটজাত আটা,লবণ, আতব চাল, মশার কয়েল, সাবান, ডাল এসব পণ্য নিতে বাধ্য করছে। অন্যথায় খুচরা ওই দোকানদারকে শুধুমাত্র সোয়াবিন তেল দেয়া হচ্ছে না। অনেক ব্যবসায়ী বলেন, এক লিটার সোয়াবিন তেল বোতলজাত মোড়কে ১৭৫ টাকা এবং কেনেলা তীর ১৯০ টাকা কোম্পানির মূল্য নির্ধারণ করা। ওই তেল দোকানিদের কাছে পাইকারী দরে কেনা পড়ে ১৭৩ থেকে ১৭৪ টাকা। ফলে ব্যবসায়ীরা মোটা অংকের মূলধন খাটিয়ে লাভের পরিমাণ থাকে ১ থেকে ২ টাকা। সৈয়দপুর বাজারে মুদিখানা ব্যবসায়ী সাত্তার হোসেন বলেন, খোলা সোয়াবিন তেলের দামও ২৪ ঘন্টার ব্যবধানে উঠা নামা করে। একদিন আগেও যে তেলের পাইকারি দাম ১৬৭ টাকা লিটার পরের দিন সেই তেল কিনতে হয় ১৭২ টাকা। ফলে ১৬৭ টাকা কেনা তেল খুচরা ক্রেতাদের কাছে ১৭৫ টাকা বিক্রি করেছি। কিন্তু পাইকারি ১৭২ টাকা লিটার কেনা তেল বিক্রি এ নিয়ে হিমসীম খাচ্ছি। সৈয়দপুর উপজেলার এক ডিলার বলেন,বর্তমান বাজারে খুচরা সোয়াবিন তেল সরকারিভাবে ৮ টাকা দাম বাড়ানোর পরও বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। দেশে তেল আমদানিকারক বড় কোম্পানিগুলোর কারসাজি রমজানে খোলা সোয়াবিন ২শ' টাকা লিটারে বিক্রির জন্য কৃত্রিম সংকট তৈরি করছে। যে কারণে ডিলারদের চাহিদা মত প্রতিমাসে বোতলজাত সোয়াবিন তেল সরবরাহ করা হচ্ছে না। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এই সিন্ডিকেট ভাঙতে না পারলে সহজে ভোজ্য তেলের সমস্যা মিটবে না। সৈয়দপুর এক কোম্পানির সেল অফিসার (এসও) বলেন,এখানে প্রতিমাসে বোতলজাত সোয়াবিন তেলের চাহিদা রয়েছে ৮০ থেকে ৯০ লাখ টাকার। কিন্তু কোম্পানি ডিলারের চাহিদা মত সরবরাহ করছে না। কেন পারছে না তা আমার জানা নেই।

গফরগাঁও সরকারি কলেজে চড়ুইভাতি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি: প্রাকৃতিক ও ফুলের সৌন্দর্যে ভরা ময়মনসিংহের গফরগাঁও সরকারি কলেজ নানা আঙ্গিকে বৈচিত্র্যপূর্ণ রূপ প্রস্ফুটিত হয়। শীতের এই আমেজে কলেজের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের সকল বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বার্ষিক চড়ুইভাতি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গতকাল অনুষ্ঠিত হয়েছে। কলেজের উদ্ভিদ বিভাগের আয়োজনে কলেজ ক্যাম্পাসে এই চড়ুইভাতি অনুষ্ঠিত হয়। উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোঃ জাহাঙ্গীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে চড়ুইভাতি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুক আহাম্মদ। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক মোঃ আক্তারুজ্জামান সহ অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ ও গণমাধ্যমকর্মীরা প্রমূখ। চড়ুইভাতিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মিলনমেলায় এক উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। দেশীয় আয়োজনে মধ্যাহ্নভোজের বিরতির পর থেকে শিক্ষার্থীদের নিয়ে গানের অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে শেষ হয় দিনব্যাপী আনন্দ আয়োজন। উল্লেখ্য, এর আগেও কলেজের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের সকল বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়েও বার্ষিক চড়ুইভাতি কলেজ ক্যাম্পাস অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

আগৈলঝাড়ায় বিএইচপি একাডেমীর কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা

বরিশাল প্রতিনিধি: বরিশালের আগৈলঝাড়া ভেগাই হালদার পাবলিক একাডেমীতে কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা, দুই দিন ব্যাপী বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত। গত সোমবার রাতে আগৈলঝড়া ভেগাই হালদার পাবলিক একাডেমীর এ্যাডহক কমিটির সভাপতি ও উপজেলা নিবার্হী অফিসার ফারিহা তানজিন সভাপতিত্বে বিদ্যালয় মাঠে পুরস্কার বিতরন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত। এসময় সভায় বক্তব্য রাখেন, উপজেলা নিবার্হী অফিসার ফারিহা তানজিন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো. মাহাবুবুর রহমান, উপজেলা শিক্ষা অফিসার শেখর রঞ্জন ভক্ত, আগৈলঝাড়া থানা অফিসার ইনচার্জ মো.অলিউল ইসলাম, ভেগাই হালদার পাবলিক একাডেমীর প্রধান শিক্ষক যতীন্দ্র নাথ মিস্ত্র, উপজেলা বিএনপির যুগ্ন-আহবায়ক ও অগৈলঝাড়া প্রেসক্লাব সভাপতি মো. মাহাবুবুল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির যুগ্ন-আহবায়ক শাহ মোহাম্মাদ বখতিয়ার, আবুল মোল্লা, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি ফারহানা আক্তার, উপজেলা একাডেমী সুপারভাইজার প্রাণ কুমার ঘটক, কোদালধোয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পুলিন চন্দ্র বাড়ৈ, স্বর্গীয় ভেগাই হালদারের উত্তরশুরী অবনী ভুষন হালদার, সাংবাদিক এসএম ওমর আলী সানি প্রমুখ।

যন্ত্রের সাহায্যে বাতাস দিয়ে আমন ধানের চিটা আলাদা করছেন শ্রমিকেরা। এতে পারিশ্রমিক হিসেবে তাঁরা প্রতিদিন ৫০০ টাকা মজুরি পান। লাকুটিয়া, কাশীপুর, বরিশাল

রাণীনগরে উদ্বোধন হলো পাখি পল্লী ও পর্যটন কেন্দ্র

নওগাঁ প্রতিনিধি: উম্মোচন করা হলো নওগাঁর রাণীনগর উপজেলার রক্তদহ বিল পাখি পল্লী,পর্যটন কেন্দ্র ও মৎস্য অভয়াশ্রমের। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন নওগাঁ জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল। সংশ্লিষ্ঠরা বলছেন,পর্যটন কেন্দ্র ঘিরে একদিকে যেমন দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজার হাজার দর্শনার্থীর আগমন ঘটবে,অন্য দিকে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে এই এলাকায় অর্থনীতির নতুন মাত্রা যোগ হবে। উপজেলা প্রশাসন সুত্র জানায়,রাণীনগর উপজেলার ঐতিহাসিক রক্তদহ বিল থেকে রতনডারা নামক খাল বের হয়ে বিলের দক্ষিন অংশে রাণীনগর-আবাদপুকুর সড়কের হাতিরপুল দিয়ে আত্রাই নদীতে মিলিত হয়েছে। এই রক্তদহ বিলে এবং খালে বছরের বেশিরভাগ সময় জুরেই পানি থাকে। ফলে শীত মৌসুমে অতিথি পাখিদের ব্যপক উপস্থিতী লক্ষ করা যায়। এছাড়া বছর জুরেই এই বিলে মাছ থাকে। কিন্তু সচেতনতার অভাবে এবং নজরদারি নাথাকায় শিকারীদের কারনে পাখি ও মাছ কোনটায় টিকতে পারেনা। এছাড়া বর্ষা মৌসুমে ঐতিহ্যবাহি হাতিরপুলকে কেন্দ্র করে এবং রক্তদহ বিল দেখতে বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজার হাজার দর্শনার্থী নৌকা ভ্রমনে আসেন এই এলাকায়। দর্শনার্থীদের বিনোদনের জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাইমেনা শারমীন এর উদ্যোগে এই বিলকে পাখি পল্লী ও পর্যটন কেন্দ্র এবং মাছের অভয়াশ্রম হিসেবে গড়ে তুলতে প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ শুরু করেন। প্রকৃতি প্রেমি পরিযাযী পাখিদের নিরাপত্তার জন্য রক্তদহ বিলের একটি বিশেষ অংশ সংরক্ষিত ঘোষনা করে পাখি কলোনী ও মৎস্য অভয়াশ্রম হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় লাল পতাকা টাঙ্গানো হয়েছে। ইতি মধ্যে এই এলাকায় জনগণের অবাধ প্রবেশ এবং পাখিদের বিরক্ত না করার জন্য লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে। পাখিদের নিরাপদ আবাসস্থল হিসেবে রতনডারা খালের দুই পাশে গাছের ডালে ডালে প্রায় আড়াই শতাধীক মাটির পাতিল ঝুলানো হয়েছে। এছাড়া মাছের নিরাপদ প্রজনন ও স্বাভাবিক বৃদ্ধির লক্ষে বিশেষ এলাকা জুড়ে মৎস্য অভয়াশ্রম গড়ে তোলা হয়েছে। শেষ করা হয়েছে দৃষ্টিনন্দন পর্যটন কেন্দ্র ও পাখি পল্লীর সৌন্দর্য্য বর্ধনের কাজ। রাণীনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাইমেনা শারমীন জানান,হাতিরপুল এলাকাটি পর্যটকদের আকর্ষন করে। বর্ষা মৌসুমে রক্তদহ বিলের এই অঞ্চলটি যখন পানিতে ভরে যায় তখন আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে। বিশেষ করে নৌকা ভ্রমণের জন্য হাজারো পর্যটকরা হাতিরপুল এবং রক্তদহ বিল দেখতে এখানে ভীড় জমায়। তাই দর্শনার্থীদের বিনোদন দেওয়ার লক্ষে জেলা প্রশাসকের নির্দেশনায় রক্তদহ বিলের হাতিরপুল এলাকায় পাখি পল্লী,মৎস্য অভয়াশ্রম ও পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। এতে একদিকে যেমন নতুন নতুন কর্ম সংস্থানেরও সৃষ্টি হবে,তেমনি পর্যটন কেন্দ্র ঘিরে এই এলাকায় অর্থনীতির নতুন মাত্রা যোগ হবে। রাণীনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাইমেনা শারমীন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন,রাণীনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আল হাজ্ব এছাহক আলী,সাংগঠনিক সম্পাদক মেজবাউল হক লিটন,উপজেলা জামায়াতের সাবেক আমির মোস্তফা ইবনে আব্বাস,কাশিমপুর ইউপি চেয়ারম্যান মকলেছুর রহমান বাবু,সদর ইউপি চেয়ারম্যান চন্দনা শারমীন রুমকিসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধন শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

ইবি শিক্ষকের স্থায়ী বহিষ্কারের দাবিতে এবার উপাচার্যের বাসভবনে শিক্ষার্থীরা

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হাফিজুল ইসলামের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগের ভিত্তিতে এক বছরের বাধ্যতামূলক ছুটির সিদ্ধান্তকে ‘প্রহ-সন’ আখ্যা দিয়ে ফের আন্দোলনে নেমেছেন শিক্ষার্থীরা। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১১টার দিকে শিক্ষার্থীরা বটতলা থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করে ক্যাম্পাসের বিভি-ন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান নেন তারা। এ সময় ‘হাফিজ হটাও, ক্যাম্পাস বাঁচাও’, ‘শাস্তি না ছুটি, শাস্তি শাস্তি’, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রহসন মানি না, মানব না’, ‘সমকামীর ঠিকানা, এই ক্যাম্পাসে হবে না’ বলে শিক্ষার্থীরা স্লোগান দেয়। শিক্ষার্থীরা বলেন, “বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন অভিযোগ তদন্তে ছয় মাস সময় নিলেও কেবল এক বছরের জন্য বাধ্যতামূলক ছুটির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই শিক্ষক ক্লাসে বাবা-মাকে নিয়ে গালি দেন এবং সমকামিতা প্রচার করেন। আমরা তার স্থায়ী বহিষ্কার দাবি করছি।” তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক কাজী মোস্তফা আরিফ বলেন, “কিছু অভিযোগের প্রমাণের ভিত্তিতে শাস্তির সুপারিশ করা হয়েছিল। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রশাসনের।” এদিকে শিক্ষার্থীদের উপাচার্যের বাসভবনের সামনে থেকে সরে যেতে নির্দেশনা দিয়ে উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম. এয়াকুব আলী বলেন, “বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন হাফিজুল ইসলামকে এক বছরের বাধ্যতামূলক ছুটি দিয়েছে, যা বহিষ্কারের সমান। তাকে শোকজ করা হবে, কিন্তু আমরা স্থায়ী বহিষ্কার করতে পারবো না। তার বিরুদ্ধে স্থায়ী বহিষ্কারের বিষয়টি শুধুমাত্র পারবে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর।

হারানো ফোন পেয়ে খুশি ভুক্তভোগীরা

জামালপুর প্রতিনিধি: যেকোনো জায়গায় মোবাইল চুরি বা হারিয়ে গেলে তা উদ্ধারে পুলিশ বদ্ধপরিকর বলে জানিয়েছে জামালপুর সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইয়াহিয়া আল মামুন। আর তথ্য ও প্রযুক্তি মাধ্যমে একেরপর এক হারানো ফোন উদ্ধার করে প্রশংসায় ভাসছে সরিষাবাড়ী থানা পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে জামালপুরের সরিষাবাড়ী থানায় এক প্রেসব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইয়াহিয়া আল মামুন। তিনি আরো বলেন,পুলিশের আইসিটি বিভাগের অভিজ্ঞ কর্মকর্তারা তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে মোবাইলের অবস্থান নিশ্চিত হয়ে তা উদ্ধার করেন।হারানোর মাত্রই জিডি বা অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ মোবাইল ফোন উদ্ধার সহ তথ্য ও প্রযুক্তির মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হলে পুলিশ তাদের সহায়তা করতে প্রস্তুত। এসময় চলতি মাসে চুরি ও হারিয়ে যাওয়া ২০ টি ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেয় পুলিশ। এসময় সরিষাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা চাঁদ মিয়া, পুলিশ উপ পরিদর্শক সাইফুল ইসলাম, মোস্তাক আহমেদ সহ মোবাইল ফোনের মালিকরা উপস্থিত ছিলেন।

ধর্মঘটে চাঁদপুর থেকে ট্রেন চলাচল বন্ধ

চাঁদপুর প্রতিনিধি: মূল বেতনের সঙ্গে রানিং অ্যালাউন্স যোগ করে পেনশন এবং আনুতোষিক সুবিধা দেওয়ার বিষয়ে জটিলতা নিরসন না হওয়ায় চাঁদপুরেও কর্মবিরতি পালন করছেন বাংলাদেশ রেলওয়ের রানিং স্টাফরা। গতকাল মঙ্গলবার চাঁদপুর বড় স্টেশন থেকে কোনো ট্রেন ছেড়ে যায়নি। এতে করে চরম বিপাকে পড়েছেন ২ শতাধিক রেলের যাত্রীরা। রেলের রানিং স্টাফদের মধ্যে রয়েছেন ট্রেনচালক, গার্ড, টিকিট চেকার ও অ্যাটেনডেন্স। কর্মবিরতির কারণে গতকাল মঙ্গলবার ভোর পাঁচটায় চট্টগ্রামগামী মেঘনা এক্সপ্রেস ছেড়ে না যায়নি। চট্টগ্রাম থেকে সাগরিকা এক্সপ্রেস ১২.৫০ মিনিটে চাঁদপুরে আসেনি। এতে বিপাকে পড়েছেন যাত্রীরা। অনেকে টিকিট বাতিল করে রিফান্ড করেছেন। শিডিউল অনুযায়ী চাঁদপুরে বেলা ১২.৫০ মিনিটে সাগরিকা আসার কথা। পরে ১.৪৫ মিনিটে সেটি চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে। রাত দশটায় আসে মেঘনা এক্সপ্রেস। ছেড়ে যায় ভোর পাঁচটায় কর্মবিরতি অব্যাহত থাকলে এসব ট্রেন ছেড়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। চাঁদপুর রেলওয়ে প্লাটফরম স্টেশন মাস্টার সোয়াইব সিকদার বলেন, যেসব ট্রেনের শিডিউল বাতিল হয়েছে বা বাতিল হবে সে সব ট্রেনের টিকিট রিফান্ড করা হবে। অনলাইনে যারা টিকেট কেটেছেন তারা অ্যাপসে রিফান্ড পেতে পারবেন। সরাসরি যারা টিকেট কেটেছেন তারা এলে কাউন্টার থেকে টাকা ফেরত নিতে পারবেন। তিনি বলেন, ট্রেন বন্ধ থাকায় যাত্রীরা সড়কপথে গন্তব্যে চলে গেছেন। আমাদের সব প্রস্তুতি আছে। নির্দেশনা এলে আমাদের ট্রেন ছেড়ে যাবে।

মহিনন্দ ইতিহাস ঐতিহ্য সংরক্ষণ পাঠাগারকে ইউএনওর বই উপহার

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি: কিশোরগঞ্জের মহিনন্দ ইতিহাস ঐতিহ্য সংরক্ষণ পাঠাগারকে (ওয়ার্লড বুকের ১৮ খন্ড) বই উপহার প্রদান করেছেন সদরের ইউএনও। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে মহিনন্দ ইতিহাস ঐতিহ্য সংরক্ষণ পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা লেখক ও যুব সংগঠক আমিনুল হক সাদীর কাছে এসব বই তুলে দিয়েছেন কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার মো: এরশাদ মিয়া। এসময় উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলার সমাজসেবা অফিসার মুহাম্মদ মঈনুর রহমান মনির। বই পেয়ে আমিনুল হক সাদী প্রতিক্রিয়ায় বলেন, গবেষণা কর্মের অন্যতম সহায়ক এই বইগুলো আমার কাছে মহামুল্যবান।

ঘোড়াঘাটে পশুখাদ্য হিসেবে বিক্রি হচ্ছে গম চারা

দিনাজপুর প্রতিনিধি: দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট উপজেলার বিভিন্ন বাজারে পশুখাদ্য হিসেবে বিক্রি হচ্ছে গমের সবুজ চারা। বেশি লাভ হওয়ায় কৃষকরা গম উৎপাদনের পরিবর্তে গাছগুলো কেটে বাজারে বিক্রি করছেন। এতে করে পূরণ হচ্ছে না গম উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা। জানা যায়, উপজেলার বিভিন্ন হাটবাজারে এখন বিক্রি হচ্ছে গমের সবুজ চারা। বেশি লাভ হওয়ায় কৃষকরা গমের গাছগুলো কেটে আটি বেঁধে বাজারে বিক্রি করছেন। বাজারে প্রতি আটি ১০ টাকা করে বিক্রি হচ্ছে। যা গরু, ছাগল, ভেঁড়াসহ সকল প্রকার পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কৃষকরা জানান, প্রতি বিঘা জমিতে সর্বোচ্চ ৮ মণ গম পাওয়া যায়। ২ হাজার টাকা মণ হিসেবে যার মূল্য ১৬ হাজার টাকা। সেখানে প্রতি বিঘা জমিতে গমের গাছ হবে ৪ হাজারের বেশি আঁটি। যার মূল্য হবে ৪০ হাজার টাকার বেশি। এছাড়া গম পরিপক্ব হওয়ার জন্য আরও ২ মাস জমিতে রাখতে হবে। এজন্য আগেই পশুখাদ্য হিসেবে কৃষকরা গমের গাছ বিক্রি করছেন। পরবর্তীতে ওই জমিতে অন্য ফসল ফলাতে পারবেন। তাই জমির সদ্য ফুলে বের হওয়া গমের গাছগুলো কেটে বাজারে বিক্রি করেছেন স্থানীয় কৃষকরা। উপজেলার মগলিশপুর গ্রামের কৃষক গনেশ জানান, তিনি ২০ শতাংশ জমির সদ্য ফুলে বের হওয়া গমের গাছ বাজারে বিক্রি করতে নিয়ে এসেছেন। প্রতি আটি গমের গাছ ১০ টাকা দরে বিক্রি করছেন। তিনি বলেন, গম গাছ পরিপক্ক করার চেয়ে, কাঁচাঘাস হিসেবে বাজারে চারা বিক্রি করাই বেশি লাভ। এছাড়া কম সময়ে বাজারে বিক্রি করে জমিতে অন্য ফসলের আবাদ করা যাবে। উপজেলা কৃষি অফিসের তথ্য অনুযায়ী সারিয়াকান্দি উপজেলায় দিনদিন গমের আবাদ কমে যাচ্ছে। এ বছর ভূট্টার আবাদ দ্বিগুণ হওয়ায় এবার গমের আবাদ অর্ধেকে নেমে এসেছে। উপজেলায় গত বছর ১১০ হেক্টর জমিতে গমের আবাদ হয়েছিল। এ বছর গম চাষের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১০০ হেক্টর। চলতি মৌসুমে ৫০ হেক্টর জমিতে গমের আবাদ হয়েছে। সারিয়াকান্দি উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জানান, ভুট্টায় বেশি লাভ হওয়ায় এ উপজেলায় কৃষকরা ভুট্টা চাষে বেশি ঝুঁকে পড়েছেন। ফলে গমের আবাদ কমে গেছে। কৃষকেরা পশুখাদ্য হিসেবে গমের সবুজ গাছ বাজারে বিক্রি করছেন। এতে করে গম চাষের লক্ষ্যমাত্রা ও উৎপাদন দুটোই কমে যাচ্ছে।

মান্দায় প্রতিবন্ধী রবিউল পেলেন চার্জার রিকশা

নওগাঁ প্রতিনিধি: নওগাঁর মান্দায় শারিরীক প্রতিবন্ধী রবিউল ইসলামকে (৩০) একটি চার্জার রিকশা প্রদান করা হয়েছে। উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উদ্যোগে রবিউলকে এ রিকশাটি প্রদান করা হয়। প্রতিবন্ধী রবিউল ইসলাম উপজেলার প্রসাদপুর ইউনিয়নের পার-এনায়েতপুর গ্রামের কফিল উদ্দিনের ছেলে। এ সময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শাহ আলম মিয়া, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শারমিন জাহান লুনা, মান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনসুর রহমান, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা শাকিল আহমেদ, ইউপি চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম বাবুল চৌধুরী, নওফেল আলী মণ্ডল, আব্দুল মতিন মণ্ডল ও ডা. তোফাজ্জল হোসেন উপস্থিত ছিলেন। প্রসাদপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুল মতিন মণ্ডল বলেন, জন্মগতভাবেই শারিরীক প্রতিবন্ধী ছিলেন রবিউল ইসলাম। অভাবের সংসার হওয়ায় ভিক্ষাবৃত্তি করেই সংসার চালাতেন। বিষয়টি উপজেলা প্রশাসন ও সমাজসেবা কার্যালয়ের নজরে আনা হলে তাকে পুর্নবাসনের লক্ষ্যে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শাহ আলম মিয়া বলেন, ভিক্ষুক পুর্নবাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান প্রকল্পের আওতায় প্রতিবন্ধী রবিউল ইসলামকে একটি চার্জার রিকশা দেওয়া হয়েছে। এখন থেকে এর উপার্জিত অর্থ দিয়েই যেন রবিউল ইসলাম সংসার চালাতে পারেন। আর ভিক্ষাবৃত্তি করতে না হয়।

বিক্রির জন্য বরইয়ের পসরা সাজিয়ে বসেছেন এক পাহাড়ি নারী। বনরূপা, দেওয়ান পাড়া, রাঙামাটি

লিবিয়ায় মৃত্যু: সন্তানের লাশ ফেরত চান বাবা-মা

মাদারীপুর প্রতিনিধি: ইতালি যেতে পারলে পরিবারে সচ্ছলতা আসবে। দূর হবে দুঃখ-কষ্ট। এই আশায় মাদারীপুর থেকে ইতালির উদ্দেশে রওনা হয়ে অসংখ্য যুবক পাড়ি জমিয়েছে লিবিয়াতে। সেখান থেকে কেউ কেউ ইতালি পৌঁছাতে পারলেও নৌকা ডুবিতে মৃত্যু, দালালের হাতে আটকে থেকে দফায় দফায় টাকা দিয়ে বাড়িতে ফেরত আসা আবার টাকা দিয়েও মৃত্যু বরণের শিকার হতে হচ্ছে অনেক তরুণকে। রঙিন স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে রূপ নেয় লিবিয়ার গেমঘরে! দালাল বা মাফিয়াদের হাতে বন্দি থেকে! সম্প্রতি রাকিব মহাজন নামে এক তরুণ দালালদের অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হয়ে মারা গেছেন। অথচ তাকে মুক্তি দিতে পরিবারের কাছ থেকে দালালচক্র হাতিয়ে নিয়েছে ৪২ লাখ টাকা! এখন ছেলের লাশ চান তারা বাবা-মা। শেষ বার একটু ছুঁয়ে দেখতে চান সন্তানকে! খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, উন্নত জীবনের আসায় ইতালিতে পাড়ি জমাতে গিয়ে টানা তিন মাস লিবিয়ার বন্দিশালায় অমানুষিক নির্যাতনের পর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় মাদারীপুরের রাকিব মহাজন! অথচ তার মুক্তির জন্য মাফিয়াদের দফায় দফায় ৪২ লাখ টাকা দিয়েছে রাকিবের পরিবার। রাকিবের মৃত্যুর খবর আসার পর কান্নায় ভেঙে পড়েন স্বজনরা। মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনতে সরকারের সহযোগিতা চেয়েছেন পরিবার। দালালদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন স্বজন ও এলাকাবাসী। নিহতের পরিবারের সদস্যরা জানায়, 'তিন বছর আগে উন্নত জীবনের আশায় বাড়ি ছাড়ে মাদারীপুর সদর উপজেলার পখিরা গ্রামের নাজিম উদ্দিন মহাজনের ছেলে রাকিব মহাজন। এরপর ধরা পড়ে লিবিয়ার মাফিয়াদের হাতে। সেখানেই রাকিবকে বন্দি করে চালানো হয় নির্যাতন। পরিবার কয়েক দফা মুক্তিপণের টাকা দিলেও মুক্তি মেলেনি রাকিবের।' স্বজনরা জানায়, স্থানীয় দালাল জাহাঙ্গীর মৃধার প্রলোভনে পড়ে রাকিব। পরে জাহাঙ্গীরের ভায়রা সোহাগ মাতুব্বরের মাধ্যমে ২৭ লাখ টাকায় ইতালী পাঠানোর চুক্তি হয়। সমুদ্রপথে লিবিয়া হয়ে ইতালী যাওয়ার সময় লিবিয়ার দালালরা বন্দিশালায় জিম্মি করে রাকিবকে। এরপর আদায় করে মুক্তিপণের টাকা। শেষে রাকিবকে বিক্রি করে দেওয়া হয় লিবিয়ায় বসবাসরত মাদারীপুরের ঝাউদির গ্রামের আরেক দালাল মাজেদ ফলিকার কাছে। সেও একই পদ্ধতিতে পরিবার থেকে আদায় করে আরও ১৫ লাখ টাকা। এরপর রাকিবকে খাবার দেওয়া বন্ধ করে দেয় দালালরা। পরে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে লিবিয়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে রাকিবকে রেখে পালিয়ে যায় মাফিয়ারা। গত বুধবার বাংলাদেশ সময় দুপুর ১টার দিকে মৃত্যু হয় রাকিবের।' নাজিম উদ্দিন মহাজন বলেন, 'এক দালালের মাধ্যমে প্রথমে চুক্তি হয়। পরে লিবিয়ায় পৌঁছালে আবারো বিক্রি করে দেয় আমার ছেলেকে। পরে অন্য দালাল বন্দিশালায় জিম্মি করে নির্যাতন করে আদায় করে লাখ লাখ টাকা। রাকিবের মৃত্যুর খবর আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না।

নাসিরনগরে শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি: ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর উপজেলার ভলাকুট ইউনিয়ন বিএনপি'র সভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মো: বরকত উল্ল্যাহ'র ব্যক্তিগত উদ্যোগে আড়াইশতাধিক শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকালে স্থানীয় ভলাকুট বাজার চত্বরে ভলাকুট ইউনিয়নের বিভিন্ন ওর্য়াডের অসহায় দরিদ্র আড়াইশতাধিক শীতার্তদের মাঝে এসব কম্বল বিতরণ করা হয়। কম্বল বিতরণ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি এম এ হান্নান। ভলাকুট ইউনিয়ন বিএনপি'র সভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মো: বরকত উল্ল্যাহ'র সভাপতিত্বে উপজেলা যুবদলের যুগ্ম-আহবায়ক তৌহিদুল ইসলামের পরিচালনায় কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ভলাকুট ইউনিয়ন বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক মো: বাচ্চু মিয়া,উপজেলা বিএনপির সদস্য মো: মফিজুল ইসলাম,মো: মুজিবুর রহমান,উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব মো: মাসুদ চৌধুরী,উপজেলা সেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব মো: নজরুল ইসলাম,সাংবাদিক মো: আশরাফ উদ্দিন,সদর ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি মুখলেছুর রহমান,নাসিরনগর সরকারি কলেজ ছাত্রদলের আহবায়ক মো: ইয়াসিন মাহমুদ ।

চারপাশ আলো করে ফুটে থাকা সূর্যমুখী ফুলে মধু সংগ্রহ করতে ব্যস্ত মৌমাছিরা। টেবুনিয়া, পাবনা

শুরু হলো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির টিকিট বিক্রি

স্পোর্টস ডেস্ক : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালের টিকিট বিক্রি হবে ম্যাচের মাত্র চার দিন আগে। আইসিসি বলছে, ৪ মার্চ নির্ধারিত প্রথম সেমিফাইনাল শেষ হওয়ার পরই ফাইনালের টিকিট বিক্রি হবে। ফাইনালের জন্য এত দেরীতে টিকিট ছাড়ার কারণে, টুর্নামেন্টের হাইব্রিড মডেল। ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া আট দলের টুর্নামেন্টের জন্য গত সোমবার টিকিট বিক্রির ঘোষণা দিয়ে, আইসিসি বলেছে ৪ মার্চ নির্ধারিত প্রথম সেমিফাইনালের পরে ফাইনালের টিকিট পাওয়া যাবে। ভারত শেষ চারে উঠুক বা না পারুক না কেন, প্রথম সেমিফাইনালের আয়োজন করবে দুবাই ইন্টারন্যাশনাল। ভারত ফাইনালে উঠলে সেটাও দুবাইয়ের মাঠেই হবে। দ্বিতীয় সেমিফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে লাহোরে, এবং ভারত যদি ফাইনালের টিকিট না পায়, সেক্ষেত্রে ফাইনাল ম্যাচ হবে লাহোরে। আট দলের ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আসর পাকিস্তানের করাচি, রাওয়ালপিন্ডি, লাহোর এবং দুবাই; এই চারটি ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হবে। পাকিস্তানে গ্রুপ পর্বের ম্যাচ হবে করাচি, লাহোর ও রাওয়ালপিন্ডিতে। দুবাইয়ে ম্যাচের টিকিট বিক্রির কথা এখনও জানানো হয়নি। আজ সকাল থেকে গ্রুপ ম্যাচের টিকিট ও দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচের টিকিট বিক্রি হবে। বিক্রি করা হবে জেনারেল স্ট্যান্ডের টিকিট। যার মূল্য পাকিস্তানি রুপিতে ১০০০ ও ১৫০০। জানা গেছে, ১০টি ম্যাচের টিকিট বিক্রি করা হবে। সবটাই হবে অনলাইনে। তবে, ফাইনালের টিকেট পাওয়া যাবে ম্যাচের কেবল চার দিন আগে।

লেস্টার সিটি ছাড়লেন হামজা

স্পোর্টস ডেস্ক : লেস্টার সিটি ছেড়ে দ্বিতীয় স্তরের ক্লাব শেফিল্ড ইউনাইটেডে যোগ দিয়েছেন বাংলাদেশের হামজা চৌধুরী। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব থেকে তাকে ধারে দলে নিয়েছে ইংলিশ ফুটবল লিগ চ্যাম্পিয়নশিপের ক্লাব শেফিল্ড। শেফিল্ডের আগে বার্টন আলবিয়ন ও ওয়াটফোর্ডেও ধারে খেলেছেন হামজা। তবে শেফিল্ডে স্থায়ী হওয়ার শর্তও রয়েছে বাংলাদেশি এই ডিফেন্ডারের। লেস্টারের সঙ্গে এখনো ২ বছরের চুক্তি আছে হামজার। তবে চলতি মৌসুমে লেস্টারে খেলার সুযোগ পাচ্ছেন না তিনি। হামজাকে পরিকল্পনায় রাখছেন না কোচ রুদ ফন নিস্টেলরয়। সব ধরনের প্রতিযোগিতায় তিনি হামজাকে খেলিয়েছেন মাত্র ৬ ম্যাচ। ২০১৫ সালে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর লেস্টারের জার্সিতে সব মিলিয়ে ৯১ ম্যাচ খেলেছেন হামজা।

আল হিলালের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করলো নেইমার

স্পোর্টস ডেস্ক : বেশ কয়েকদিন ধরেই চলছিল টানাপোড়েন। নেইমার আল হিলালে থাকবেন নাকি থাকবেন না, তা নিয়ে চলছিল নানান কথা। অবশেষে ভাগ্য অন্বেষণে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি নিয়েই ফেললেন নেইমার। সৌদি আরবের পাঠ চুকিয়ে দিয়েছেন তিনি। আল হিলালের সঙ্গে চুক্তি থেকে বেরিয়ে গেছেন ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নেইমারের চুক্তি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার খবর দেয় আল হিলাল। সৌদি প্রো লিগের ক্লাবটি জানায়, দুই পক্ষের সমঝোতার মাধ্যমেই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে ব্রাজিলিয়ান ক্লাব সান্তোসের সঙ্গে চুক্তির পথ সুগম হলো নেইমারের। ফুটবল-বিষয়ক ওয়েবসাইট ইএসপিএন গত রোববার জানিয়েছিল, ছোটবেলার ক্লাব সান্তোসের সঙ্গে ৬ মাসের চুক্তি নিয়ে আলোচনা করছেন নেইমার। যেখানে এই সম্ভাব্য চুক্তির মেয়াদ আরও দেড় বছর বর্ধিত করার সুযোগও রাখছে দুই পক্ষ। সমঝোতা সহজ সম্পন্ন করতে চুক্তি অনুযায়ী প্রাপ্য বেতনের একটি অংশ নেবেন না নেইমার। ব্রাজিলিয়ান তারকার ছেড়ে দেওয়া অর্থের পরিমাণ ২ কোটি ৫০ লাখ থেকে ৩ কোটি ডলারের মধ্যে। কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী নেইমারের পাওয়ার কথা ৬ কোটি ৫০ লাখ ডলার। ২০২৩ সালে ৯ কোটি ৭৬ লাখ ডলারের বিনিময়ে প্যারিস সেইন্ট জার্মেই (পিএসজি) থেকে আল হিলালের সঙ্গে ২ বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হন নেইমার। এরপর হ্যামস্ট্রিং ইনজুরিতে পড়ে একটানা এক বছর মাঠের বাইরেই ছিলেন তিনি। ফেরার পর দুই ম্যাচ না খেলতেই আবারও ইনজুরিতে চলে যান ব্রাজিলিয়ান তারকা। এরপর আর মাঠেই নামা হয়নি। আল হিলালের জার্সিতে মাত্র ৭ ম্যাচ খেলেন নেইমার। এসব ম্যাচে গোল করেন মাত্র ১টি। সেটি ২০২৩ সালের ৩ অক্টোবর এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্বে নাসাজি মাজানদারানের বিপক্ষে।

দলে চমক আনার সঙ্কেত দিলেন আর্থার

স্পোর্টস ডেস্ক : ৮ জয়ে ১৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে রয়েছে রংপুর রাইডার্স। টানা ৮ ম্যাচ জিতে সবার আগে প্লে-অফ নিশ্চিত করেছে রাইডাররা। পরের ম্যাচে চিটাগং কিংসকে হারাতে পারলেই নিশ্চিত করে ফেলবে কোয়ালিফায়ার। রংপুর রাইডার্সের দল এমনিতেই তারকায় ঠাসা। প্লে-অফকে সামনে রেখে আরও কিছু তারকাকে দলে ভেড়ানোর গুঞ্জন রয়েছে। আলোচনায় রয়েছে ডেভিড ওয়ার্নার, সুনীল নারাইনের মত টি-টোয়েন্টি স্পেশালিস্টদের নাম। রংপুরের প্রধান কোচ মিকি আর্থারও দলে বড় নাম সাইন করানোর ব্যাপারটি নিশ্চিত করেছেন। যদিও কারও নাম নিতে চাননি তিনি। সংবাদ সম্মেলনে আর্থার বলেছেন, 'হ্যাঁ কিছু বিদেশি সাইনিং নিয়ে কাজ চলছে। সব চূড়ান্ত হওয়ার পর জানাবো আপনাদেরকে। (হাসি) অনেক বড় নাম আছে এখানে। আমরা যাদের সাথে কথা বলছি। এর চেয়ে বেশি কিছু আপনাকে জানাতে পারছি না।' সর্বশেষ দুই ম্যাচে দুর্বার রাজশাহীর কাছে হেরেছে রংপুর। টানা ভালো খেলতে থাকা রংপুর রাইডার্সের এমন ছন্দপতন কিছুটা অবাক করেছে সবাইকেই। তাও আবার বিতর্কে জর্জরিত দুর্বার রাজশাহীর কাছে টানা দুই ম্যাচে হার। বিষয়টি নিয়ে অত চিন্তিত নন আর্থার। চান দল যেন ভুল শুধরে ঘুরে দাঁড়াতে পারে। আর্থার বলেন, 'না (চিন্তিত না) আসলে আমরা কিছুটা মোমেন্টাম হারিয়েছি মনে হয়। টানা ৮ ম্যাচ আমরা ভালো খেলেছি। মাঝে ৬ দিনের গ্যাপ। এরপর সেই মোমেন্টামটা আর খুঁজে পাইনি। কিছু জায়গায় কাজ করলেই আবার ঠিক হয়ে যাব আমরা। তবে দ্রুত এটি করতে হবে আমাদের। কারণ সামনে অনেক ব্যস্ত সপ্তাহ আসছে।' টপ অর্ডারে খেলা ব্যাটারদের রান না পাওয়ার ব্যাপারে আর্থার জানিয়েছেন, 'উইকেট কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। এই উইকেট বেশি পরীক্ষা নিচ্ছে ব্যাটারদের। প্রপার ক্রিকেট শট খেলা নিয়ে কাজ করেছি আমরা। আমার মনে হয় আমরা যেসব শট খেলে শেষ ম্যাচে আউট হয়েছি সেগুলো অনেক সফট শট ছিল। ভালো হয়নি সেখানে। কথা বলেছি সেসব নিয়ে। আমি প্রতিটি প্লেয়ারের মধ্যে ১০০% বিশ্বাস করি। কারণ আমি তাদের পারফর্ম করতে দেখেছি। গায়ানাতে কঠিন কন্ডিশনে তাদের পারফর্ম করতে দেখেছি। আমি জানি তাদের সামর্থ্য কী। কেবল চাই তারা জয়ের ধারায় ফিরুক। কাল ভালো একটি পারফরম্যান্স চাই।' এবারের বিপিএলের উইকেট অন্যান্য আসরের চেয়ে ভালো ছিল। আগের আসরে একের পর এক লো স্কোরিং ম্যাচে বিরক্ত ছিলেন দর্শকরা।

জুভেন্টাস ছাড়ছেন দানিলো

স্পোর্টস ডেস্ক : জুভেন্টাসের সঙ্গে সাড়ে ৫ বছরের সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন ব্রাজিলের ডিফেন্ডার দানিলো। আগামী জুন পর্যন্ত চুক্তির মেয়াদ থাকলে ব্রাজিল জাতীয় দলের বর্তমান অধিনায়ক জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি আর প্রিয় ক্লাবটিতে থাকছেন না। ২০১৯ সালে ইতালিয়ান সিরিআর ক্লাবটির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে ব্রাজিল তারকা খেলেছেন মোট ২১৩ ম্যাচ, গোল করেছেন ৯টি। গত সোমবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে আবেগঘন পোস্টের মাধ্যমে জুভেন্টাস ছাড়ার কথা জানান দানিলো। দুপক্ষের সমঝোতার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানায় জুভেন্টাস।
সিরিআর ক্লাবের জার্সিতে ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার সর্বশেষ খেলেন গেল বছরের ডিসেম্বরে ভেনেজিয়ার বিপক্ষে। এক্সে দানিলো লেখেন, 'প্রিয় বিয়ানকোনেরি, আমি কোথা থেকে শুরু করবো, সত্যিই বুঝতে পারছি না।

সত্যি হলো তাসকিনের আশঙ্কা আবারও বাউন্স হলো চেক

স্পোর্টস ডেস্ক : 'ওটা (চেক বাউন্স) হলে তো কিছু করার নেই। আশা করি হবে না, উইকেটের মতো বাউন্স করবে না'। নিতান্তই মজা করে কথাটি বলেছিলেন তাসকিন আহমেদ। কিন্তু দুর্ভাগ্য স্বরূপ সেটাই হলো। দুর্বার রাজশাহীর প্লেয়ারদের পেমেন্ট চেক আবারও বাউন্স হয়েছে। বিপিএলে প্রতিদিনই নতুন, নতুন সব ঘটনার জন্ম দিচ্ছে দুর্বার রাজশাহী ফ্র্যাঞ্চাইজি। আবারও চেক বাউন্স হওয়াতে নতুন করে বিপদে দুর্বার রাজশাহীর ক্রিকেটাররা। খেলোয়াড়দের পারিশ্রমিক যথা সময়ে না দেওয়া, চট্টগ্রামে হোটেল বিল দিতে না পেরে বিব্রতকর অবস্থা, টাকা পাননি বলে ম্যাচ বয়কট করে দলের বিদেশি ক্রিকেটাররা; এমন নানা নেতিবাচক ঘটনার পর গতকাল রাজশাহীকে নিয়ে সর্বশেষ বিতর্ক, প্লেয়ারদের পেমেন্ট চেক আবারও বাউন্স হয়েছে। রাজশাহীর ইতোমধ্যে গ্রুপ পর্বের সব ম্যাচ খেলা শেষ। প্লে-অফের দৌড়ে তারা এখনও টিকে থাকলেও তাকিয়ে থাকতে হবে অন্য দলগুলোর দিকে। এই ক্ষেত্রে রাজশাহী যদি প্লে-অফে সুযোগ না পায় তাহলে চলমান বিপিএলে তাদের আর কোনো ম্যাচ নেই।

স্বাস্থ্য

রাতে ঘন ঘন প্রস্রাবের কারণ কী?

স্বাস্থ্য ডেস্ক : রাতে বার বার ঘুম থেকে উঠে মূত্রত্যাগের এ রোগের নাম নকটারিয়া একদিন এক বন্ধুর বাবা-মা বলছিলেন যে, তারা রাতে ভাল করে ঘুমাতে পারেন না। তার কারণ হিসেবে তারা বলছিলেন, তাদের বয়স হয়ে গেছে, হয়তো সে কারণেই রাতে অনেকবার উঠে টয়লেট যেতে হয়। ফল স্বরূপ, রোজ সকালে বেশ ক্লান্তি অনুভব করেন তারা। বিশ্বের সব দেশেই এ অভিযোগ কমবেশি শোনা যায়। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে লজ্জা আর কুণ্ঠার কারণে চিকিৎসকের পরামর্শ দূরে থাক, আপনজনদের কাছেও মুখ ফুটে প্রকাশ করেন না বেশিরভাগ মানুষ। অথচ চিকিৎসকের পরামর্শ আর জীবনযাত্রায় পরিবর্তনের মাধ্যমে এ সমস্যা সমাধান সম্ভব। চিকিৎসকের ভাষায় এটি একটি শারীরিক সমস্যা, আর এ সমস্যার একটা আনুষ্ঠানিক নামও আছে। একে বলা হয় নকটারিয়া বা রাতের বেলা বার বার ঘুম থেকে উঠে মূত্রত্যাগ করতে শৌচাগার বা টয়লেট ব্যবহার করা। যুক্তরাজ্য ভিত্তিক স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল কন্টিনেন্স সোসাইটির তথ্য অনুযায়ী, নকটারিয়ার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, রাতে ঘুম ভেঙে অন্তত দুই বার প্রস্রাব করার জন্য যদি কাউকে উঠতে হয়, তাহলে তিনি এ রোগে আক্রান্ত।
এই সমস্যার কারণে ঘুম এবং জীবনযাপন- দুটোতেই বিঘ্ন তৈরি হয়। বয়স্ক মানুষের মধ্যে এই সমস্যা বেশি দেখা যায়। এক হিসাব অনুযায়ী, ৭০ বছরের বেশি বয়সী প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে তিন জনই এই সমস্যায় ভোগেন। এছাড়া আবহাওয়া এবং সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে গর্ভবতী নারীরাও এই সমস্যায় পড়েন অনেক সময়ই। তবে কম বয়সীরাও এতে আক্রান্ত হতে পারেন। নারী-পুরুষ যে কেউই এ সমস্যায় আক্রান্ত হতে পারেন। নকটারিয়ার কারণ কী? দুটি কারণে নকটারিয়া দেখা দিতে পারে। একটি হচ্ছে মূত্রথলির ধারণ ক্ষমতা কমে যাওয়া এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে মূত্র উৎপাদন বেড়ে যাওয়া। এই অবস্থাকে পলিইউরিয়া বলা হয়। প্রথম কারণটির ক্ষেত্রে একটি অঙ্গের ধারণক্ষমতার কথা বলা হচ্ছে, যা সাধারণত ৩০০-৬০০ মিলিলিটার হয়ে থাকে। দুটি কারণে এই ধারণক্ষমতা কমতে পারে। এগুলো হচ্ছে- প্রথমত, শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন। পুরুষের ক্ষেত্রে এটা সাধারণত হয়ে থাকে বেনাইন প্রোস্টেটিক হারপারট্রফি নামে এক ধরণের স্বাস্থ্যগত সমস্যার কারণে। এই সমস্যায় পুরুষের প্রোস্টেট বড় হয়ে যায়। নারীদের ক্ষেত্রে স্থূলতা এবং পেলভিক অরগ্যান প্রোল্যাপসের মতো সমস্যায় এই রোগ দেখা দিতে পারে। পেলভিক অরগ্যান প্রোল্যাপসের ক্ষেত্রে জরায়ু, মূত্রথলি বা মলদ্বার দুর্বল হয়ে পড়ে বা ঢিলা হয়ে যায়। আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, অন্যান্য সমস্যা যেমন ওভারঅ্যাকটিভ ব্ল্যাডার সিনড্রোম, সংক্রমণ, সিস্টাইটিস ইত্যাদি স্বাস্থ্য সমস্যা থাকলেও নকটারিয়া হতে পারে। পলিইউরিয়ার মতোই নকটারিয়া বা রাতে মূত্র উৎপাদনের হার অ্যান্টি-ডিউরেটিক হরমোনের প্রভাবে কমে যায়। কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমাদের দেহে এই হরমোনের নিঃসরণ রাতে বেলা কমে যায়। অন্যান্য অনেক রোগের কারণে নকটারিয়া দেখা দিলেও এটিই এই সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ। এছাড়া ডায়াবেটিস, এডেমাটোস স্টেটস বা টিস্যুতে অত্যধিক তরল আটকে থাকার কারণে ফোলা ভাব, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, সন্ধ্যায় বেশি পরিমাণে তরল গ্রহণ, অতিমাত্রায় ক্যাফেইন, অ্যালকোহল বা তামাক গ্রহণের কারণেও এটি হতে পারে। এছাড়া কিছুকিছু রোগের ওষুধ গ্রহণের কারণেও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে মূত্র উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মূত্রথলির কার্যক্রমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। এসব ওষুধ হচ্ছে: ডায়রেটিকস- তরল ধারণ ক্ষমতার চিকিৎসা এবং উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসায় এটি ব্যবহৃত হয়। অ্যান্টিকলোনারজিকস- ওভারঅ্যাকটিভ ব্ল্যাডার সিনড্রোমের চিকিৎসায় এটি ব্যবহার করা হয়। এই ওষুধ সেসব স্নায়ুর সংকেতে বিঘ্ন ঘটাতে পারে যেগুলো এই অঙ্গগুলো নিয়ন্ত্রণ করে এবং এর কারণে ঘন ঘন প্রস্রাবের চাপ আসতে পারে। দেখা দিতে পারে নকটারিয়া। উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধ খেলে এই সমস্যা দেখা দিতে পারে। ডিপ্রেশন বা বিষণ্ণতা প্রতিরোধে ওষুধ সেবনেও এ ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। কারণ এগুলো অনেক সময় অ্যান্টিডিউরেটিক হরমোনের কাজ কমিয়ে দেয়। বাইপোলার ডিসঅর্ডারের মতো মানসিক সমস্যার চিকিৎসায় ব্যবহৃত লিথিয়াম ওষুধ সেবনেও এই সমস্যা দেখা দিতে পারে। তবে তার মানে এই নয় যে, যারা এসব রোগের চিকিৎসায় এ ধরনের ওষুধ সেবন করছেন তারা সবাই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে এ ধরণের উপসর্গে পড়বেন বা নকটারিয়াতে আক্রান্ত হবেন। যদি কেউ মনে করেন যে তার মধ্যে এ ধরণের প্রভাব বা উপসর্গ দেখা দিচ্ছে এবং তিনি যদি এটি নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকেন তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিত। এতে করে তারা ওই ওষুধ পরিবর্তন করে বা বিকল্প কোন উপায় সম্পর্কে পরামর্শ দিতে পারেন। নকটারিয়া কীভাবে বন্ধ করা যায়? নকটারিয়া আক্রান্ত প্রত্যেক মানুষের চিকিৎসা আলাদাভাবে করতে হবে। কারণ একেকজনের আক্রান্ত হওয়ার পেছনে আলাদা আলাদা হাজারো কারণ থাকতে পারে। তারপরেও চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী এখানে মৌলিক কয়েকটি টিপসের কথা উল্লেখ করা হলো, যা সাধারণভাবে সব বয়সের নকটারিয়া আক্রান্ত রোগীর কাজে আসতে পারে - নকটারিয়া বন্ধে অ্যালকোহল, কফি এবং তামাক অবশ্যই পরিহার করতে হবে। জীবনযাত্রায় পরিবর্তন: ঘুমাতে যাওয়ার অন্তত চার থেকে ছয় ঘণ্টা আগে তরল খাবার খাওয়া কমিয়ে আনুন। রাতের বেলা অ্যালকোহল এবং ক্যাফেইন গ্রহণ পরিহার করতে হবে। ধূমপান ত্যাগ করুন। ওজন বেশি থাকলে তা কমিয়ে ফেলুন। ঘুমাতে যাওয়ার আগে মূত্রত্যাগ করুন।

হার্ট অ্যাটাক ও কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট কী সম্পূর্ণ আলাদা?

স্বাস্থ্য ডেস্ক : হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়া- বাংলায় এটাই বলা হয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। কিন্তু হার্টের সমস্যাকে ইংরেজিতে বলতে গেলে সাধারণত দু'টি কথা বলে সবাই। এর একটি হলো 'হার্ট অ্যাটাক' এবং অন্যটি 'কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট'। দু'টি প্রায় সমার্থক শব্দ হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। কাকে বলে হার্ট অ্যাটাক আর কাকে বলে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট? হার্ট অ্যাটাক : যখন করোনারি আর্টারি কোনো কারণে ব্লক হয়ে যায়, আর এর কারণে যদি হার্টের পেশিতে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়, তাহলে তাকে বলে হার্ট অ্যাটাক। হৃদযন্ত্রে দু'টি আর্টারি থাকে। বাম এবং ডান। কোনো কারণে এগুলো ব্লক হয়ে গেলে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট : এটি একেবারেই আলাদা। কোনো কারণে হার্টের পাম্পিং পদ্ধতি বা স্পন্দনের ক্ষেত্রে সমস্যা হলে এটি হয়। এটি হার্টের ইলেকট্রিক্যাল সমস্যা থেকেই হতে পারে। এর সাথে ব্লকের সম্পর্ক খুব একটা নেই। দু'টির মধ্যে সম্পর্ক চিকিৎসকরা বলছেন, হার্ট অ্যাটাক হয় হৃদযন্ত্রে রক্ত চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হলে। কিন্তু কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হলো হৃদযন্ত্রের একটি কর্মপদ্ধতিগত সমস্যা। কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের ফলে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। কিন্তু হার্ট অ্যাটাকের কারণে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয় না। দু'টির কারণও আলাদা হার্ট অ্যাটাক : এর সাথে সম্পর্ক আছে জীবনযাপনের। ধূমপান, কোলেস্টেরল বেড়ে যাওয়া, ডায়াবেটিস, পরিবারের হার্টের অসুখের ইতিহাসের মতো কারণ থাকতে পারে এর পেছনে। কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট : এটির সাথে জীবনযাপনের সম্পর্ক কম।
মারাত্মক পরিমাণে হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথির কারণে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হতে পারে। কম বয়সীদের মধ্যে কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের অন্যতম কারণ এটি।

শিশুদের হার্টে ছিদ্র হওয়ার কারণ জেনে নিন

স্বাস্থ্য ডেস্ক : মানুষে হৃদপিণ্ডে ছিদ্র থাকা মূলত একটি জন্মগত ত্রুটি। সাধারণত গর্ভাবস্থায় শিশুর হৃৎপিণ্ডের বিকাশজনিত সমস্যা কারণে এই ছিদ্র দেখা দিতে পারে। বাংলাদেশ হৃদরোগ বিশেষজ্ঞদের করা সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গিয়ে, দেশটিতে প্রতি ১ হাজার শিশুর মধ্যে আট থেকে নয়জন এই হৃদপিণ্ডের ছিদ্রজনিত সমস্যায় ভুগে থাকে। তবে প্রকৃত সংখ্যা আরো বেশি বলে ধারণা করছেন বাংলাদেশ শিশু হাসপাতালের শিশু হৃদরোগ বিভাগের প্রধান এবং সিনিয়র কনসালট্যান্ট ডা. খলিফা মাহমুদ তারিক। যদি শুরুতেই সমস্যাটি ধরা পড়ে, তাহলে দ্রুত চিকিৎসার মাধ্যমে শিশুকে সম্পূর্ণ সুস্থ করা সম্ভব। তবে যদি দেরি হয়, জটিলতা ততো বাড়ে। এর চিকিৎসা কেমন হবে সেটা নির্ভর করে ছিদ্রটি হার্টের কোথায় আছে এবং ছিদ্রটি কত বড় সেটার ওপর। হৃদপিণ্ডের ছিদ্রের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল, ব্রিটেনের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ-এনএইচএস এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের থেকে। হৃদপিণ্ডে ছিদ্র ফুসফুসীয় ধমনীর মাধ্যমে ফুসফুসে পৌঁছায়। ফুসফুস ওই দূষিত রক্তে অক্সিজেনের যোগান দেয়। এরপর ফুসফুস থেকে বিশুদ্ধ রক্ত হৃদপিণ্ডের বাম অলিন্দে প্রবেশ করে এরপর বাম নিলয়ে যায়। হৃদপিণ্ডের বাম নিলয়ে আসা এই অক্সিজেন সমৃদ্ধ বিশুদ্ধ রক্ত মহা-ধমনীর মাধ্যমে সারা শরীরে প্রবাহিত হয়। হার্টে ছিদ্র থাকলে অর্থাৎ এএসডি বা ভিএসডি থাকলে ফুসফুসের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত রক্ত চলাচল অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে। কারণ ছিদ্রটি রক্তের স্বাভাবিক গতিপথে বাধা দেয়। বাম অলিন্দ থেকে অক্সিজেন সমৃদ্ধ বিশুদ্ধ রক্ত বাম নিলয়ে যাওয়ার কথা থাকলেও, এএসডি এর কারণে কিছু বিশুদ্ধ রক্ত ডান অলিন্দে চলে যায়। এতে বিশুদ্ধ রক্ত দূষিত রক্তের সাথে মিশে যায় এবং ফুসফুসের দিকে প্রবাহিত রক্তের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। আবার ভিএসডি থাকলে বাম নিলয়ের কিছু বিশুদ্ধ রক্ত ছিদ্র দিয়ে ডান নিলয়ে প্রবেশ করে। এতে বিশুদ্ধ ও দূষিত রক্ত একসাথে মিশে যায়। এই রক্তই আবার ফুসফুসে ফিরিয়ে আনে। ছিদ্র বড় হলে বা দীর্ঘদিন ধরে থাকলে হার্ট এবং ফুসফুসের ক্ষতি করতে

মানুষের হৃৎপিণ্ডের চারটি প্রকোষ্ঠ থাকে। ওপরের দুটি হল অলিন্দ বা অ্যাট্রিয়া ও নিচের দুটি নিলয় বা ভেন্ট্রিকল। ওপরের দুটি অ্যাট্রিয়া ইন্টারএট্রায়াল সেপ্টাম নামক পর্দা দিয়ে আলাদা করা থাকে এবং নিচের দুটি ভেন্ট্রিকল আলাদা করে রাখে ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম নামে আরেকটি পর্দা। শিশুরা হার্টের বিভিন্ন অংশে ছিদ্র নিয়ে জন্মাতে পারে। ওপরের প্রকোষ্ঠের পর্দায় কোন ছিদ্র থাকলে তাকে অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট (এএসডি) বলা হয়। নিচের পর্দার মধ্যে কোন ছিদ্র থাকলে তাকে ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট (ভিএসডি) বলে। এই ছিদ্রের কারণে হার্ট ও ফুসফুসের মধ্যে রক্ত চলাচল অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে। মানবদেহের ফুসফুস রক্তে অক্সিজেনের যোগান দেয়। আর সেই অক্সিজেনযুক্ত রক্ত সারা শরীরে পরিবহনের কাজ করে হৃদপিণ্ড। শরীরের দূষিত রক্ত মহাশিরার মাধ্যমে প্রথমে হৃদপিণ্ডের ডান অলিন্দে প্রবেশ করে তার পর ডান নিলয়ে প্রবেশ করে। এই নিলয় থেকে দূষিত রক্ত পারে। এতে ফুসফুসের ধমনীতে রক্তচাপ বেড়ে যায়। হৃৎপিণ্ডকে তখন রক্ত পাম্প করার জন্য আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। এতে হার্টের ভালভের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি হয়। ফলে ভালভ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া ফুসফুসের ধমনীতে উচ্চ রক্তচাপ বা পালমোনারি হাইপারটেনশন দেখা দিতে পারে। যা স্থায়ীভাবে ফুসফুসের ক্ষতি করতে পারে। এতে ফুসফুস অক্সিজেন সরবরাহে ব্যর্থ হয়। যা শিশুকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারে। শিশুর হার্টে ছিদ্র কেন হয় শুরুতেই বলা হয়েছে হৃদপিণ্ডে ছিদ্র হওয়া একটি জন্মগত ত্রুটি। অর্থাৎ শিশু হার্টে ছিদ্র নিয়েই জন্মায়। বাহ্যিক কোনো কারণে হার্টে ছিদ্র হওয়ার নজির নেই। মাতৃগর্ভে শিশুর হৃৎপিণ্ড একটি নল থেকে বিকশিত হয়, এরপর সেটি চারটি প্রকোষ্ঠে ভাগ হয়। সেই প্রকোষ্ঠের দুটি অংশ আলাদা করতে পর্দা গড়ে ওঠে।
জেনেটিক সমস্যা: ডাউন সিনড্রোম থাকলে শিশুর হার্টে ছিদ্র দেখা দিতে পারে।